বাগবাজার রীডিং লাইে

তারিখ নির্দ্দেশক পত্র

পনের দিনের মধ্যে বইখানি ফেরৎ দিতে হ

পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদ ত
29	13/11			
১৬৭	৭/৮			

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার দ্বি-পঞ্চাশৎ গ্রন্থ

প্রেমের কথা

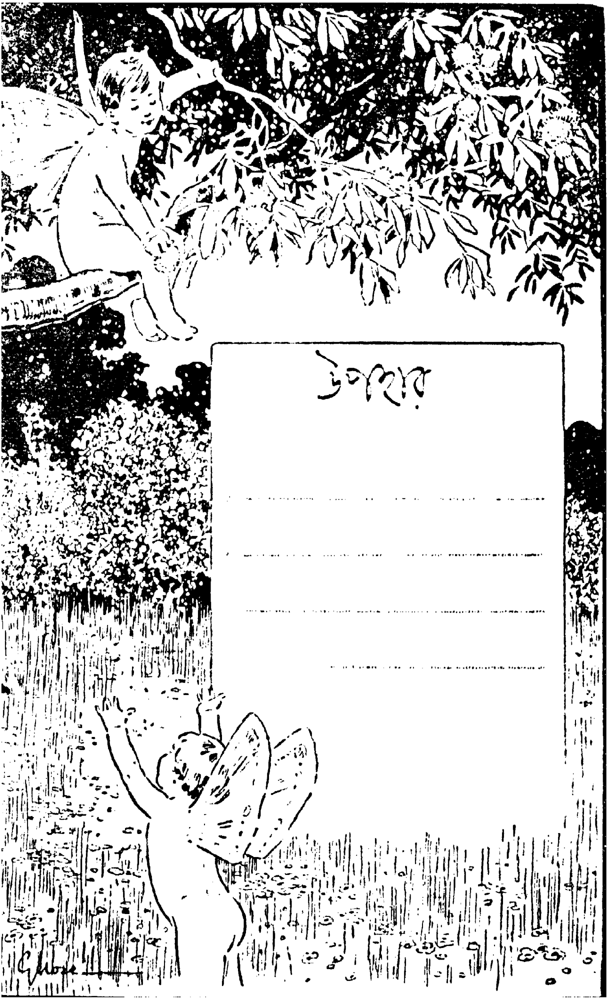
শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যারত্ন এম্-এ

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭]

প্রকাশক:—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার — শ্রীবিহারীলাল নাথ,
এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৯, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা।


উপহার

সূচি

মুখবন্ধ

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উপসংহার

পরিশিষ্ট

প্রেমের কথা

মুখবন্ধ

নাটক-নভেলে প্রেমের প্রাধান্য কেন ?

প্রেমের কথা বলিতে গেলেই গম্ভীর-প্রকৃতি পাঠকগণ হয় ত নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন আর ভুক্তভোগিগণ যৌবনে-যোগিনী অশ্রুমতীর বিষাদ-সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি তুলিয়া হয় ত বলিয়া বসিবেন—'প্রেমের কথা আর বোলো না, আর বোলো না, আর বোলো না'। কিন্তু প্রেমের কথা না তুলিলেও উপায় নাই, কেননা প্রেম, প্রণয় বা মহাজন-পদাবলীর ভাষায় 'পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর' অধিকাংশ নাটক ও আখ্যায়িকার প্রাণ। 'মুদ্রা-রাক্ষসে'র মত প্রেমরসহীন রাষ্ট্রতত্ত্বাত্মক নাটক বা 'নাইন্‌টী-থ্রী'র মত প্রেমরসহীন রাষ্ট্রতত্ত্বাত্মিকা আখ্যায়িকা সাহিত্য-জগতে নিতান্ত অল্প। এমন কি, কোন কোন বিলাতী ও মার্কিন সমালোচক নভেলের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছেন যে, প্রেম শুধু ইহার অপরিহার্য্য অঙ্গ কেন, প্রেমের বর্ণনাত্মক আখ্যানই

নভেল (১)। অর্থাৎ যেমন আমাদের সাহিত্যে এমন একদিন ছিল যখন কানু ছাড়া গীত হইত না, তেমনি আধুনিক সাহিত্যে প্রেম ছাড়া নভেল হয় না। এই কারণে উল্লিখিত সমালোচক-দ্বয় Pilgrim's Progress, Robinson Crusoe, Gulliver's Travels ও Rasselasকে নভেল বলিয়া স্বীকার করেন না। মার্কিন সমালোচক বার্টন পাদটীকায় উল্লিখিত পুস্তকের অপর একস্থানে বলিয়াছেন যে, যদিও অধুনা কোন কোন লেখক প্রেমকে প্রাধান্য না দিয়া, এমন কি প্রেমকে একেবারে আমল না দিয়া, আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছেন বটে, কেহ কেহ এমন গর্ব্বও করিয়াছেন যে তাঁহাদিগের রচিত আখ্যায়িকা একেবারে নারীবর্জ্জিত; তথাপি ইহা সুনিশ্চিত যে বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতে কেন, ভবিষ্যৎ পঞ্চবিংশ শতাব্দীতেও এই প্রেমপ্রধান আখ্যায়িকাই রচিত হইবে, কেননা

---

(১) 'A smooth tale, mostly of love.'—*Johnson* quoted in the *Cambridge History of English Literature vol. x* ch. 3. p. 48. 'Story wrought round the passion of love to a joyous or tragic conclusion.'—*Wyatt*: *The Tutorial History of English Literature*, ch. 8, p. 154. 'With special reference to love as a motor-force'.—*Burton*: *Masters of the English Novel*, ch. I, p. 10.

All thoughts, all passions, all delights,
Whatever stirs this mortal frame
All are but ministers of Love,
And feed his sacred flame.—

Coleridge.

Love conquers all, প্রেম সর্ব্বজয়ী, রবার্ট ব্রাউনিংএর ভাষায় Love is best, প্রেম সর্ব্বোত্তম। এই জন্যই দেখা যায় যে, অতীতকালের ঐতিহাসিক চিত্র অঙ্কিত করিবার উদ্দেশ্যে, অথবা রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনও তত্ত্ব-প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত নভেলেও (historical novels, novels with a purpose, problem novels) একটা প্রেমের কাহিনী গছাইয়া দেওয়া হয়, নতুবা গ্রন্থ সরস হয় না, পাঠকের কৌতূহল উদ্রিক্ত হয় না, চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। এ সব ক্ষেত্রে প্রেমের কাহিনী যেন কুইনিনের বড়ীর (sugar-coating) চিনির মোড়ক।

মানব-সমাজে, মাতাপিতার প্রতি প্রীতিশ্রদ্ধাভক্তি, অপত্যস্নেহ বা বাৎসল্য, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, ভ্রাতায়-ভগিনীতে, ভগিনীতে-ভগিনীতে ভালবাসা, সখ্য অর্থাৎ বন্ধুপ্রীতি, প্রভৃতি নানাবিধ প্রীতির বিকাশ আছে, সর্ব্বোচ্চে ভগবৎপ্রেম আছে, কিন্তু সাধারণতঃ প্রেম, প্রণয়, ভালবাসা, এ সকল শব্দ নারী ও পুরুষের যৌনসম্বন্ধ বুঝাইতেই সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইংরেজী love শব্দেরও এই দশা।

কেন? ইহাই মানবের তীব্রতম অনুভূতি, কোমলতম মনোবৃত্তি, (২) সুতরাং এই অর্থই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আর এই কারণেই কাব্য-নাটকেও ইহার প্রাধান্য ঘটিয়াছে। ফলতঃ 'পিরীতি রসের সার', 'রসের স্বরূপ পিরীতি মূরতি'ও ইহার সাঙ্গোপাঙ্গ 'পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান, অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ, মিলন' শুধু রাধাকৃষ্ণ-লীলার কেন, অধিকাংশ কাব্য-নাটকের অস্থিমজ্জা, রক্তমাংস, জান ও প্রাণ। কবিকুল ইহাই চিরাইয়া চিরাইয়া তারাইয়া তারাইয়া বর্ণনা করিয়া ধন্য হয়েন।

যাঁহাদের বয়সের দোষে বা অদৃষ্ট-বৈগুণ্যে এই 'পিরীতি-অমিয়া'য় অরুচি জন্মিয়াছে, তাঁহারা হয়ত তাচ্ছিল্যের সুরে বলিবেন যে তরকারীতে গরম মশলার ন্যায়, আস্বাদন-স্পৃহা উত্তেজিত করিবার জন্য, অপূর্ব্ব স্বাদ দিবার জন্য, এই শ্রেণীর প্রেম কাব্য-নাটকে অন্তর্নিবিষ্ট করা হয়। তাঁহারা হয়ত আরও বলিবেন যে, যেমন তরকারীতে গরম মশলার উগ্রগন্ধ ও স্বাদে মসগুল হইয়া আমরা লক্ষ্য করি না যে উহাতে আরও পাঁচ রকম মশলা আছে, সেগুলি না থাকিলে শুধু গরম মশলার গুণে মুখপ্রিয় তরকারী হইত না, তেমনি কাব্য-নাটকে প্রেম ছাড়া আরও পাঁচটা উপাদান থাকে,

(২) 'The most interesting of human relations and the most powerful of human passions.'—*John Morley : Life of Rousseau*, Vol. II, p. 25.

সেগুলি আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়, অথচ সেগুলি না থাকিলে শুধু প্রেমের একঘেয়ে বর্ণনায় গ্রন্থ সুখপাঠ্য হইত না। আর যেমন গরম মশলার গুণে অতি সাধারণ আনাজেও একটা অপূর্ব্ব স্বাদ আসে, তেমনি প্রেমের ফলাও বর্ণনায় বটতলার বাজে বইও লোকপ্রিয় হয়। ইঁহারা হয়ত আরও বলিবেন যে, বিনা গরম মশলায়ও অরুচির রুচিকর, স্বাদু স্বাস্থ্যকর তরকারী প্রস্তুত হয়; যথা,—সুক্ত, চর্চ্চরী, ছেঁচড়া; তেমনি বিনা প্রেমের কাহিনীতেও সুপাঠ্য স্বাস্থ্যকর কাব্য-নাটক রচিত হইতে পারে। প্রেম অনেকের মধ্যে একটি বৃত্তি, ইহাই কাব্যের সর্ব্বস্ব হইবে কেন?

এই 'কেন'র একটা উত্তর পূর্ব্বেই দিয়াছি। আর একটা উত্তর সম্প্রতি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট মার্কিন সমালোচক (বার্টন) দিয়াছেন এবং তৎপ্রসঙ্গে একটা সূক্ষ্ম গভীর সামাজিক তত্ত্ব প্রকটিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'Simply because love it is which binds together human beings in their social relations'—এই প্রেমের বন্ধনেই মানব সামাজিক সম্পর্কে বদ্ধ; এবং জীবতত্ত্বের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে নারীই সমাজের কেন্দ্র, এইজন্য আধুনিক নভেলে নারী-চরিত্রের প্রাধান্য, তিনি ইহাও বুঝাইয়াছেন। 'It is no accident, then, that woman is so often the central figure of fiction; it means more than that, love being the solar passion

of the race, she naturally is involved. Rather does it mean fiction's recognition of her as the creature of the social biologist, exercising her ancient function amidst all the changes and shifting ideas of successive generations'. (৩) উক্ত সমালোচক প্রসঙ্গক্রমে ইহাও দেখাইয়াছেন যে, ইংরেজী সাহিত্যে আধুনিক নভেলের উদ্ভব-কাল হইতেই Eternal Feminine—চিরন্তনী নারীকে কেন্দ্র করিয়া এই শ্রেণীর সাহিত্য রচিত হইয়াছে, কেননা রিচার্ডসনের (Pamela) 'প্যামেলা' ধরিতে গেলে প্রথম আধুনিক নভেল, নারীর নামেই ইহার নামকরণ, নায়িকার হৃদয়ের ইতিহাসই ইহার আখ্যানবস্তু। রিচার্ডসনের 'প্যামেলা' ও 'ক্ল্যারিসা' হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের সময়ের Trilby, Tess, Diana of the Crossways পর্য্যন্ত ইহার জের, তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন। আমরাও এই প্রসঙ্গে বলিতে পারি যে বঙ্কিমচন্দ্রের চৌদ্দখানি আখ্যায়িকার মধ্যে অর্দ্ধেকগুলির নারীর নামে নামকরণ, যথা—'দুর্গেশনন্দিনী,' 'কপালকুণ্ডলা,' 'মৃণালিনী,' 'রজনী,' 'ইন্দিরা,' 'রাধারাণী,' 'দেবী চৌধুরাণী'। এ ক্ষেত্রে এ কথাও বক্তব্য যে

(৩) *Burton: Masters of the English Novel*, ch. I, p. 10, p. 21, (p. 43).

উক্ত সমালোচকের বিবৃত তথ্য যদি নারীকে কেন্দ্র করিয়া গ্রন্থরচনার প্রকৃত কারণ হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে বহু শতাব্দী পূর্ব্বে হিন্দুসাহিত্যে ইহার আভাস আছে, 'কাদম্বরী', 'বাসবদত্তা' এবং (দৃশ্যকাব্য) 'রত্নাবলী' ইহার প্রমাণ। সাহিত্যের বিখ্যাত ইতিহাস-লেখক ডন্‌লপ বলেন, গ্রীক্ রোম্যান্সেও নারী-চরিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। (৪) অতএব বুঝা গেল, কাব্য-নাটকে প্রেমের চিত্র, প্রেমের আধার নারীর চিত্র, চিরন্তন সামগ্রী।

প্রেমের লক্ষণ-নির্দ্দেশ (Definition).

বহু স্বদেশী ও বিদেশী কবি ও দার্শনিক গদ্যে পদ্যে এই প্রেমের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে সকল উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ ভারাক্রান্ত করিতে চাহি না। বস্তুতঃ জল, বায়ু, তাপ ও আলোকের মত, প্রেমও এত সুপরিচিত যে ইহার (definition) লক্ষণ-নির্দ্দেশের প্রয়োজন নাই। তথাপি প্রবন্ধের অঙ্গহানি-ভয়ে দুই চারিটা উদ্ধৃত করিতে হইল। ঐতিহাসিক গিবন চিরকুমার ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রেমের মর্ম্ম বুঝিয়া-ছিলেন, গুরুজনের নিষেধে ঈপ্সিতার সহিত পরিণয় ঘটে নাই।

---

(৪) *Dunlop : History of Fiction*, p. 22, p. 46.

তাঁহার 'আত্মজীবনে' প্রদত্ত লক্ষণ-নির্দ্দেশটি বেশ উপযোগী।... "I understand by this passion the union of desire, friendship and tenderness which is inflamed by a single female, which prefers her to the rest of her sex and which seeks her possession as the supreme or sole happiness of our being."

(কোল্‌রিজ দার্শনিক ভাবে বুঝাইয়াছেন:—"Love is a desire of the whole being to be united to some being, felt necessary to its completeness.")

স্কট্‌ উচ্ছ্বাসময় বাক্যে বলিয়াছেন :—

It is the secret sympathy,
The silver link, the silken tie
Which heart to heart and mind to mind,
In body and soul can bind.

এই সঙ্গে (ভিক্টর হিউগোর কবিত্বময় বাক্যটিও উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। "Oh! love! that is to be two and yet one—a man and a woman mingled into an angel; it is heaven!") (*Notre Dame*, ch. 13). ইহা যে আমাদের মহাজন-পদাবলীর কথা।—

পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া,
পরেতে মিশিতে পারে,
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরীতি মিলয়ে তারে।— চণ্ডীদাস।

বঙ্কিমচন্দ্রও হরদেব ঘোষালের মারফত বলিয়াছেন।—'চিত্তের যে অবস্থায় অন্যের সুখের জন্য আমরা আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে স্বতঃ প্রস্তুত হই, তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা বলা যায়।'

[বিষবৃক্ষ, ৩২শ পরিচ্ছেদ।]

অধিক মিষ্ট খাইলে শেষটা বিস্বাদ লাগে, প্রেমের স্বরূপ-বর্ণনা আর অধিক করিয়া উদ্ধৃত করিলে পাঠকবর্গের বিরক্তি-কর ও অরুচিকর হইবে। অতএব আর না।

প্রেমের শ্রেণীভেদ

মোটামুটি বলিতে গেলে দুই শ্রেণীর প্রেম কাব্য-নাটকে বর্ণিত হয়।—(১) স্ত্রী-পুরুষের বিবাহিত জীবনে প্রেম; (২) বিবাহের পূর্ব্বে কুমার-কুমারীর প্রেম; ইংরেজী করিয়া বলিলে post-nuptial love ও ante-nuptial love; ইহার উপর আবার কোথাও কোথাও মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ আছে, অর্থাৎ বিবাহিত বা অবিবাহিত পুরুষের সধবা বা বিধবায় আসক্তি অর্থাৎ পরকীয়া-

প্রেম বা অবৈধ প্রণয়। জগতের সাহিত্যে (তথা সমাজে) এই অবৈধ প্রণয়ের অস্তিত্ব আছে; সুতরাং ইহা দূষণীয় হইলেও সমালোচনা হইতে একেবারে বাদ দেওয়া চলিবে না। যাহা হউক, আপাততঃ পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকারের প্রেমের কথাই বলিব। এতদুভয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টিরই প্রসার কাব্য-নাটকে বেশী। শুধু ইউরোপীয় সাহিত্যে কেন, ভারতীয় প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যেও, অধিকাংশ স্থলে দাম্পত্য-প্রেম চিত্রিত হয় না, ইহাকে কবিকুল বড় একটা আমল দিতে চাহেন না, ইহাতে তাঁহারা ততটা চমৎকারিত্ব পান না। তাই কবিকুলতিলক বায়রন্ বলিয়াছেন…

Romances paint at full length people's wooings,
But only give a bust of marriages.
For no one cares for matrimonial cooings. &c.

Don Juan III. 8.

বস্তুতঃ দেখা যায়, অধিকাংশ স্থলেই কাব্য-নাটকে আরম্ভে পূর্ব্বরাগ, মধ্যে বিরহ ও নানা বাধাবিঘ্ন ('ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে') ও শেষে যুগল-মিলনে শুভ-বিবাহে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ', গির্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি (marriage-bell) বা মঙ্গল-শঙ্খধ্বনির সমকালে পটক্ষেপণ। ('রাধারাণী'তে চিত্রার শাঁখে ফুঁ এক্ষেত্রে স্মর্ত্তব্য।)

ইংরেজী সাহিত্যে দেখা যায়, 'ঈষ্ট্‌লীন', 'রোমোলা' বা

ফীল্ডিংএর 'এমিলিয়া'র মত আখ্যায়িকার প্রথম অংশেই নায়ক-নায়িকার বিবাহ অতি অল্প স্থলেই ঘটিয়া থাকে। সংস্কৃত সাহিত্যেও শকুন্তলা-বিক্রমোর্ব্বশীর মত তাড়াতাড়ি গান্ধর্ব্ব-বিবাহ শেষ করিয়া পরবর্ত্তী অঙ্কগুলিতে তাহারই জের টানা হইতেছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। তবে আধুনিক হিন্দু-সমাজে পূর্ব্বের ন্যায় 'কন্যাত্বজাতোপ-যমা সলজ্জা নব-যৌবনা'র পূর্ব্বরাগের অবকাশ খুবই কম, কেননা এখন আর যুবতী-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত নহে। সেই জন্য দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের চৌদ্দখানি আখ্যায়িকার মধ্যে চারিখানি-মাত্র বিবাহান্ত, —যথা 'দুর্গেশনন্দিনী', 'রজনী', 'রাধারাণী', 'রাজসিংহ'। অপর দশখানিতে নায়ক-নায়িকার বিবাহ হয় গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বেই, না হয় গ্রন্থের প্রথম অংশে, সম্পন্ন হইয়াছে (যদিও কোথাও কোথাও ব্যাপারটা গুপ্তরহস্য, যথা 'মৃণালিনী'তে ও 'যুগলাঙ্গুরীয়ে')। (৫) বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী সাহিত্য হইতে নভেলের আদর্শ লইয়াও বিলাতী আদর্শের হুবহু নকল করেন নাই, অধিকাংশ স্থলে পূর্ব্বে বিবাহ-ক্রিয়া সমাধা করিয়া আধুনিক হিন্দু সামাজিক রীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রকে

---

(৫) বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষে' (৮ম পরিচ্ছেদে) বলিয়াছেন,—'আখ্যায়িকা গ্রন্থের প্রথা যে, বিবাহটা শেষে হয়; আমরা আগেই কুন্দনন্দিনীর বিবাহ দিতে বসিলাম।'

ইংরেজী সাহিত্যের নকলনবিশ মনে করেন, তাঁহারা কথাটা একটু ভাবিয়া দেখিবেন।

শুনা যায়, 'স্বর্ণলতা'র গ্রন্থকার ৺তারকনাথ গাঙ্গুলি বলিতেন—'পরিণত-যৌবনা বঙ্গরমণীকে নায়িকা করিয়া উপন্যাস লেখা ইংরেজীর নকল করা মাত্র।' (৬) বঙ্কিমচন্দ্রও যে এ কথাটা না বুঝিতেন তাহা নহে। সেই জন্যই দেখি, যে সকল স্থলে তাঁহাকে অনূঢ়া যুবতীর পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিতে হইয়াছে, সে সকল স্থলেই তিনি সেজন্য সঙ্গত কারণ দর্শাইয়াছেন, 'হিঁদুর ঘরের ধেড়ে মেয়ে'র কেন এতদিন বিবাহ হয় নাই, তাহার জন্য রীতিমত কৈফিয়ত দিয়াছেন, নির্ব্বিচারে ইংরেজী বা সংস্কৃত সাহিত্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নাই। (হাল্কা ভাষায় বলিতে গেলে, তাঁহার তালে ঠিক আছে।) কোথাও কোথাও বা অনুমানের ভার পাঠকের উপর। একে একে দৃষ্টান্ত দিতেছি।

এক্ষেত্রে প্রধান আসামী—রাধারাণী। কৈফিয়তটাও খুব খুব লম্বা। প্রথমতঃ, রাধারাণীর মাতা নিঃস্ব হওয়াতে 'রাধারাণীর বিবাহ দিতে পারিল না।' ('রাধারাণী' ১ম পরিচ্ছেদ।) তখন 'বালিকার বয়স একাদশ পরিপূর্ণ হয় নাই।' 'দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধম্' বিবাহ ঘটে নাই বলিয়া গোঁড়া-হিন্দুভাবে এই কৈফিয়ত! যখন দারিদ্র্য ঘুচিল, সুতরাং বিবাহের সে বাধা

---

(৬) তারকনাথ-স্মৃতি (মানসী ও মর্ম্মবাণী, ভাদ্র ১৩২৪, ৪৪ পৃঃ)।

কাটিল, তখন রাধারাণীর মাতা পীড়িতা, মুমূর্ষু; কিছুদিন পরেই রাধারাণীর মাতৃবিয়োগ হইল, অভিভাবক হইলেন কামাখ্যা বাবু। 'বাকি রাধারাণীর বিবাহ। কিন্তু কামাখ্যা বাবু নব্য তন্ত্রের লোক—বাল্যবিবাহে তাঁহার দ্বেষ ছিল। তিনি বিবেচনা করিলেন, যে রাধারাণীর বিবাহ তাড়াতাড়ি না দিলে, জাতি গেল মনে করে, এমন কেহ তাহার নাই। অতএব যবে রাধারাণী, স্বয়ং বিবেচনা করিয়া বিবাহে ইচ্ছুক হইবে তবে তাহার বিবাহ দিব। এখন সে লেখাপড়া শিখুক।' (২য় পরিচ্ছেদ।) বস্, কামাখ্যা বাবু রাধারাণীর ইচ্ছার উপর ঝুঁকি রাখিয়া খালাস, আর গ্রন্থকার কামাখ্যা বাবুর ইচ্ছার উপর ঝুঁকি রাখিয়া খালাস! ইহা লইয়া গ্রন্থকার হিন্দুর তরফ হইতে মধ্যে মধ্যে টিটকারী দিতে ছাড়েন নাই। তিনি রাধারাণীর মুখ দিয়া কবুল করাইয়াছেন,—"এই যে উনিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত আমি বিয়ে করলাম না, এতে কে না কি বলে? আমি ত বুড়া বয়স পর্য্যন্ত কুমারী।" (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। আবার রাধারাণীর মুখ দিয়া প্রশ্ন করাইয়াছেন,—"হিন্দুর মেয়ে—উনিশ বৎসর বয়স—বিবাহিতা নহে?" (৭ম পরিচ্ছেদ।)

রজনীর বেলায় দেখা যায়, 'অন্ধের বিবাহের বড় গোল। কাণা বলিয়া আমার বিবাহ হইল না।' (১ম পরিচ্ছেদ।) পরে আবার গ্রন্থকার রজনীর পিতার (বাস্তবিক মেসোর) মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, "লবঙ্গ বুঝিলেন যে মেয়েটি বিবাহের জন্য বড় কাতর

হয়েছে—না হবে কেন, বয়স ত হয়েছে।" (১ম খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ।) 'রজনী'তে আরও দেখা যায়, 'লবঙ্গের বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়াছিল' (২য় খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ) অথচ তাঁহার বিবাহ হয় নাই; এক্ষেত্রে গ্রন্থকার কোন স্পষ্ট কৈফিয়ত দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই; অনুমান হয়, অমরনাথের সহিত সম্বন্ধ হওয়া ও সেই সম্বন্ধ ভাঙ্গায় খানিকটা সময় নষ্ট হওয়াতে এইরূপ ঘটিয়াছিল। আর রামসদয় মিত্রের দ্বিতীয় পক্ষের ঘরণী-গৃহিণী হওয়া যখন লবঙ্গর ভবিতব্য, তখন একটু বয়ঃস্থা কন্যারই ত প্রয়োজন!

এই তিনটি গেল হালের হিন্দুসমাজের দৃষ্টান্ত। 'দুর্গেশ-নন্দিনী'তে তিলোত্তমা ও 'রাজসিংহে' চঞ্চলকুমারী আকবর ও ঔরঙ্গজেব বাদশাহের আমলের রাজপুত-কন্যা। সেকালের ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায়, রাজপুতদিগের মধ্যেও যুবতী কুমারীর বিবাহ-প্রথা ছিল, স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের ব্যবস্থা এ সব সমাজের জন্য প্রণীত হয় নাই, সুতরাং এ দুইটি স্থলে কোন কৈফিয়তের প্রয়োজন হয় নাই।

যে চারিখানি আখ্যায়িকা বিবাহে শেষ, সেগুলির কথা বলিলাম। এক্ষণে যেগুলি বিবাহে শেষ নহে, সেগুলিতে বর্ণিত অনূঢ়া যুবতীর প্রসঙ্গের আলোচনা করিব।

'যুগলাঙ্গুরীয়' প্রাচীন তাম্রলিপ্তের কাহিনী, নায়িকা শ্রেষ্ঠি-

কন্যা। 'হিরণ্ময়ী বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়াছিলেন'; সঙ্গে সঙ্গে কৈফিয়ত, 'যথাবিহিত কালে উভয়ের পিতা...... বিবাহ-সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। বিবাহের দিন স্থির পর্য্যন্ত হইয়াছিল। অকস্মাৎ হিরণ্ময়ীর পিতা বলিলেন, "আমি বিবাহ দিব না।"' (১ম পরিচ্ছেদ।) পর-পরিচ্ছেদে আভাস পাওয়া যায়, জ্যোতিষী গণনার ফলে, বিপদের আশঙ্কায়, বিবাহ স্থগিত হইয়াছিল। মৃণালিনীও শ্রেষ্ঠিকন্যা—সময় বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গ-বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে। গ্রন্থকার গিরিজায়ার মুখ দিয়া মৃণালিনীকে কৈফিয়ত চাহিতেছেন, "তোমার বাপ......এত বয়সেও তোমার বিবাহ দেন নাই কেন?" মৃণালিনী বাপের হইয়া কৈফিয়ত দিতেছেন, "বাপের দোষ নাই। তিনি অনেক যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু বৌদ্ধ সুপাত্র পাওয়া কঠিন।" ইত্যাদি (৪র্থ খণ্ড ১১শ পরিচ্ছেদ)। এই পরিচ্ছেদে আমরা ইহাও জানিতে পারি যে, প্রকৃত পক্ষে মৃণালিনী 'এত বয়সে' কুমারী ছিলেন না, কিছুদিন পূর্ব্বে হেমচন্দ্রের সহিত তাঁহার চৌরিকা-বিবাহ হইয়াছিল। এই গ্রন্থে 'ভিখারীর মেয়ে' গিরিজায়ার অধিক বয়সে বিবাহের ফুল ফুটাইবার জন্য বোধ হয় কোন জবাবদিহির প্রয়োজন নাই।

ব্রাহ্মণ-কন্যা কপালকুণ্ডলাকে কাপালিক যে উদ্দেশ্যে প্রতি-পালন করিতেছিলেন 'তান্ত্রিক সাধনে' 'স্ত্রীলোকের যে সম্বন্ধ'—তাহা অধিকারীর মত আমরাও অস্পষ্টই রাখিলাম; পাঠক অবশ্য

বুঝিলেন, কপালকুণ্ডলা ষোড়শী হইয়াও অনূঢ়া কেন? ইহা হইল আকবর বাদশাহের আমলের কথা। পক্ষান্তরে ‘বিষবৃক্ষে’ হালের কায়স্থকন্যার কথা। আমরা যখন কুন্দর সাক্ষাৎ পাই, তখন তাহার তের বছর বয়স, (বয়সের খবরটা ৫ম পরিচ্ছেদে নগেন্দ্রনাথের হরদেব ঘোষালকে লিখিত পত্রে আছে), তথাপি গ্রন্থকার কায়স্থের ঘরের মেয়ের তখনও বিবাহ না হওয়ার কৈফিয়ত দেওয়া প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছেন। ‘কুন্দনন্দিনী বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়াছিল, কিন্তু কুন্দ পিতার অন্ধের যষ্টি, এই সংসার-বন্ধনের এখন একমাত্র গ্রন্থি; বৃদ্ধ প্রাণ ধরিয়া তাহাকে পরহস্তে সমর্পণ করিতে পারিলেন না।’ সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকার বৃদ্ধের এই কার্য্যের দোষোল্লেখও করিয়াছেন...‘একথা তাঁহার মনে হইত না যে, যেদিন তাঁহার ডাক পড়িবে সেদিন কুন্দকে কোথায় রাখিয়া যাইবেন।’ (২য় পরিচ্ছেদ।)

আশা করি, এই ধারাবাহিক দৃষ্টান্তগুলি হইতে পাঠকবর্গ বুঝিলেন যে বঙ্কিমচন্দ্র অনূঢ়া যুবতীর পূর্ব্বরাগের অবসর দিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া, আটঘাট বাঁধিয়া, কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, নির্ব্বিচারে ইংরেজী বা সংস্কৃত সাহিত্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নাই।

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বরাগের প্রকার-ভেদ

এক্ষণে কবিজন-বর্ণিত প্রণয়-সঞ্চার বা পূর্ব্বরাগের (etiology) নিদান-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইব।

একটু প্রণিধান করিলে বুঝা যায় যে, সাধারণতঃ তিন প্রকারে পূর্ব্বরাগ নরনারীর হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। অন্ততঃ কবিগণ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রথম প্রকারের প্রণয়-সঞ্চার

প্রথম ও প্রধান প্রকার, সাহিত্যদর্পণের ভাষায়—

'শ্রবণাদ্দর্শনাদ্‌বাঽপি মিথঃ সংরূঢ়রাগয়োঃ।
দশাবিশেষো যোঽপ্রাপ্তৌ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥'

আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রবণেন্দ্রিয় অপেক্ষা দর্শনেন্দ্রিয় উৎকৃষ্টতর, দর্শনেন্দ্রিয়ের অনুভূতিও প্রগাঢ়তর, দর্শনলব্ধ জ্ঞানও শ্রবণলব্ধ জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সুতরাং 'শ্রবণাৎ' অপেক্ষা 'দর্শনাৎ' প্রণয়সঞ্চারই অধিকতর স্বাভাবিক। বিশেষতঃ যৌবনে রূপলালসা অত্যন্ত প্রবল, সুতরাং রূপদর্শন-জনিত মনোবিকারও ('নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম-বিক্রিয়া') সহজেই ঘটে।

পক্ষান্তরে পরের মুখে রূপগুণের বর্ণনা শুনিয়া প্রণয়সঞ্চার অনেকটা পরের মুখে ঝাল খাওয়ার মত। স্বকর্ণে শোনা অপেক্ষা স্বচক্ষে দেখা যে অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ফলেও দেখা যায়, দর্শন-জনিত প্রণয়ের দৃষ্টান্তই সাহিত্যে অধিক।

'শ্রবণাৎ'

যাহা হউক, আগে শ্রবণ-জনিত প্রণয়ের কথাই বলি।

'শ্রবণস্তু ভবেত্তত্র দূতবন্দিসখীমুখাৎ।'

—সাহিত্যদর্পণ।

আমাদের সাহিত্যে আদর্শ-প্রেমের ভাণ্ডার মহাজন-পদাবলীতে দেখা যায়, শ্রীরাধা প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনিয়াছিলেন।—'সই কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম। কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ॥···নাম-পরতাপে যার ঐছন করিল গো।' ইত্যাদি—চণ্ডীদাস। 'পহিলে শুনলুঁ হাম শ্যাম দুই আখর তৈখন মন চুরি কেল।'—গোবিন্দদাস। পরে বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলেন, পরে পটে দর্শন করিয়াছিলেন, পরে স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলেন, পরে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছিলেন।—'বংশী-ধ্বনি-শ্রবণং যথা। না জানিয়ে কো ঐছে মুরলি আলাপই চমকই শ্রুতি হরি নেল। না জানিয়ে কো ঐছে পটে দরশায়লি নবজলধর জিনি কাঁতি।...যা কর নাম মুরলিবর তাকর পটে

ভেল সো পরকাশ॥'—গোবিন্দদাস। দর্শন 'চিত্রপটে যথা। বিরলে বসিয়া পটে ত লিখিয়া বিশাখা দেখাল আনি। চণ্ডীদাস। 'অথ স্বপ্নে দর্শন। স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামল বরণ দে তাহা বিনু আর কারো নই॥'—জ্ঞানদাস। 'ততঃ সাক্ষাদ্দর্শনং যথা। কি পেখলু যমুনার তীরে।' ইত্যাদি। এ অবস্থায় ইহাকে অবিমিশ্র শ্রবণজনিত প্রণয় বলা যায় না। ইহা নাম-শ্রবণ, বংশীধ্বনি-শ্রবণ, পটে দর্শন, স্বপ্নে দর্শন, সাক্ষাৎ দর্শন—এ সমুদয়ের অপূর্ব্ব মিশ্রণ-জনিত।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়, রুক্মিণী সকলের মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণের প্রশংসা শুনিয়া তাঁহার অনুরাগিণী হয়েন, আবার শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর রূপগুণের প্রশংসা শুনিয়া তাঁহার অনুরাগী হয়েন। (১০ম স্কন্ধ, ৫২তম অধ্যায়।) মহাভারতে দেখা যায়, সকলে দময়ন্তী-সমীপে নলের ও নল-সমীপে দময়ন্তীর রূপগুণের প্রশংসা করিত, তাহাতে উভয়ের হৃদয় আর্দ্র হয়, পরে হংসের মুখে প্রশংসা শুনিয়া রীতিমত প্রণয়-সঞ্চার হয়। (বনপর্ব্ব, ৫৩তম অধ্যায়।) ঐতিহাসিক সংযুক্তাও শৌর্য্যবীর্য্যাধার পৃথ্বীরাজের গুণগ্রামের কথা শুনিয়া তাঁহার অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। হয় ত এই প্রকারে পরম্পরায় রাজসিংহের বীরত্বকাহিনী-শ্রবণে চঞ্চলকুমারীর চিত্ত চঞ্চল হইয়াছিল, ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, পরে চিত্র-দর্শনে প্রণয়-সঞ্চার হইল। যাক্, সে কথা চিত্রদর্শন-প্রসঙ্গে বলিব। ভারত-

চন্দ্রের কাব্যে যে প্রেমের (?) বর্ণনা আছে, তাহাতেও দেখা যায়,—

'ভাটমুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার।
উথলিল সুন্দরের সুখ-পারাবার॥
কিবা রূপ কিবা গুণ কহিলেক ভাট।
খুলিল মনের দ্বার না লাগে কবাট॥'

এ ক্ষেত্রে 'শ্রবণাৎ' প্রণয়-সঞ্চার। আবার নায়িকারও প্রথমে মালিনীর মুখে নায়কের রূপগুণবর্ণনা শুনিয়া চিত্তবিকার হইয়াছিল, পরে রথের পাশে সাক্ষাৎ দর্শন ঘটিল। 'শুভক্ষণে দরশন হইল দুজনে।' এক্ষেত্রে 'শ্রবণাৎ' 'দর্শনাৎ' দুই-ই আছে। সেকালের স্বয়ংবরসভায় দর্শন ও গুণানুবাদ-শ্রবণ যুগপৎ হইত।

এবার বিলাতী সাহিত্য হইতে দুই একটি দৃষ্টান্ত দিব। রাজ্ঞী এলিজাবেথের আমলের 'ফিল্যাষ্টার' নাটকে ইউফ্রেসিয়া-নাম্নী কুমারী প্রেমাস্পদের সমক্ষে নিজে কবুল করিতেছেন, 'আমি পিতৃমুখে সর্ব্বদা আপনার গুণগ্রামের কথা-শ্রবণে আপনার দর্শনোৎসুকা হই, পরে দর্শনমাত্র আমার হৃদয় প্রেমে ভরপূর হয়।' (৭) এখানে 'শ্রবণাৎ' 'দর্শনাৎ' দুই-ই আছে। শেক্‌স্‌পীয়ার

(৭) My father oft would speak
Your worth and virtue; and as I did grow
More and more apprehensive, I did thirst

যে ইতালীয় গল্পপুস্তক (Il Pecorene) হইতে 'মার্চ্চ্যাণ্ট অভ্ ভেনিসে'র প্রধান আখ্যান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই ইতালীয় গল্প-পুস্তকের কথারম্ভ এইরূপ।—জনৈক যুবক রূপের খ্যাতি শুনিয়া এক সন্ন্যাসিনীর (nun) প্রেমে পড়িয়া তাঁহার দর্শনলাভের সুবিধার জন্য, সন্ন্যাসিনী যে সম্প্রদায়ভুক্ত সেই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন এবং শীঘ্রই প্রত্যহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ-

---

To see the man so praised. But yet all this
Was but a maiden-longing ; to be lost
As soon as found ; till, sitting in my window,
... ...I saw a god,
I thought (but it was you) enter our gates ;
My blood flew out and back again·········
··· ... ··· then was I called away in haste
To entertain you ··· ··· ... ······
... ... I did hear you talk,
Far above singing. After you were gone
I grew acquainted with my heart, and searched
What stirred it so ; alas, I found it love.

—Philaster, Act V. Sc. V.

কারের সুযোগ পাইলেন ইত্যাদি (৮)। ইহা খাঁটি 'শ্রবণাৎ' পূর্ব্বরাগ।

'শ্রবণাৎ' নহে—স্পর্শনাৎ

অন্ধ যুবতী রজনীর হৃদয়ে প্রণয়-সঞ্চারের যে ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্র দিয়াছেন, তাহাকে যদি 'শ্রবণাৎ' বলিতে হয়, তাহা হইলে সে 'শ্রবণাৎ'এর সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে। (বিশ্বনাথ কবিরাজ সে অর্থে উহার প্রয়োগ করে নাই।) লবঙ্গ ঠাকুরাণীর কাছে ফুল বেচিতে গিয়া শচীন্দ্রের কণ্ঠস্বর-শ্রবণে রজনী অন্যের কণ্ঠের সহিত তুলনা করিয়া বলিতেছে—"সে এমন অমৃতময় নহে—এমন করিয়া কর্ণবিবর ভরিয়া, সুখ ঢালিয়া দেয় নাই।" (এই কণ্ঠস্বর বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির সহিত তুলনীয়।) কিন্তু শুধু কণ্ঠস্বরেই রজনীর হৃদয় হৃত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র অপূর্ব্ব মৌলিকতা দেখাইয়া 'শ্রবণাৎ' 'দর্শনাৎ' ছাড়া (অন্ধের বেলায়) 'স্পর্শনাৎ' আর একটা নিদান যুড়িয়া দিয়াছেন। "সেই চিবুক-স্পর্শে আমি মরিলাম। সেই স্পর্শ পুষ্পময়...আ মরি মরি সে নবনীত-সুকুমার-পুষ্পগন্ধময় বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ! বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ, যার চোখ আছে, সে বুঝিবে কি প্রকারে?" (১ম খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ।) তাহার পর কবি আবার অন্ধ যুবতীর

(৮) Dunlop : History of Fiction, Ch. 8.

মুখ দিয়া "শুধু শব্দ স্পর্শ গন্ধে"র কথা "কেবল কথায় শব্দ শুনিবার আশা"র কথা বলাইয়াছেন, "কখন কেহ শুনিয়াছে যে কোন রমণী শুধু কথা শুনিয়া উন্মাদিনী হইয়াছে?" "তবে কি সেই স্পর্শ?" "রূপ দ্রষ্টার মানসিক বিকার মাত্র—শব্দও মানসিক বিকার," "রূপ দর্শকের একটি মনের সুখ মাত্র, শব্দও শ্রোতার একটি মনের সুখ মাত্র। যদি আমার রূপ-সুখের পথ বন্ধ থাকে, তবে শব্দ স্পর্শ গন্ধ কেন রূপ-সুখের ন্যায় মনোমধ্যে সর্ব্বময় না হইবে?" "রূপে হোক, শব্দে হোক, স্পর্শে হোক, শূন্য রমণীহৃদয়ে সুপুরুষ-সংস্পর্শ হইলে কেন প্রেম না জন্মিবে?" (১ম খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ) ইত্যাদি চিন্তা ও প্রশ্নের অন্ধ যুবতীর মনে উদ্রেক করিয়া অন্ধের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এ এক অভিনব তত্ত্ব!

'দর্শনাৎ'—ইন্দ্রজালে

এক্ষণে দর্শনজনিত পূর্ব্বরাগের কথা বলিব। দর্পণকারের মতে ইহা চতুর্ব্বিধ। 'ইন্দ্রজালে চ চিত্রে চ সাক্ষাৎ স্বপ্নে চ দর্শনম্।' রসমঞ্জরী-রচয়িতা প্রথমটির উল্লেখ করেন নাই। সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রথমটির দৃষ্টান্ত আছে কি না জানি না; তবে সংস্কৃত-সাহিত্যে অলৌকিক ব্যাপারের যেরূপ আতিশয্য, তাহাতে এই শ্রেণীর দৃষ্টান্ত সংস্কৃত সাহিত্যে থাকাই সম্ভব, হয় ত আমার জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতার জন্য দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।

প্রাকৃত ভাষায় রচিত (রাজশেখরের) 'কর্পূরমঞ্জরী'তে ইহার একটি দৃষ্টান্ত আছে। কৌল ভৈরবানন্দ অদ্ভুত ক্ষমতাবলে ভিন্ন দেশ হইতে রাজ্ঞীর মাতৃষ্বসার কন্যা কর্পূরমঞ্জরীকে রাজা ও রাজ্ঞীর নিকট আনয়ন করেন, তাহাকে দেখিয়া রাজার পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হয়। আরব্যোপন্যাসে দুইটি গল্পে (নৌরদ্দিন আলি ও বিদরুদ্দিন হাসানের গল্পে এবং কামারলজমান ও বেদৌরার গল্পে) এক দেশের যুবা পুরুষ ও অন্য দেশের যুবতীকে ইন্দ্রজাল-প্রভাবে এক গৃহে শয্যায় নিদ্রাবস্থায় একত্র করা হয়, নিদ্রাভঙ্গে পরস্পরের দর্শনে পরস্পরের পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হয়। ('দশকুমারচরিতে' প্রমতি ও নবমালিকার বৃত্তান্ত তুলনীয়।) ইংরেজী সাহিত্যে দেখা যায়, স্পেন্সারের 'ফেয়ারি কুইনে'র তৃতীয় কাণ্ডে ব্রিটোমার্ট-নাম্নী রাজকুমারী স্যার আর্টিগল-নামক বীরপুরুষের মূর্ত্তি ঐন্দ্রজালিক মুকুরে প্রতিফলিত দেখিয়া তাঁহার প্রেমে পড়েন ও যোদ্ধ-পুরুষের ছদ্মবেশে তাঁহারই সন্ধানে দেশে দেশে বিচরণ করেন।

দর্শনাৎ—স্বপ্নে

অজ্ঞাতকুলশীলা অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতীকে স্বপ্নে দেখিয়া রাজ-পুত্র তাঁহার রূপের মোহে দেশে দেশে তাঁহার সন্ধানে ভ্রমণ করিতেছেন, এরূপ রূপকথা বোধ হয় আমাদের দেশে চলিত আছে। আরব্যোপন্যাসেও যেন ইহার একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি মনে হয়।

ডন্‌লপ্‌ তাঁহার History of Fiction নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে দিয়াছেন। (৯) সে দৃষ্টান্তগুলি পাঠক-সমাজের সুবিদিত নহে বলিয়া সেগুলি আর উদ্ধৃত করিলাম না। স্পেন্‌সারের 'ফেয়ারি কুইনে'র মুখবন্ধে (স্যর ওয়াল্‌টার র‍্যালের উদ্দেশে লিখিত পত্রে) দেখা যায়, আদর্শবীর রাজা আর্থার পরীরাণী গ্লোরিয়ানাকে স্বপ্নে দেখিয়া তাঁহার প্রেমে পড়িয়াছিলেন ও তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য পরীরাজ্যের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, স্বপ্নযোগে প্রেমসঞ্চারের দৃষ্টান্তের জন্য আমাদের বৈদেশিক ডন্‌লপের সমালোচনা-গ্রন্থ বা স্পেন্‌সারের কাব্য হাতড়াইবার কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের পৌরাণিক আখ্যানে বাণরাজকন্যা উষার শ্রীকৃষ্ণ-পৌত্র অনিরুদ্ধের সহিত স্বপ্নে সঙ্গম ইহার সুপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত (শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ ৬২তম অধ্যায়)। কাশীখণ্ডে (৬৭তম অধ্যায়ে) রত্নেশ্বর শিবের বরে গন্ধর্ব্বরাজকন্যা রত্নাবলীর নাগলোকের রত্নচূড়ের সহিত স্বপ্নে সঙ্গম বোধ হয় শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণিত উষা-অনিরুদ্ধের ব্যাপারের অনুকরণ। সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'র নায়ক-নায়িকা, কন্দর্পকেতু ও বাসবদত্তা, উভয়েরই উভয়কে স্বপ্নে

(৯) Ch. III p. 107, p. 110. Ch. V p. 159.

দেখিয়া প্রণয়-সঞ্চার হইয়াছিল। (১০) রাজশেখরের 'বিদ্ধশাল-ভঞ্জিকা'য়ও রাজা মৃগাঙ্কাবলীর চিত্র ও দারুময়ী প্রতিমূর্ত্তি-দর্শনের পূর্ব্বে তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন।

ইন্দ্রজালে ও স্বপ্নে দর্শন খুব রোম্যান্টিক সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের এখনকার rationalistic ageএ ইহা যেন বড়ই আজগবী ঠেকে। সেইজন্য পুরাতন সাহিত্যে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব না হইলেও আধুনিক সাহিত্যে ইহার বড় চল নাই। তথাপি বলিতে পারা যায়, কুন্দ স্বপ্নে মাতৃনির্দ্দিষ্ট পুরুষ নগেন্দ্রনাথকে দেখিল, স্বপ্নে আবির্ভূতা মাতার উদ্দেশ্য যে কুন্দ স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষকে 'বিষধরবৎ প্রত্যাখ্যান' করিবে, কিন্তু এই স্বপ্নে দর্শন পূর্ব্বরাগের সূত্রপাত নহে ত? ৺রমেশচন্দ্র দত্ত 'বঙ্গবিজেতা'য় এই শ্রেণীর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। উপেন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "চিন্তাবলে কতবার শূন্য হইতে অলৌকিক স্নেহসম্পন্না প্রেমপ্রতিমাকে জাগরিত করিয়া তাঁহারই সহিত কালহরণ করিতাম! সহসা সে সুন্দর মূর্ত্তি জলবিম্বের ন্যায় ভিন্ন হইয়া যাইত; কল্পনাশক্তি শ্রান্ত হইত; আমি সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইতাম। দিন দিন এইরূপ কল্পনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দিবাকালে অর্দ্ধেক সময় আমি এ জগতে থাকিতাম না, কাল্পনিক জগতে বিচরণ করিতাম।

(১০) বাঙ্গালা ভাষায় ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'বাসবদত্তা' আংশিক-ভাবে সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'র অনুকরণে রচিত।

…সেই উজ্জ্বল প্রেমপ্রতিমা আসীন রহিয়াছেন। নিবিড় কৃষ্ণ-কেশে জ্যোতির্ম্ময় সুবর্ণকান্তি মুখমণ্ডল বেষ্টন করিয়া আছে, বালিকার রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ওষ্ঠ দুটি অল্প প্রেমহাস্যে বিস্ফারিত, ভ্রমরকৃষ্ণ চক্ষু দুটী প্রেমাশ্রুতে পরিপূর্ণ, সমস্ত মুখমণ্ডল প্রেমে ঢল্ ঢল্ করিতেছে।…একদিন নিশাবসানে ঐরূপ কল্পনা ছিন্ন হওয়াতে…কতক্ষণ মূর্চ্ছিত ছিলাম বলিতে পারি না,—বোধ হইল, মস্তকে ও মুখে কে জল সিঞ্চন ও ব্যজন করিতেছে। ধীরে-ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি,—আপনি বিশ্বাস করি-বেন না,—সেই প্রেমপ্রতিমা! সেই স্বপ্নদৃষ্টা বালিকা মূর্ত্তিমতী হইয়া আমার মুখে জল দিতেছে।" ইত্যাদি (১২শ পরিচ্ছেদ)। এই কল্পনা মৌলিক ও মধুর এবং ইংরেজ কবি শেলীর উপযুক্ত। (১১)

দর্শনাৎ—চিত্রে

ইন্দ্রজালে বা স্বপ্নে দর্শনে প্রণয়-সঞ্চারের তুলনায় চিত্রে দর্শনে প্রণয়-সঞ্চার অনেকটা স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য। অজ্ঞাত-কুলশীলা অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতীর চিত্র বা প্রতিমা দেখিয়া রাজপুত্র তাঁহার সন্ধানে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন, আমাদের দেশে

---

(১১) শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'খোলা চিঠি' গল্পে (মানসী, ফাল্গুন ১৩২২) এই কল্পনার সাহায্য লইয়াছেন।

প্রচলিত রূপকথায় ইহার দৃষ্টান্ত আছে। (১২) ডন্‌লপ্‌ ইউ-রোপীয় সাহিত্য হইতে ইহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন, এই কল্পনা প্রাচ্যভূমি হইতে প্রতীচ্য সাহিত্যে সংক্রামিত হইয়াছে। (১৩) এক্ষেত্রেও দৃষ্টান্তগুলি পাঠক-সমাজের সুবিদিত নহে বলিয়া সেগুলি উদ্ধৃত করিলাম না। ইংরেজী সাহিত্যে রাজ্ঞী এলিজাবেথের আমলের সিড্‌নির 'আর্কে-ডিয়া'র Pyrocles নামক নায়ক Philoclea-নাম্নী নায়িকার চিত্র দেখিয়া তাহার প্রেমে পড়েন ও তাহার সন্ধানে বাহির হয়েন। শেক্‌স্‌পীয়ারের সময়ের গ্রীনের Friar Bacon and Friar Bungay নাটকে দেখা যায়, Castileএর রাজকুমারী Elinor ইংলণ্ডের রাজপুত্র এডওয়ার্ডের ছবি দেখিয়া ও তাঁহার বীরকীর্ত্তি-কাহিনী শুনিয়া তাঁহার প্রেমে পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক, এক্ষেত্রেও বৈদেশিক সাহিত্যের দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন নাই। সংস্কৃত সাহিত্যে এই শ্রেণীর দৃষ্টান্তের অভাব নাই। 'রত্নাবলী'তে সুসঙ্গতা কর্ত্তৃক অঙ্কিত সাগরিকার চিত্র দেখিয়া রাজা উদয়নের

---

(১২) আজকাল বিবাহ-সম্বন্ধ হইবামাত্র মেয়ে দেখার পূর্ব্বে, বা দূরদেশ হইলে মেয়ে দেখার বদলে, ফটোগ্রাফ দেখিয়া নভেল-পড়া বরের পূর্ব্বরাগ বোধ হয় ইহারই জের।

(১৩) *Dunlop : History of Fiction* Ch. V p. 155. Ch. X p. 312. Ch. XII p. 347.

হৃদয়ে সাগরিকার প্রতি প্রণয়ের সঞ্চার হয়। 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'ও মালবিকার চিত্র দেখিয়া রাজার চিত্ত চঞ্চল হয়, এবং চিত্রিতা সুন্দরীর রূপ দেখিয়া আসল দেখিবার জন্য তাঁহার প্রবল কৌতূহল হয়, কৌশলে তিনি সে কৌতূহল চরিতার্থও করেন। তবে এক্ষেত্রে চিত্রদর্শনের কথাটা কবি সংক্ষেপে সারিয়াছেন; 'রত্নাবলী'র মত ঘটনাটা অঙ্কিত হয় নাই, বিবৃত হইয়াছে। 'বিদ্ধ-শালভঞ্জিকা'য় রাজা প্রথমে মৃগাঙ্কাবলীকে স্বপ্নে দেখিলেও পরে তাহার চিত্র ও দারুময়ী প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া চিত্ত হারাইয়াছিলেন। 'দশকুমারচরিতে' নিতম্ববতীর বৃত্তান্তে দেখা যায়, কলহকণ্টক-নামক ব্রাহ্মণ-যুবক নিতম্ববতীর চিত্র দেখিয়া চিত্ত হারাইয়াছিল! (নিতম্ববতী কুমারী নহে, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা ও পতিব্রতা।) আবার উপহার-বর্ম্ম-চরিতে দেখা যায়, কল্পসুন্দরী উপহারবর্ম্মার চিত্র দেখিয়া চিত্ত হারাইয়াছিল। (কল্পসুন্দরী বিকটবর্ম্মার পত্নী, কিন্তু তাহার সতীধর্ম্ম বাঁচাইবার জন্য একটা শাপ-বৃত্তান্ত সংযোজিত হইয়াছে যে উভয় পুরুষেরই শিবের অংশে জন্ম ও কল্পসুন্দরী শাপভ্রষ্টা গঙ্গা!)

শ্রবণাৎ—প্রসঙ্গে বলিয়াছি, শ্রীরাধার বেলায় স্বপ্নে দর্শন, চিত্রে দর্শন—সব রকমই আছে। চিত্র-দর্শনে প্রণয়সঞ্চারের ব্যাপার আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসাদে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যেও পাইয়াছি। 'রাজসিংহে' চঞ্চলকুমারীর

পূর্ব্বরাগ ইহার দৃষ্টান্ত। 'তখন বৃদ্ধা রাজসিংহের চিত্র তাঁহার হস্তে দিল। চিত্র হাতে লইয়া রাজকুমারী অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ; দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল ; লোচন বিস্ফারিত হইল। (১৪) এক জন সখী, তাঁহার ভাব দেখিয়া চিত্র দেখিতে চাহিল,—রাজকুমারী তাহার হস্তে চিত্র দিয়া বলিলেন, "দেখ! দেখিবার যোগ্য বটে।"' [১ম খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ।] 'পরদিন চঞ্চলকুমারী ক্রীত চিত্রগুলি একা বসিয়া মনোযোগের সহিত দেখিতেছিলেন।...নির্ম্মল। ঐ একখানা কার ছবি তুমি পাঁচবার করিয়া দেখিতেছ...চঞ্চলকুমারী রাগ করিয়া ছবিখানা ফেলিয়া দিল।' [১ম খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ।]

চিত্র-দর্শনে প্রণয়-সঞ্চার হয় এ কথা আধুনিক কালে সহজে বুঝান যায় না, এতটা রোম্যান্টিক ঘটনা আজকালকার পাঠকের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তাই বঙ্কিমচন্দ্র নির্ম্মলকুমারীর মুখ দিয়া আপত্তি তুলিয়াছেন—'ছবি দেখিয়া কি এত হয়?' এবং নিজে তৎপ্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন, 'শুধু ছবি দেখিয়া কি হয়, তা ত জানি না। অনুরাগ ত মানুষে মানুষে—ছবিতে মানুষে হইতে পারে কি? পারে, যদি ছবি ছাড়াটুকু আপনি ধ্যান করিয়া লইতে পার। পারে, যদি আগে হইতে মনে মনে তুমি কিছু

(১৪) সংস্কৃত সাহিত্যে হইলে কবিগণ এইখানে পুলক-কম্প প্রভৃতি সাত্বিক ভাবের আবির্ভাব করাইতেন।

গড়িয়া রাখিয়া থাক, তারপর ছবিখানাকে ('বা স্বপ্নটাকে) সেই মনগড়া জিনিসের ছবি বা স্বপ্ন মনে কর। চঞ্চলকুমারীর কি তাই কিছু হইয়াছিল? তা আঠার বছরের মেয়ের মন আমি কেমন করিয়া বুঝিব, বা বুঝাইব?' [১ম খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ।] ইহা হইল এখনকার সময়ের উপযোগী rationalisationএর প্রয়াস। আমরাও এই জন্য 'শ্রবণাৎ' প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, রাজসিংহের বীরত্বকাহিনী পরম্পরায় শ্রবণ করিয়া (শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণের বর্ণনা-শ্রবণে রুক্মিণীর ন্যায়) (১৫) চঞ্চলকুমারী তাঁহার পক্ষপাতিনী ছিলেন, চিত্র-দর্শনে সেই পক্ষপাত প্রণয়ে পরিণত হইল; ইন্ধন প্রস্তুত ছিল, চিত্র-দর্শনে আগুন জ্বলিল।

অন্যান্যবিধ

ইন্দ্রজালে, স্বপ্নে ও চিত্রে দর্শন ছাড়া আরও কোন কোন রোম্যান্টিক ধরণের ব্যাপার রূপকথা প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। যথা কেশবতী রাজকন্যার একটি সুদীর্ঘ কেশ দেখিয়া রাজপুত্রের প্রণয়-সঞ্চার, love-potion ঔষধের গুণে প্রেমের উদ্ভব, যথা ইউরোপীয়

(১৫) নায়িকার পরবর্ত্তী কার্য্য রুক্মিণীর অনুরূপ (পত্র-সহ পুরোহিত-দূত-প্রেরণ)। তাই তিনটী স্থলে তাঁহাকে রুক্মিণীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ৩য় খণ্ড ১ম, ২য় ও ৫ম পরিচ্ছেদ।

সাহিত্যে Tristram ও Yseultএর ব্যাপার। (১৬) (ইহাও এক প্রকার ইন্দ্রজাল।) নায়ক বা নায়িকা অপর পক্ষের রচনা পড়িয়া প্রেমে পড়িলেন, এখনকার (intellectual age) মস্তিষ্কশক্তি-প্রধান আমলে এরূপও না কি ঘটে। যথা এলিজ্যাবেথ ব্যারেট এবং রবার্ট ব্রাউনিং পরস্পরের কবিতা পড়িয়া পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েন। (ইহা ধরিতে গেলে 'শ্রবণাৎ' গুণানুরাগেরই প্রকারভেদ।) 'সাহিত্যদর্পণে' বা অন্য অন্য অলঙ্কার-গ্রন্থে এগুলির প্রসঙ্গ না থাকিলেও এগুলি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য।

সাক্ষাদ্ দর্শন

ইন্দ্রজালে, স্বপ্নে বা চিত্রে দর্শনে প্রেমসঞ্চার অতিমাত্রায় রোম্যান্টিক ব্যাপার, ইহা অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য, বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এইরূপ মন্তব্য করিবেন। ইহার দৃষ্টান্তও সাহিত্য-

(১৬) 'The mother of Yseult gave to her daughter's confidant Brangian, an amorous potion, to be administered on the night of her nuptials. Of this beverage Tristan and Yseult partook. Its effects were quick and powerful; nor was its influence less permanent than sudden.' *Dunlop: History of Fiction*, Ch. III, p. 85. (এই বীর যুবক মাতুলের বিবাহের জন্য নির্দ্ধারিতা পাত্রী Yseultকে আনিতে গিয়াছিলেন। পথে এই ব্যাপার ঘটে।)

জগতে তত বেশী নহে। পক্ষান্তরে সাক্ষাদ্‌-দর্শনে প্রেম-সঞ্চারের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পৌরাণিক আখ্যানে, রূপকথায়, কাব্যে, নাটকে, পাওয়া যায়। এই সাক্ষাদ্‌-দর্শনে প্রণয়সঞ্চারই ইংরেজী সাহিত্যে সুপরিচিত 'love at first sight' অর্থাৎ প্রথম দর্শনে প্রণয়। রাজ্ঞী এলিজাবেথের আমলের একটি কবিতায় আছে—

There is a lady sweet and kind,
Was never one so pleased my mind.
I did but see her passing by,
And yet I love her till I die.

ইহাই আসল নভেলী প্রেম।

ইহারও সম্ভাব্যতা-সম্বন্ধে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তর্ক যে তুলেন নাই এমন নহে। এই দর্শনমাত্র প্রণয়সঞ্চার এমন অতর্কিত, এমন বিস্ময়কর, যে অনেকে ইহাকেও অতিমাত্রায় রোম্যাণ্টিক, অতএব অসম্ভব, মনে করেন। টেনিসন love at first sightএর উপর এক কাঠি উঠিয়া love at first glimpse অর্থাৎ চক্ষের নিমিষে প্রণয়ের একটি ঘটনার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

Love at first sight

May seem—with goodly rhyme and reason for it—

Possible—at first glimpse, and for a face
Gone in a moment—strange.'

[*The Sisters.*]

এরূপ প্রণয়ের আকস্মিকতায় তিনি বেশ একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। (আলোক-চিত্রের snap-shot'ও ইহার কাছে হারি মানে !) শেক্‌স্‌পীয়ারও অলিভার ও সিলিয়ার প্রথম-দর্শনে প্রেম-সঞ্চারের প্রসঙ্গে রোজ্যালিণ্ডের মুখ দিয়া বেশ একটু বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন,—"There was never anything so sudden but the fight of two rams and Caesar's thrasonical brag of 'I came, saw and overcame:' for your brother and my sister no sooner met but they looked, no sooner looked but they loved, no sooner loved but they sighed, no sooner sighed but they asked one another the reason, no sooner knew the reason but they sought the remedy :" Etc. [*As You Like It.* v. ii.] জর্জ এলিয়ট ছদ্মনাম-ধারিণী আখ্যায়িকা-রচয়িত্রী 'দি মিল্ অন্ দি ফ্লস্'এ একজন প্রেমিক যুবকের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, 'Such passions are never heard of in real life'. [*The Mill on the Floss* : Bk. VI, Ch. II.] অথচ যে ঘটনার প্রসঙ্গে এই

মন্তব্য, সেই ঘটনাই এই শ্রেণীর প্রেম-সঞ্চারের একটি খাঁটি দৃষ্টান্ত। প্রেমিক যুবক এক্ষেত্রে পূর্ব্ব-প্রণয়িনীকে ভুলিয়া নবপরিচিতার রূপে আকৃষ্ট হইয়া এইভাবে নিজের মনের কাছে সাফাই দিতেছেন; কিন্তু এই নব অনুরাগ এত প্রবল হইল যে, তিনি পূর্ব্ব-প্রণয়িনীকে ত্যাগ করিয়া নবপ্রণয়িনীকে লইয়া পলায়ন করিলেন। টেনিসন ও শেক্‌স্‌পীয়ার এরূপ প্রণয়-সঞ্চারে বিস্ময় প্রকাশ করিলেও ইহাকেই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিয়া সুন্দর-ভাবে ইহার বর্ণনা করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রও বলিয়াছেন, 'প্রেম কি, তাহা আমি জানি না। দেখিল আর মজিল, আর কিছু মানিল না, কই এমন দাবানল ত সংসারে দেখিতে পাই না। ......প্রেম, যাহা পুস্তকে বর্ণিত, তাহা আকাশকুসুমের মত কোন একটা সামগ্রী হইতে পারে, যুবক-যুবতীগণের মনোরঞ্জনের জন্য কবিগণ কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে বোধ হয়। ......ভালবাসা বা স্নেহ, যাহা সংসারে এত আদরের, তাহা পুরাতনেরই প্রাপ্য, নূতনের প্রতি জন্মে না। ......নূতনের গুণ অনেক সময়ে অসীম বলিয়া বোধ হয়। তাই সে নূতনের জন্য বাসনা দুর্দ্দমনীয়া হইয়া পড়ে। যদি ইহাকে প্রেম বল, তবে সংসারে প্রেম আছে। সে প্রেম বড় উন্মাদকর বটে। নূতনেরই তাহা প্রাপ্য। তাহার টানে পুরাতন অনেক সময় ভাসিয়া যায়।' ['সীতারাম', ১ম খণ্ড ১০ম পরিচ্ছেদ।] এস্থলে

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে প্রেমকে আকাশ-কুসুম বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু শেষটা দোতরফা গায়িয়াছেন; প্রকৃতপক্ষে তিনি দুই প্রকার হৃদয়-বৃত্তির প্রভেদ বেশ সূক্ষ্মভাবে বুঝাইয়াছেন। ইহা হইতে শুধু সীতারামের আচরণের কেন, জর্জ্জ এলিয়টের পূর্ব্ব-বর্ণিত নায়কের আচরণেরও প্রকৃত কারণ ধরা গেল। 'দুর্গেশ-নন্দিনী'তে অভিরামস্বামী বলিতেছেন, 'বালিকাস্বভাব-বশতঃ প্রথম দর্শনে মনশ্চাঞ্চল্য হইয়াছে......আমার বোধ ছিল যে দর্শনমাত্র গাঢ় অনুরাগ জন্মিতে পারে না।' ['দুর্গেশনন্দিনী', ১ম খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ।] যাহা হউক, গ্রন্থকার ('সীতারামে' নিজের জোবানী) ও অভিরামস্বামী বৃদ্ধ বয়সে যাহাই বলুন, তাঁহারা উভয়েই এরূপ প্রেমের প্রভাব অস্বীকার করিতে পারেন নাই। জগৎসিংহের কথাই মানিতে হইবে। "তোমার সখীর রূপ, একবার দর্শনেই আমার হৃদয়মধ্যে গম্ভীরতর অঙ্কিত হইয়াছে, এ হৃদয় দগ্ধ না হইলে তাহা আর মিলায় না।" ইত্যাদি [১ম খণ্ড ১৬ পরিচ্ছেদ।] প্রেমের প্রভাবে তিলোত্তমার স্বভাব-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বিমলার উক্তিও ইহার সহিত মিলাইয়া দেখিতে হইবে। ফলতঃ বঙ্কিমচন্দ্র নিজের বা পরের জোবানী যাহাই বলুন, তিনি কার্য্যকালে প্রথম দর্শনে প্রণয়-সঞ্চারের চিত্র অঙ্কিত করিতে কসুর করেন নাই। যাক্, সে কথা যথাস্থানে বলিব।

এই শ্রেণীর প্রণয় সম্বন্ধে লোকপ্রিয় আখ্যায়িকাকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রমাসুন্দরী'তে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। যথা—'যাহা অপ্রত্যাশিত, যাহা অপরিচিত, যাহা নূতন, তাহার আকর্ষণ অল্প বয়সের মনে অত্যন্ত প্রবল। (১৭) প্রেমে প্রথম দর্শনবাদ যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা প্রথম দর্শনের একটা আকর্ষণকে প্রেম বলিয়া ভুল করেন। হৃদয়ের পরিচয়ে প্রেমের বিকাশ। (১৮) প্রথম দর্শনে হৃদয়ের পরিচয় হয় না; প্রথম দর্শন প্রেম জন্মিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে কিন্তু একটা আকর্ষণ জন্মিবার পক্ষে যথেষ্ট বটে। কিন্তু শুধু আকর্ষণ মাত্র। তাহার অপেক্ষা আর একটা প্রবলতর আকর্ষণ উপস্থিত হইলেই মন নূতন পথে ছুটিবে। আকর্ষণ ঘনীভূত হইয়া যখন স্থায়িত্বলাভ করে, তখনই তাহা প্রেম, পূর্ব্বে নহে।' ['রমাসুন্দরী,' ২০শ পরিচ্ছেদ।] 'রমাকে নবগোপাল যত দেখিয়াছে, তাহার কিশোর হৃদয়টির যত পরিচয় পাইয়াছে ততই মুগ্ধ হইয়াছে। সেদিন তাহার মনোভাবের বর্ণনা করিতে গিয়া আমরা বলিয়াছিলাম, তাহা একটা আকর্ষণ মাত্র,—প্রেম নহে; কিন্তু আজ আর জোর করিয়া সে কথা বলিতে পারি না। এক সপ্তাহে তাহার মনে

---

(১৭) 'সীতারাম' হইতে উদ্ধৃত অংশ তুলনীয়।

(১৮) 'বিষবৃক্ষ' (৩২শ পরিচ্ছেদ) হরদেব ঘোষালের পত্র তুলনীয়।

গভীরতর ভাবের সঞ্চার হইয়াছে। এখন আর তাহা শুধু নবজাগ্রত কৌতূহল ও তজ্জনিত আকর্ষণ নহে। ইহা একটি সুমিষ্ট অথচ বেদনাজড়িত আকাঙ্ক্ষা।' [২২শ পরিচ্ছেদ।]

বোধ হয় এই মতবাদের পক্ষপাতিনী হইয়াই শ্রীমতী নিরুপমা দেবী 'দিদি' আখ্যায়িকায় যুবক অমর ও বালিকা চারুর হৃদয়ে প্রথমদর্শনেই উদ্দাম প্রণয়ের সৃষ্টি করেন নাই। অনেকগুলি ঘটনায় পুনঃ পুনঃ দর্শন, রোগে সেবা, চারুর মুমূর্ষু মাতার বাগ্‌দান, সাহচর্য্য ইত্যাদি নানা কারণের সমবায়ে ক্রমে নায়কের হৃদয়ে প্রণয়ের প্রগাঢ়তা জন্মিল, গ্রন্থকর্ত্রী এইরূপ কল্পনা করিয়াছেন। তিনি রীতিমত রোম্যান্সের সৃষ্টি করেন নাই।

পক্ষান্তরে, বিখ্যাত কবি, দার্শনিক ও সমালোচক কোল্‌রিজ জোরের সহিত বলিয়াছেন, যে প্রকৃত প্রণয়মাত্রই এক মুহূর্ত্তের দেখায় ঘটিয়া থাকে।—'It appears to me that in all cases of real love, it is at one moment that it takes place. That moment may have been prepared by previous esteem, admiration, or even affection,—yet love seems to require a momentary act of volition, by which a tacit bond of devotion is imposed, a bond not to be thereafter broken without violating what should be sacred in our

nature.' [*Coleridge : Lectures on Shakespeare.* Section IV. 1818.]

রাজ্ঞী এলিজাবেথের আমলের কবি মার্লো ইহা অপেক্ষাও জোরের সহিত বলিয়াছেন 'Who ever loved, that loved not at first sight'? [*Hero and Leander*] 'কে বেসেছে কবে ভালো, যদি না বেসেছে ভালো প্রথম দর্শনে?' [ইদং মম!] আর শেক্‌স্‌পীয়ারের রোজ্যালিণ্ডও ঠেকিয়া শিখিয়া সেই নজির শিরোধার্য্য করিয়াছেন। [*As you Like It* III. v.]. অতএব কোল্‌রিজের মত দার্শনিক ও কাব্যরসিক এবং মার্লো-শেক্‌স্‌পীয়ারের ন্যায় কবিগণ যে রায় দিয়াছেন, তাহার উপর কথা কহিবে, এমন সাহসিক ও অরসিক কে আছে? বরঞ্চ, হিন্দুসন্তান আমরা ইহারই অনুবৃত্তি করিয়া বলিব, হিন্দুর বিবাহ-সংস্কারের অঙ্গ 'শুভদৃষ্টি'তে এই প্রথম দর্শনে প্রণয়-সঞ্চারের গুহ্য তত্ত্ব নিহিত আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি ভবভূতি প্রেম-সম্বন্ধে না হইলেও স্নেহ-সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। 'ভূয়সা জীবিধর্ম্ম এব যদ্রসময়ী কস্যচিৎ ক্বচিৎ প্রীতিঃ যত্র লৌকিকানাং ব্যাহারঃ তারামৈত্রকং চক্ষূরাগ ইতি তমপ্রতিসংখ্যেয়মনিবন্ধনং প্রেমাণমামনন্তি।' (উত্তরচরিত, পঞ্চম অঙ্ক।) 'ব্যতিষজতি পদার্থানান্তরঃ কোঽপি হেতুর্ন খলু বহিরুপাধীন্ প্রীতয়ঃ সংশ্রয়ন্তে।'

(উত্তরচরিত, ষষ্ঠ অঙ্ক।) ফল কথা, ভবভূতি এই 'তারামৈত্রকং' বা 'চক্ষুরাগ'কে অপ্রতিসংখ্যেয় অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়-স্বরূপ ও 'অনিবন্ধন' অর্থাৎ অহেতুক, বা 'আন্তর হেতু' অর্থাৎ বাহিরের নহে ভিতরকার কোন হেতু হইতে সঞ্জাত, এই মন্তব্য করিয়াছেন। কোল্‌রিজ প্রণয়-মাত্রই প্রথম দর্শন-জনিত এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, ভবভূতি ইহার অন্তর্নিহিত রহস্যটুকু বুঝাইয়াছেন।

কোল্‌রিজের পূর্ব্বোদ্ধৃত মন্তব্যের প্রসঙ্গে একটী কথা বলিবার আছে। কতকগুলি স্থলে প্রথম দর্শনের সমকালেই গুণানুরাগ সঞ্চারিত হইবার অবসর ঘটে। ক্ষাত্রযুগে বীর্য্যশুল্কা কুমারী বীরের ধনুর্ভঙ্গ, লক্ষ্যবেধ প্রভৃতি শৌর্য্যবীর্য্যের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার গুণমুগ্ধা হইতেন। (তবে এ সব ক্ষেত্রে কন্যার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর বিবাহ নির্ভর করিত না।) আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে নায়কের বীরত্বদর্শনে গুণমুগ্ধা নায়িকার হৃদয়ে প্রণয়সঞ্চারের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ৺দীনবন্ধু মিত্রের 'কমলে কামিনী'তে (দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য) ব্রহ্মদেশের রাজকন্যা রণকল্যাণী মণিপুরের সহকারী সেনাপতি শিখণ্ডিবাহনের অদ্ভুত বীরপণা স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহার প্রতি তন্মুহূর্ত্তেই প্রণয়বতী হইলেন। (ইন্দীবরনয়নার পক্ষপাতী নায়কও প্রথম-দর্শনেই প্রেমে পড়িলেন।) রোজ্যালিণ্ডের ব্যাপারও কতকটা এই প্রকারের, তাহা পরে বুঝাইব। আবার উক্ত ক্ষাত্রযুগে স্বয়ংবর-

সভায় প্রত্যেক পাণিপ্রার্থীর গুণাবলি কীর্ত্তিত হইত, সুতরাং রূপদর্শন ও গুণকীর্ত্তনশ্রবণ যুগপৎ ঘটিত। ইহা বোধ হয় বৈজ্ঞানিকের ব্যাখ্যাত (Natural selection) প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তবে এই গুণ-পক্ষপাত বিদ্যমান থাকাতে সূক্ষ্মদর্শিগণ হয় ত বলিবেন যে, এগুলি প্রথম-দর্শনে প্রণয়-সঞ্চারের খাঁটি উদাহরণ নহে। তাহা হইলে কি দার্শনিক বিশ্লেষণে এইটিই চূড়ান্ত মীমাংসা বলিয়া ধার্য্য করিব যে, প্রথম-দর্শনে প্রণয়-সঞ্চার রূপ-মোহেরই নামান্তর (শেক্‌স্‌পীয়ার যাহাকে fancy বলেন)? দুষ্মন্ত প্রভৃতির প্রমুখাৎ (মানুষীভ্যঃ কথং নু স্যাদস্য রূপস্য সম্ভবঃ, ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপুঃ, শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুঃ, সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যম্, অধরঃ কিশলয়রাগঃ, চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিত-সত্ত্বযোগা, ইত্যাদি) রূপ-প্রশংসার উচ্ছ্বাস শুনিয়া তাহাই কিন্তু মনে হয়। (শেক্‌স্‌পীয়ারের রোমিওর প্রাণেও জুলিয়েটের রূপদর্শনেই প্রেমের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে (প্রথম অঙ্ক, শেষ দৃশ্য)।

'O, she doth teach the torches to burn bright!
Beauty too rich for use, for earth too dear!
Did my heart love till now? forswear it, sight!
For I ne'er saw true beauty till this night!'

'দাস অনন্ত বলে, রূপ হেরি কে না ভুলে ?
জগতে নাহিক হেন প্রাণী।'

'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।' (এখানে কিন্তু রূপ গুণ দুইএর কথাই আছে।)

এইভাবে প্রেমের স্বরূপ-নির্ণয় করিয়া অনেকে মন্তব্য করেন যে, যৌবনসঞ্চার না হইলে, অন্ততঃ মহাজন-পদাবলীতে বর্ণিত বয়ঃসন্ধিকাল উপস্থিত না হইলে, এরূপ প্রেমের উদ্ভব হইতে পারে না। কেন না, যখন রূপতৃষ্ণা, সম্ভোগস্পৃহা, ইহার মূলে রহিয়াছে, তখন রূপের, যৌবনলাবণ্যের, মোহিনী শক্তি বর্ত্তমান না থাকিলে ইহার উদ্ভব হইতে পারে না। এই মত একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। সংস্কৃত সাহিত্যে ও ইউরোপী সাহিত্যে 'কন্যাত্বজ্ঞাতোপযমা সলজ্জ নবযৌবনা' এই শ্রেণীর প্রণয়-কাহিনীর নায়িকা, সুতরাং এই মতের পোষক প্রমাণই পাওয়া যায়। বাঙ্গালা সাহিত্যেও যে সকল স্থলে এই শ্রেণীর প্রেমের বর্ণনা আছে, সে সকল স্থলে নায়িকা যুবতী, যথা বঙ্কিমচন্দ্রের তিলোত্তমা, মনোরমা, রজনী, রোহিণী, অথবা নায়িকার শ্রীরাধার মত বয়ঃসন্ধিকাল, যথা বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনী-কুন্দনন্দিনী।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পৌরাণিক আখ্যানে, রূপকথায়, কাব্যে, নাটকে, পাওয়া যায়। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার উপাখ্যান ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। এই প্রথম-দর্শনে প্রেমকে সঞ্চারের

সমকালেই সার্থক করিবার জন্য বোধ হয় শাস্ত্রে গান্ধর্ব্ব-বিবাহের ব্যবস্থা হইয়াছিল। 'মালতী-মাধব,' 'নাগানন্দ', 'মৃচ্ছকটিক' প্রভৃতি দৃশ্যকাব্যেও এই শ্রেণীর প্রণয়-সঞ্চারের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। 'রত্নাবলী,' 'মালবিকাগ্নিমিত্র,' 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা' প্রভৃতিতে স্বপ্নে বা চিত্রে দর্শনে প্রথম প্রণয়সঞ্চার হইলেও সাক্ষাদ্-দর্শনেই তাহা বদ্ধমূল হইয়াছে। শেক্‌স্‌পীয়ারের রোমিও-জুলিয়েটের, ফার্ডিন্যাণ্ড ও মির‍্যাণ্ডার, অর্লাণ্ডো ও রোজ্যালিণ্ডের, অলিভার ও সিলিয়ার প্রণয়সঞ্চার এই শ্রেণীর। ফার্ডিন্যাণ্ড ও মির‍্যাণ্ডার বেলায় শেক্‌স্‌পীয়ার প্রস্‌পেরোর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, 'At the first sight they have changed eyes'; তবে এক্ষেত্রে পূর্ব্ব হইতেই মির‍্যাণ্ডার হৃদয় ঝড়ে বিপন্ন জাহাজের যাত্রী ফার্ডিন্যাণ্ড প্রভৃতির জন্য করুণায় পূর্ণ হইয়াছিল; সেই করুণা নায়কের প্রথম-দর্শনে প্রণয়ে পরিণত হইল। (করুণার প্রণয়ে পরিণতি-তত্ত্ব পর-পরিচ্ছেদে পরিস্ফুট করিব।) অর্ল্যাণ্ডোর বেলায়ও রোজ্যা-লিণ্ডের হৃদয় করুণায় আর্দ্র হয়, পরে যুবকের বীরত্বদর্শনে প্রশংসা-পূর্ণ শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়, (১ম অঙ্ক ২য় দৃশ্য) উভয়ের সমবায়ে প্রগাঢ় প্রণয় জন্মে। যাহা হউক, অর্ল্যাণ্ডোরোজ্যালিণ্ড ও অলিভার-সিলিয়ার প্রথমদর্শনে প্রণয়-সঞ্চারের আলোচনা পূর্ব্বে (৩৪ পৃঃ ও ৩৯ পৃঃ) করিয়াছি।

বাঙ্গালা সাহিত্যে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা'

ও 'রাধারাণী'তে এই প্রথমদর্শনে প্রণয়সঞ্চারের দৃষ্টান্ত পাই। ✓দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী'তে বিজয় ও কামিনীর বেলায়ও এই শ্রেণীর প্রণয়-সঞ্চার (১ম অঙ্ক ২য় দৃশ্য)। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র এই শ্রেণীর প্রণয়ের সম্ভাব্যতা-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। সেই জন্যই বোধ হয় তিনি প্রথম রচনা 'দুর্গেশনন্দিনী' ভিন্ন অন্য কোন আখ্যায়িকায় এই শ্রেণীর প্রণয়কে বড় একটা আমল দেন নাই। দ্বিতীয় আখ্যায়িকা 'কপালকুণ্ডলা' ও পরে লিখিত 'রাধারাণী'তে দুইটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতেও রকমফের আছে, দ্বিতীয় প্রকারের প্রণয়সঞ্চারের আলোচনা-কালে একথা বুঝাইব। গোবিন্দলাল ও রোহিণীর প্রথমদর্শন-সম্বন্ধেও তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, 'এই রোহিণী গোবিন্দ-লালকে বালককাল হইতে দেখিতেছে—কখনও তাহার প্রতি রোহিণীর চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। আজি হঠাৎ কেন?' (কৃষ্ণকান্তের উইল, ১ম খণ্ড, ৯ম পরিচ্ছেদ।)

দেবমন্দিরে 'মন্মথের দৌরাত্ম্য'

যে সমাজে অবরোধ-প্রথা নাই, নারী ও পুরুষের অবাধে মেলামেশা চলে, সে সমাজে এরূপ পূর্ব্বরাগের খুবই অবসর আছে। সাহেবী সমাজে দেখা যায়, মেলামেশার প্রধান অবসর বল্‌নাচ-উপলক্ষে। এই শুভ সুযোগে পূর্ব্বরাগ-সঞ্চারের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত

বিলাতী নভেল-নাটকে পাওয়া যায়। শেক্স্‌পীয়ারের রোমিও-জুলিয়েটের পূর্ব্বরাগ ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। গির্জ্জায় উপাসনা-উপলক্ষেও দর্শনের অবসর আছে, তাহার ফলেও পূর্ব্বরাগ-সঞ্চার হইয়াছে, এমন নজির পাওয়া যায়। ইতালীয় কবি পেট্রার্ক্‌ গির্জ্জায় লরাকে দেখিয়া প্রেমে পড়েন, বোকাচিও গির্জ্জায় 'মেরি অভ্‌ আরাগন'কে দেখিয়া প্রেমে পড়েন—দুইটি প্রকৃত ঘটনা, কাল্পনিক উপাখ্যান নহে। এই শ্রেণীর ব্যাপার লইয়া আধুনিক আখ্যায়িকা-কার টমাস্‌ হার্ডি '*Tess of the Durbervilles*' আখ্যায়িকায় একটু ঠোকর মারিয়াছেন।—'This sun's day, when flesh went forth to coquet with flesh while hypocritically affecting business with spiritual things.'

সেকালে হিন্দুসমাজে অবরোধ-প্রথার তত কড়াকড় ছিল না, সুতরাং বসন্তোৎসব, কন্দুকোৎসব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ উৎসব-উপলক্ষে অনূঢ়া রাজকন্যা প্রভৃতি উৎসব-দর্শনের জন্য গৃহের বাহির হইতেন, তথায় প্রেমিকের নয়ন-পথবর্ত্তিনী হইতেন, নিজেও প্রেমিকের দর্শনলাভ করিতেন। এইরূপে পূর্ব্বরাগ-সঞ্চার হইত। 'দশকুমারচরিতে' রাজবাহন ও অবন্তিসুন্দরী, কামপাল ও কান্তিমতী এবং মিত্রগুপ্ত ও কন্দুকবতীর পূর্ব্বরাগ-বৃত্তান্ত প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। আধুনিক হিন্দুসমাজে অবরোধ-প্রথার কড়াকড় বেশী,

সুতরাং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে, দেবমন্দিরে ভিন্ন অপরিচিত স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের চোখে পড়া ঘটে না। এসব স্থানে অবরোধ প্রথার কতকটা শিথিলতাও আছে। এইজন্যই বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী অর্থাৎ তিলোত্তমার বেলায় ('দুর্গেশনন্দিনী' ১ম খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ) এবং ৺রমেশচন্দ্র দত্ত 'বঙ্গবিজেতা'য় বিমলার বেলায় (নবম পরিচ্ছেদ) দেবমন্দিরে নায়ক-নায়িকার প্রথম-দর্শন ও প্রণয়-সঞ্চার ঘটাইয়াছেন, (বিমলার বেলায় ইহা একতরফা); সেদিনও 'ভারতবর্ষে' (কার্তিক, ১৩২৫) 'বাসিফুলে'র নিপুণ মালী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসুর 'পুষ্পাঞ্জলি'তে এইরূপ ব্যাপার দেখিয়াছি। অনেকে বঙ্কিমচন্দ্রকে 'দেবমন্দিরে মন্মথের দৌরাত্ম্যে'র কল্পনার জন্য দূষিয়াছেন এবং ইহা বিলাতী সমাজ ও সাহিত্যের গির্জ্জায় নায়ক-নায়িকার পূর্ব্বরাগ-সঞ্চারের অনুকরণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বিখ্যাত বিলাতী সমালোচক ডন্‌লপ্‌ দেখাইয়াছেন যে ইহা পুরাতন গ্রীক্ রোম্যান্সেও একাধিক ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। ইউরোপে ইহার প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত হিরো ও লিয়াণ্ডারের প্রেমকাহিনী। Theagenes ও Chariclea, Habrocomas ও Anthia, Cyrus ও Mandane (শেষটী ফরাসী আখ্যায়িকা)—প্রভৃতি প্রণয়িযুগলের দেব-মন্দিরে প্রথম-দর্শনে প্রণয়-সঞ্চার হইয়াছিল। (১৯) আবার আধুনিক আখ্যায়িকা-কার বুলওয়ার লিটন 'The

(১৯) 'Theagenes and Chariclea having seen each-

Last Days of Pompeii' আখ্যায়িকায় গ্রীক্ যুবক-যুবতী Glaucus ও Ioneর বেলায় ইহারই জের টানিয়াছেন (দ্বিতীয়

---

other in the temple, became mutually enamoured. The contrivance of this incident seems to be borrowed from the Hero and Leander of Musæus, where the lovers meet in the fane of Venus at Sestos. Places of worship, however, were in those days the usual scene of the first interview of lovers, as women were at other times much confined and almost inaccessible to admirers. There, too, even in a later period, the most romantic attachments were formed. It was in the chapel of St. Clair, at Avignon, that Petrarch first beheld Laura : and Boccaccio became enchanted with Mary of Arragon in the Church of the Cordeliers at Naples."—DUNLOP : *History of Fiction*—ch I p 19.

'In this work (Ephesiaca) the hero and heroine (Habrocomas and Anthia) became enamoured in the temple of Diana.' DUNLOP : ch I p 35.

'It was in a temple of Sinope that Cyrus first beheld Mandane the heroine of the romance···Cyrus became deeply enamoured of the princess (Le Grand Cyrus, a French romance).' DUNLOP. ch XII p 356.

পরিচ্ছেদ)। (২০) পুরাতন ইউরোপে এই প্রথার বহু দৃষ্টান্ত থাকিলেও এবং আধুনিক ইউরোপে গির্জ্জায় অপরিচিত স্ত্রী-পুরুষের প্রথম-দর্শনে প্রণয়-সঞ্চার ঘটিলেও বঙ্কিমচন্দ্র যে এক্ষেত্রে বিলাতী প্রথার অনুকরণ করিয়াছেন, বলা চলে না। প্রমাণ দিতেছি।

---

(২০) 'One day I entered the Temple of Minerva to offer up my prayers ......I turned suddenly round and just behind me was a female. She had raised her veil also in prayer; and when our eyes met, methought a celestial ray shot from those dark and smiling orbs at once into my soul.......We stood side by side, while we followed the priest in his ceremonial prayer; together we touched the knees of the Goddess, together we laid our olive garlands on the altar. I felt a strange emotion of almost sacred tenderness at this companionship. We, strangers from a far and fallen land, stood together and alone in that Temple of our country's deity: was it not natural that my heart should yearn to my country-woman? for so I might surely call her. I felt as if I had known her for years; and that simple rite seemed, as by a miracle, to operate on the sympathies and ties of time.'—BULWER LYTTON: The LAST DAYS OF POMPEI. Chapter II.

সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায়, 'নাগানন্দে' (১ম অঙ্ক) নায়ক জীমূতবাহন ও নায়িকা মলয়বতীর তপোবন-গৌরীগৃহে প্রথম-দর্শনে প্রণয়-সঞ্চার ত ঘটিলই, এবঞ্চ উক্ত শুভদৃষ্টির পূর্ব্বে মলয়বতী ও তাঁহার সখী চতুরিকার কথাবার্ত্তা হইতে জানা যায় যে, এত করিয়া গৌরীপূজা করিয়াও রাজকন্যার অভীষ্ট বর মিলিল না, অতএব এ পণ্ডশ্রম কেন, এই বলিয়া চতুরিকা রঙ্গ করিতেছে এবং তদুত্তরে রাজকন্যা বলিতেছেন যে, গৌরী তাঁহাকে স্বপ্ন দিয়াছেন, 'তোমার ভক্তিতে প্রসন্না হইয়াছি, অচিরে বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তী তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন।' স্বপ্নও হাতে হাতে ফলিল। এই লোভেই রাজকন্যা বীণাবাদন দ্বারা গৌরী-প্রসাদন করিতে আসিয়াছিলেন। সহচরী চেটী চতুরিকা 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিমলারই মত। এই নজির ত সংস্কৃত সাহিত্যেই রহিয়াছে, অথচ সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন-কেশরী সমালোচকগণ ইহা বিস্মৃত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বিলাতী প্রথার অনুকরণ করিয়াছেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন কেন? হিন্দুকন্যা বালিকাকাল হইতে অভীষ্ট বর পাইবার জন্য শিবপূজা করে, তিলোত্তমা শৈলেশ্বরের পূজা করিয়া (মলয়বতীর গৌরীপ্রসাদনের ন্যায়) অভীষ্ট বর পাইলেন, ইহা বলিতে পারা যায় না কি?

বটতলার 'শুকবিলাস' কাব্যে দেবমন্দিরে প্রণয়সঞ্চারের দুইটি দৃষ্টান্ত আছে। এগুলি 'নাগানন্দে'র অনুকরণে নহে কি?

'মালতীমাধবে' প্রথম সাক্ষাৎ যদিও দেব-মন্দিরে ঘটে নাই,

তথাপি চৌরিকাবিবাহ নগর-দেবতা-গৃহে হইয়াছে। ইহাও ত সংস্কৃত সাহিত্যে রহিয়াছে।

আর দেব-মন্দিরে নায়ক-নায়িকার পূর্ব্বরাগ যদি গর্হিত হয়, তবে ত শান্তরসাস্পদ তপোবনে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পূর্ব্বরাগও গর্হিত ব্যাপার। না, কবি নায়কের জোবানী 'শান্তমিদমাশ্রমপদম্' ইত্যাদি সাফাই দিয়াই নিষ্কৃতি পাইলেন? আবার, শিবমন্দিরে চন্দ্রাপীড় বীণাবাদন-তৎপরা মহাশ্বেতাকে দেখিয়া তাঁহার প্রেমে পড়িলেন না বটে, কিন্তু দেবমন্দিরে পরস্পরের আলাপের ফলে যখন মহাশ্বেতার মারফত চন্দ্রাপীড় কাদম্বরীর পরিচয় পাইলেন ও যথাকালে প্রণয়-সঞ্চার ঘটিল, তখন ইহাকেও গর্হিত বলিতে হয়!

আসল কথা, যে অন্যোন্য-দর্শনের ফলে পবিত্র-প্রণয়ের উদ্ভব হয়, ও পবিত্র বিবাহ-সংস্কারে সেই পবিত্র-প্রণয়ের শুভ পরিণাম হয়, সেই অন্যোন্যদর্শন দেবমন্দিরে ঘটিলে দোষ কি? হরগৌরী ত এইরূপ প্রণয় ও পরিণয়ের অনুকূল। শিবপূজা গৌরীপূজা ত কুমারীরা অভীষ্ট বর লাভের জন্যই করেন। (২১)

---

(২১) 'যুগলাঙ্গুরীয়ে' কুমারী হিরণ্ময়ীর সাগরেশ্বরী-পূজা এই প্রসঙ্গে স্মর্ত্তব্য। 'তিনি ঈপ্সিত স্বামীর কামনায় একাদশ বৎসরে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত পঞ্চবৎসর, এই সমুদ্রতীরবাসিনী সাগরেশ্বরী-নাম্নী দেবীর পূজা করিয়াছিলেন, কিন্তু মনোরথ সফল হয় নাই।' (প্রথম পরিচ্ছেদ।) 'নাগানন্দে' মলয়বতীর গৌরীপূজা তুলনীয়।

পক্ষান্তরে, দর্পণকার যে অষ্ট অভিসার-স্থানের মধ্যে ভগ্ন দেবালয়ের উল্লেখ করিয়াছেন (তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ৯০ শ্লোক) তাহা অতি জঘন্য ব্যাপার। তাহার সহিত এই পবিত্র-প্রণয়-সঞ্চারের তুলনা করিলে কুরুচি ও সুরুচির প্রভেদ বুঝা যায়। ইতালীয় কবিকুলশেখর পেত্রাক্ গির্জ্জায় পরস্ত্রী লরাকে দেখিয়া চিরজীবনের জন্য তাহার প্রেমে মস্গুল হইয়া রহিলেন, এই অবৈধ প্রণয়ে ও জীমূতবাহন-মলয়বতীর, মাধব-মালতীর, দুষ্মন্ত-শকুন্তলার, জগৎসিংহ-তিলোত্তমার বৈধ প্রণয়ে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। জীমূতবাহন যতক্ষণ না জানিয়াছিলেন যে গৌরীগৃহস্থিতা সুন্দরী কন্যা—পরস্ত্রী নহে—ততক্ষণ তিনি সে গৃহে প্রবেশ করেন নাই। এইখানেই হিন্দু সাহিত্যের বিশিষ্টতা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় প্রকারের প্রণয়সঞ্চার

এতক্ষণ প্রথম প্রকারের প্রণয়-সঞ্চারের কথা বলিলাম। এইবার দ্বিতীয় প্রকারের আলোচনা করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কখন কখন প্রথম-দর্শনের সঙ্গে-সঙ্গে নায়িকার হৃদয়ে গুণানুরাগ সঞ্চারিত হইবার অবসর ঘটে, যথা ধনুর্ভঙ্গ, লক্ষ্যবেধ প্রভৃতি স্থলে।

দ্বিতীয় প্রকারের প্রণয়-সঞ্চার ইহারই প্রকারভেদ বটে, এবং প্রথম-দর্শনজনিতও বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে আরও একটু বিশিষ্টতা আছে। নায়ক নায়িকাকে বিষম বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিলেন, তদুপলক্ষে নায়িকার হৃদয়ে গুণানুরাগ ত জন্মিলই, সঙ্গে-সঙ্গে কৃতজ্ঞতায় হৃদয় পূর্ণ হইল, এই উভয়ের রাসায়নিক সংযোগে প্রণয়ের উদ্ভব হইল। নায়কের হৃদয়ও করুণার্দ্র হইল, সেই আর্দ্র হৃদয়ে প্রণয়ের বীজ সহজেই অঙ্কুরিত হইল। অথবা সেই করুণাই ঘনীভূত হইয়া প্রেমে পরিণত হইল। ইংরেজ কবিগণ বলিয়াছেন—"'I pity you'. 'That's a degree to love.'" 'Pity melts the mind to love.' আমাদের কবিদের কথায়—'একই সূত্রে প্রেম করুণা গাঁথা।' 'কৃপাই প্রেমের পূর্ব্বসূত্র'। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই, অথচ আলঙ্কারিকগণ ইহার জন্য একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী নির্দ্দেশ করেন নাই। এক 'দর্শনাৎ' বলিয়াই সকল শেষ করিয়াছেন।

মহাভারতে (আদিপর্ব্ব, ৭৮শ ও ৮১শ অধ্যায়) দেখা যায়, মহারাজ যযাতি শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে কূপ হইতে উদ্ধার করাতে দেবযানীর অনুরোধে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। (২২)

(২২) মহাভারতোক্ত উপাখ্যানে প্রণয় সঞ্চারের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কূপ হইতে উদ্ধারকালে রাজা তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে বিবাহ

'বিক্রমোর্ব্বশী'তে পুরূরবাঃ উর্ব্বশীকে অসুরহস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন, ফলে উভয়ের হৃদয়ে প্রণয়-সঞ্চার হইল (১ম অঙ্ক)। 'বিক্রমোর্ব্বশী'তে প্রকৃত বিপদুঁদ্ধার (serious); 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' কালিদাস এই বিপদ্উদ্ধার লইয়া যেন রঙ্গ করিবার জন্যই দুর্বিনীত মধুকরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় অসমর্থা শকুন্তলার বিপদ্উদ্ধারের জন্য দুষ্মন্তের আবির্ভাব ঘটাইয়াছেন (১ম অঙ্ক)। 'মালতীমাধবে' অপ্রধান আখ্যানে মকরন্দ মদয়ন্তি-কাকে ব্যাঘ্রের কবল হইতে উদ্ধার করিলেন, নিজেও আহত হইলেন, মদয়ন্তিকার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে-সঙ্গে আহত ভয়ত্রাতার প্রতি করুণার উদ্রেক হইল, উভয়ে মিলিয়া প্রণয়ে পরিণত হইল, মকরন্দের হৃদয়েও প্রণয়-সঞ্চার হইল (৩য় ও ৪র্থ অঙ্ক)। তবে এই ঘটনার পূর্ব্বে 'শ্রবণাৎ' পরিচয় ছিল। ভাসের 'অবিমারকে' অবি-মারক (বিষ্ণুসেন) রাজকন্যা কুরঙ্গীকে মত্তহস্তীর আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিলেন (১ম অঙ্ক)। ফলে উভয়ের হৃদয়ে অন্যোন্যানুরাগ জন্মিল (২য় অঙ্ক)। 'মৃচ্ছকটিকে' চারুদত্ত যদিও ঠিক বসন্তসেনার বিপদ্উদ্ধার করেন নাই, তথাপি শকারের উপদ্রব-

---

করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য, দেবযানী এই যুক্তি দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া অনুমান হয়, তিনি বিপদ্উদ্ধারের জন্য রাজার অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। আধুনিক কবি মাইকেল মধুসূদন 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকে দেবযানীর তথা যযাতির মুখ হইতে রীতিমত পূর্ব্বরাগের বর্ণনা করিয়াছেন।

ভীতা বসন্তসেনা চারুদত্তের গৃহে আশ্রয় লইলেন, এবং পরস্পর-দর্শনে প্রণয় জন্মিল। 'দশকুমারচরিতে' মন্ত্রগুপ্ত দুষ্টকাপালিকের অত্যাচার হইতে রাজকন্যা কনকলেখাকে উদ্ধার করাতে রাজকন্যা তাঁহার অনুরাগিণী হইলেন। ফলতঃ সংস্কৃত সাহিত্যে এই প্রকারে প্রণয়-সঞ্চার একটি সুপ্রচলিত কাব্যকৌশল। (২৩)

ডন্‌লপ্ উল্লেখ করিয়াছেন যে গ্রীক্ রোম্যান্স Ephesiacaয় Perilaus নামক বীরপুরুষ Anthiaকে ডাকাতের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার প্রেমে পড়েন। তবে Anthia বিবাহিতা ও স্বামিগতপ্রাণা ছিলেন, সুতরাং এই প্রেম একতরফা। (*Dunlop*: *History of Fiction*, Ch. I. p. 35.) আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যে ভিক্টর হিউগোর 'Notre Dame'এ বেদিয়া-কন্যা বলিয়া পরিচিতা Esmeraldaকে Captain Phoebus বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিলেন, কৃতজ্ঞহৃদয়া Esmeralda উদ্ধার-কর্ত্তার প্রেমে পড়িল। তবে কাপ্তেনটি মোটেই একনিষ্ঠ প্রণয়ী নহেন।

ইংরেজী সাহিত্যেও দেখা যায়, স্কটের বিখ্যাত আখ্যায়িকা 'The Bride of Lammermoor'এ নায়ক নায়িকাকে দুর্দ্দান্ত

(২৩) ভয়ত্রাতাকে পিতার ন্যায় ও বিপন্মুক্তাকে কন্যার ন্যায় দেখা উচিত, আমাদের শাস্ত্রের এইরূপ উপদেশ। তবে এ সব স্থলে ব্যতিক্রম কেন? যৌবনের ধর্ম্ম বুঝি?

ষাঁড়ের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিলেন, ফলে নায়ক-নায়িকার হৃদয়ে অন্যোন্যানুরাগ জন্মিল (৫ম ও ১৯শ পরিচ্ছেদ)। অট্‌ওয়ের 'Venice Preserved' নাটকে নায়ক (Jaffier) নায়িকা (Belvidera)কে জলমজ্জন হইতে রক্ষা করিলেন, ফলে উভয়ের হৃদয়ে অন্যোন্যানুরাগ জন্মিল (১ম অঙ্ক ১ম দৃশ্য)। নায়কের এজাহার শুনুন।

'As she stood trembling on the vessel's side,
Was by a wave washed off into the deep ;
When instantly I plunged into the sea,
And, buffeting the billows to her rescue,
Redeemed her life with half the loss of mine.
... ...
I brought her, gave her to your despairing arms.
Indeed you thanked me ; but a nobler gratitude
Rose in her soul ; for from that hour she loved
me.
Till for her life she paid me with herself.'

এই 'nobler gratitude'ই এ সকল ক্ষেত্রে প্রণয়ে ঘনীভূত। (২৪)

---

(২৪) পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে (৩৪ পৃঃ) বলিয়াছি, As You Like Itএ Celia ও Oliverএর প্রথম-দর্শনে প্রণয়সঞ্চার ঘটিয়াছে। কিন্তু এই নাটকের

আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনী-হেমচন্দ্রের প্রণয়-সংঘটন-ব্যাপারে এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন। নায়িকার একরার শুনুন। —"আমি একদিন মথুরার রাজকন্যার সঙ্গে নৌকায় জল-বিহারে গিয়াছিলাম। তথায় অকস্মাৎ প্রবল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায়, নৌকা জলমধ্যে ডুবিল।...আমি ভাসিয়া গেলাম। দৈবযোগে এক রাজপুত্র সেই সময়ে নৌকায় বেড়াইতেছিলেন।...জলমধ্যে আমার চুল দেখিতে পাইয়া স্বয়ং জলে পড়িয়া আমাকে উঠাইলেন। আমি তখন অজ্ঞান।...তাঁহার বাসায় আমায় লইয়া গিয়া শুশ্রূষা করিলেন। তিন দিবস পর্য্যন্ত ঝড়বৃষ্টি থামিল না।... সুতরাং তিন দিন আমাদিগের উভয়কে এক বাড়ীতে থাকিতে হইল। উভয়ে উভয়ের পরিচয় পাইলাম। কেবল কুল-পরিচয় নহে উভয়ের অন্তঃকরণের পরিচয় পাইলাম। তখন আমার বয়স পনর বৎসর মাত্র। কিন্তু সেই বয়সেই আমি তাঁহার দাসী হইলাম। সে কোমল বয়সে সকল বুঝিতাম না। হেমচন্দ্রকে দেবতার ন্যায় দেখিতে লাগিলাম।" ['মৃণালিনী', ৪র্থ খণ্ড ১১শ পরিচ্ছেদ।] অকস্মাৎ ঝড়বৃষ্টি, দৈবযোগে রাজপুত্রের আবির্ভাব, বিপদ্‌উদ্ধার, সবই রীতিমত রোম্যান্স ; তবে বঙ্কিমচন্দ্র

মূল Lodgeএর Rosalind আখ্যায়িকায় Saladin (অর্থাৎ Oliver) Aliena (অর্থাৎ Celia) কে দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, ফলে উভয়ের অন্যোন্যানুরাগ জন্মে।

'দেখিল আর মজিল' এই কথা সম্পূর্ণরূপে মানেন না (সাক্ষাদ্-দর্শন ৩৫ পৃঃ) তাই তৎক্ষণাৎ উভয়কে প্রেমে ভরপূর করেন নাই, সেবা-শুশ্রূষায় ও তিন দিন ধরিয়া হৃদয়ের পরিচয়ে প্রেম ঘনীভূত হইয়াছে। (অট্‌ওয়ের নাটকে নায়কের আর একটি এজাহার পড়িয়া বোধ হয় নায়িকার জলমজ্জনের পূর্ব্বে নায়িকার পিতৃগৃহে নায়কের গতিবিধি ছিল, সুতরাং পূর্ব্ব হইতে পরিচয় ছিল।) গোবিন্দলালও জলমগ্না রোহিণীকে উদ্ধার করিয়া শুশ্রূষা ও চিকিৎসা দ্বারা তাহার মৃতবৎ দেহে প্রাণসঞ্চার করেন ['কৃষ্ণকান্তের উইল', ১ম খণ্ড ১৬শ পরিচ্ছেদ]। গোবিন্দলালের হৃদয়ে বোধ হয় সেই উপলক্ষে প্রণয়ের সঞ্চার হইল, তবে পূর্ব্ব হইতেই উভয়ের পরিচয় ছিল, এবং পূর্ব্বেই রোহিণীর প্রতি দয়া তাঁহার হৃদয় আর্দ্র করিয়াছিল ও রোহিণীর মনোভাব জানিয়া তাহার সহিত সমবেদনা জাগিয়াছিল। আর রোহিণীর হৃদয়ে পূর্ব্বরাগ-সঞ্চার এই ঘটনার পূর্ব্বেই হইয়াছিল, এমন কি, এই পূর্ব্বরাগের জন্যই রোহিণী জলমজ্জনে আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। [১ম খণ্ড ৭ম, ৮ম, ৯ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।]

বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট এই উভয় ঘটনার অনুকরণে আমাদের সাহিত্যে আরও অনেক জলমগ্নার উদ্ধার হইয়াছে এবং কোথাও দোতরফা, কোথাও একতরফা, প্রণয়ের সঞ্চার হইয়াছে। যথা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর 'ছিন্নমুকুল,' শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

'মধুমতী,' শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'অশ্রু', শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বৈরাগ্-যোগ' ইত্যাদি। শ্রীমতী নিরুপমা দেবী 'অন্নপূর্ণার মন্দিরে' এইরূপ ব্যাপার লইয়া বেশ একটু মজা করিয়াছেন। বিশ্বেশ্বর কমলাকে জলমজ্জন হইতে উদ্ধার করিয়াছিল; 'যেদিন সে ঘাটে সাঁতার দিতে গিয়া কিছুদূর ভাসিয়া গিয়াছিল, সেদিন বিশ্বেশ্বরই তাহাকে জল হইতে উদ্ধার করে।...কমলা সেই ঘটনার পর হইতে এই তিন বৎসরে যত পুস্তক পড়িয়াছে, তাহাতে এরূপ স্থলে একই কথা লেখে। ...উপরি উক্ত অনিবার্য্য নীতি অনুসারে সে তাহাকে ভালবাসিতে বাধ্য, বাসেও, অতএব বিশ্বেশ্বরই বা কেন না ভালবাসিবে?' ইত্যাদি (১ম পরিচ্ছেদ)।

যাক্, জলমজ্জনের চূড়ান্ত হইয়াছে। এক্ষণে অন্য প্রকারের বিপদ্উদ্ধারের দৃষ্টান্ত দিই। হরলাল একদিন রোহিণীকে দুর্বৃত্তের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিল ('কৃষ্ণকান্তের উইল' ১ম খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ), ইহাতে রোহিণীর হৃদয় কৃতজ্ঞতাবশতঃ বোধ হয় একটু হরলালের অনুকূল হইয়াছিল। যাহাহউক এটা নিতান্ত নগণ্য দৃষ্টান্ত। (আর পরে গোবিন্দলাল-ঘটিত ব্যাপারে রোহিণীর হৃদয়ের গতি অন্যদিকে ফিরিয়াছিল।) অমরনাথ রজনীকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার প্রেমে পড়িলেন ('রজনী,' ২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ), তবে রজনীর হৃদয় পূর্ব্ব হইতেই

শচীন্দ্রনাথের প্রাত অনুরাগে পূর্ণ ছিল, সুতরাং তাহার মনে ভাবান্তর হইল না। 'বিবাহ কৃতজ্ঞতা অনুসারে কর্ত্তব্য নহে।' 'রাধারাণী'তে কামাখ্যা বাবুর এই উক্তি (৩য় পরিচ্ছেদ) রজনীর বেলায় ঠিক খাটে; যদিও রজনী অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ ও আত্ম-সংযমের বলে অমরনাথের সহিত বিবাহ-প্রস্তাবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্মতি দিয়াছিল। 'রুক্মিণীকুমার' রাধারাণীকে দারিদ্র্য-রাক্ষসের কবল হইতে উদ্ধার করিলেন, এক মুহূর্ত্তের পরিচয়েই উভয়ের হৃদয়ে প্রণয়-সঞ্চার হইল। ঘটনা প্রথম পরিচ্ছেদে, ফলশ্রুতি ৩য় পরিচ্ছেদে (নায়িকার বেলায়, 'আদৌ বাচ্যঃ স্ত্রিয়া রাগঃ') ও ৫ম পরিচ্ছেদে (নায়কের বেলায়)। "সেই রাত্রি অবধি, রুক্মিণী-কুমারের একটী মানসিক প্রতিমা গড়িয়া আপনার মনে তাহা স্থাপিত করিয়াছে। যেমন দেবতাকে লোকে পূজা করে, রাধারাণী সেই প্রতিমা তেমনি করিয়া প্রত্যহ মনে মনে পূজা করে।" (সখী বসন্তকুমারীর এজাহার।) "আমি একরাত্রি মাত্র তাহাকে দেখিয়া—দেখিয়াছিই বা কেমন করিয়া বলি, এই আট বৎসরেও তাহাকে ভুলি নাই।" (নায়কের একরার।) নগেন্দ্রনাথ-কুন্দ-নন্দিনীর বেলায়ও পিতৃবিয়োগবিধুরা নিরাশ্রয়া কুন্দনন্দিনীকে আশ্রয়দানে প্রণয়ের উদ্ভব নহে কি? ভবানন্দ বিষমূর্চ্ছিতা কল্যাণীকে শুশ্রূষা ও চিকিৎসা করিয়া তাহার মৃতবৎ দেহে প্রাণ-সঞ্চার করিলেন ('আনন্দমঠ' ১ম খণ্ড ১৭শ পরিচ্ছেদ), সঙ্গে-সঙ্গে

তাহার প্রেমে পড়িলেন [৩য় খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ]। "যে দিন তোমার প্রাণদান করিয়াছিলাম, সেই দিন হইতে আমি তোমার পদমূলে বিক্রীত।" (ভবানন্দের একরার)। অবশ্য সতী সাধ্বী কল্যাণীর হৃদয় অকলুষিত ছিল। নবকুমার দস্যুহস্তে নিগৃহীতা মতিবিবিকে উদ্ধার করিলেন, কৃতজ্ঞতা প্রণয়ে ঘনীভূত হইলেই যথেষ্ট হইত, কিন্তু ইহার উপর আবার মতিবিবি ওরফে পদ্মাবতী নবকুমারকে স্বামী বলিয়া চিনিল। নবকুমারের হৃদয় কপালকুণ্ডলার প্রতি প্রণয়ে ভরপুর, সুতরাং তাহার চিত্তবিকার হয় নাই। ['কপালকুণ্ডলা' ২য় খণ্ড ১ম ২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।] রমা বিপদে পড়িয়া গঙ্গারামকে ডাকাইলেন, এই বিপদে উদ্ধার-উপলক্ষে গঙ্গারামের হৃদয় মোহবিকৃত হইল, তবে এ ক্ষেত্রেও প্রথমদর্শনে প্রণয়-সঞ্চার হইয়াছিল। 'দেখিবামাত্র গঙ্গারাম মনে করিলেন, এমন সুন্দরী পৃথিবীতে জন্মে নাই।' [সীতারাম ২য় খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ ; ৫ম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদও দ্রষ্টব্য।] বঙ্কিমচন্দ্র বুঝাইয়াছেন ইহা প্রণয় নহে, এ একটা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট চিত্তবৃত্তি। রমার হৃদয় অবশ্য কল্যাণীর মত অকলুষিত ছিল। (২৫)

(২৫) ইহার মধ্যে কোনও কোনও দৃষ্টান্ত অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর প্রণয় নহে, তথাপি এই সঙ্গেই প্রাসঙ্গিক-বোধে উল্লেখ করিলাম। বাস্তবিকপক্ষে এগুলি অবৈধ প্রণয়ের স্থল। কিন্তু বৈধই হউক অবৈধই হউক, প্রণয়-সঞ্চারের প্রণালী এক।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অশ্রুমতী' নাটকে বাদসাহজাদা সেলিম ফরিদ খাঁর অত্যাচার-পীড়িতা অশ্রুমতীকে অভয় ও আশ্রয় দিলেন (২য় অঙ্ক ২য় দৃশ্য), ফলে অন্যোন্যানুরাগ জন্মিল (৩য় অঙ্ক ২য় দৃশ্য দ্রষ্টব্য)। এ দৃষ্টান্তটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য।

পুরুষ বীরত্ব, সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি দেখাইয়া নারীর বিপদ্‌উদ্ধার ও প্রাণরক্ষা করিবে, ইহাই স্বাভাবিক—বিশেষতঃ পৃথিবীর (Age of Chivalry) ক্ষাত্রযুগে। কিন্তু কতকগুলি স্থলে বিপরীত ব্যাপারও দেখা যায়। অর্থাৎ নারী করুণা-পরবশ হইয়া সাহস বা কৌশল-প্রয়োগে পুরুষের বিপদ্‌উদ্ধার করিতেছেন, নারীর হৃদয়ে যুগপৎ করুণা ও প্রণয়ের উদ্রেক হইতেছে। পুরুষ কৃতজ্ঞতাবশতঃ সেই প্রণয়ের প্রতিদান করিতেছে (অথবা কোথাও কোথাও প্রতিদান করিতেছে না।) গ্রীক পুরাণে জেসন্ ও মিডিয়া, থিসিউস্ ও এরিয়্যাড্‌নি ইহার দৃষ্টান্ত। হোমারের 'অডিসি'তে রাজকন্যা নাসিকেয়াও বোধ হয় ইহার দৃষ্টান্ত। 'কপালকুণ্ডলাতত্ত্ব' পুস্তকে বুঝাইয়াছি যে কপালকুণ্ডলা অবিমিশ্র-করুণা-প্রণোদিত হইয়া নবকুমারের বিপদ্‌উদ্ধার করিয়া-ছিলেন, করুণা ও প্রণয়ের যৌগিক প্রভাবে নহে। ইহাই কপাল-কুণ্ডলা-চরিত্রের বিশিষ্টতা। নারীর দয়ায় পুরুষের বিপদ্‌উদ্ধার কেমন একটা কাপুরুষোচিত, লজ্জাকর ব্যাপার, এই ধারণার

বশবর্ত্তী হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র নবকুমারের মনে উক্ত ভাবের উদয় করাইয়াছেন ;—'মনে মনে ভাবিলেন, "এও কপালে ছিল!"' এবং মন্তব্য করিয়াছেন—'নবকুমার জানিতেন না যে, বাঙ্গালী অবস্থার বশীভূত, অবস্থা বাঙ্গালীর বশীভূত হয় না। জানিলে এ দুঃখ করিতেন না।' ['কপালকুণ্ডলা', ১ম খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ।] কিন্তু ভীরু বাঙ্গালী বলিয়া এই আত্মধিক্কারের প্রয়োজন ছিল না। ইহা একটি মামুলি কাব্যকৌশল, গ্রীক বীর জেসন্ থিসিউস্ ইউলিসিস্ ত ভীরু ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাদিগকেও বিপৎকালে নারীর করুণার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, ইহার পূর্ব্বেই নবকুমার-কপালকুণ্ডলার প্রথম-দর্শন হইয়াছিল এবং যথানিয়মে নবকুমারের হৃদয়ে প্রথম-দর্শনে প্রণয়-সঞ্চারও হইয়াছিল, এই খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদ পাঠ করিলে তদ্-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। 'বহুক্ষণ দুইজনে চাহিয়া রহিলেন' 'এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নবকুমারের হৃদয়বীণা বাজিয়া উঠিল' ইত্যাদি বাক্য হইতেই নবকুমারের অবস্থা বুঝা যায়। তবে পরে বার বার কপালকুণ্ডলার দয়ায় বিপদ্উদ্ধার হওয়াতে যে নবকুমারের প্রণয় দৃঢ়মূল হইয়াছিল তাহাও নিঃসন্দেহ।

বীরত্ব ও সাহস যেমন পুরুষের ধর্ম্ম, করুণা মমতা সেবা শুশ্রূষা তেমনি নারীর ধর্ম্ম।

ইংরেজ কবি বলিয়াছেন—

'When pain and anguish wring the brow
A ministering angel thou'. (২৬)

সুতরাং কাব্যজগতে দেখা যায় যে, কোমলহৃদয়া নারী আহত বা পীড়িত পুরুষের সেবা-শুশ্রূষা করিতে করিতে তাহার প্রতি প্রণয়বতী হইতেছেন, অর্থাৎ তাঁহার করুণা ঘনীভূত হইয়া প্রণয়ে রূপান্তরিত হইতেছে, পুরুষও কৃতজ্ঞতাবশতঃ অনেক ক্ষেত্রে তাহার প্রতিদান করিতেছে। (২৭) তবে ইহা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বিপদ্‌উদ্ধারের মত এক মুহূর্ত্তে ঘটে না, ক্রমে এই পরিণতি ঘটে। Romances of Chivalryতে দেখা যায়, Tristan বা Tristram নামক বীর আহত হইয়া Yseult with the White Hands নাম্নী অপরিচিতা রমণীর শুশ্রূষা ও চিকিৎসার গুণে আরোগ্যলাভ করেন এবং কৃতজ্ঞচিত্তে উপকারিণী রাজকন্যাকে বিবাহ করেন (যদিও Tristanএর পূর্ব্ব হইতেই মাতুলানী অপর Yseultএর সহিত অন্যোন্যানুরাগ হইয়াছিল।) (২৮) স্কটের বিখ্যাত আখ্যা-

(২৬) ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয়-বিনিময়ে' (২য় অধ্যায়ে) নারীর এই সেবাধর্ম্মের সুন্দর আলোচনা আছে। বিস্তৃতিভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না।

(২৭) এ ক্ষেত্রেও বলা যায়, এই করুণা নারীর মাতৃভাব। অথচ ইহা প্রণয়ে রূপান্তরিত হয় কেন? ইহাও যৌবনের ধর্ম্ম।

(২৮) *Dunlop*: History of Fiction, Ch. III, p. 86. এই ঘটনার পূর্ব্বে এবং অপর Yseult তাঁহার মাতুলানী হইবার পূর্ব্বে আহত

ন্নিকা 'আইভ্যানহো'তে আহত বীর আইভ্যানহোর চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিতে করিতে য়িহুদিতনয়া রেবেকার হৃদয় কাণায় কাণায় প্রণয়ে পূর্ণ হইয়াছিল, তবে ইহার পূর্ব্বেই আইভ্যানহো কর্ত্তৃক পিতার বিপদ্‌উদ্ধারের জন্য রেবেকার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। আবার (tournament) কৃত্রিম যুদ্ধে তাঁহার বীরত্বদর্শনে প্রশংসাপূর্ণ শ্রদ্ধার উদ্রেক হইয়াছিল। ইত্যাদি নানা কারণের সমবায়ে এই প্রণয়ের উদ্ভব ও পুষ্টি হইয়াছিল, সুতরাং ইহাকে অবিমিশ্র-করুণা-প্রসূত বলা চলে না। আই-ভ্যানহো পূর্ব্ব হইতেই Rowenaর প্রতি প্রণয়শীল ছিলেন, সুতরাং এই শুশ্রূষা প্রভৃতিতে তাঁহার ভাবান্তর হইল না। অর্থাৎ তিনি Tristramএর মত অব্যবস্থিতচিত্ত নায়ক নহেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'তে আয়েষার জগৎসিংহের প্রতি প্রণয়-সঞ্চার উল্লিখিত নিয়মে ঘটিয়াছে। জগৎসিংহের হৃদয় পূর্ব্ব হইতেই তিলোত্তমাময় ছিল, সুতরাং তিনি এই প্রণয়ের প্রতিদান করিতে পারেন নাই। (আইভ্যান্‌হোর সহিত তুলনীয়)। ৺রমেশচন্দ্র দত্তের 'অভাগিনী' জেলেখা আহত নরেন্দ্রনাথের সেবা করিয়া তাঁহার প্রেমে পড়িয়াছে, নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ের অবস্থা

Tristan ভবিষ্যৎ মাতুলানীর চিকিৎসাগুণে আরোগ্যলাভ করেন। সে ক্ষেত্রে কিন্তু প্রণয়-সঞ্চার হয় নাই। *Dunlop* : Ch III, p. 85. মাতুলানীর সহিত কিরূপে প্রণয় ঘটিল তাহা প্রথম পরিচ্ছেদের ১৬নং পাদটীকায় দ্রষ্টব্য (৩২পৃঃ)।

জগৎসিংহের ন্যায়। ('মাধবীকঙ্কণ' ১১শ ও ৩১শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।) রমেশচন্দ্রের আর একখানি আখ্যায়িকা 'বঙ্গবিজেতা'য় বিমলা দেবমন্দিরে ইন্দ্রনাথকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি প্রণয়বতী হইয়াছিলেন, এ কথা প্রথম পরিচ্ছেদে (৪৬ পৃঃ) বলিয়াছি, কিন্তু পরে আবার বিমলা ইন্দ্রনাথকে জলমজ্জন হইতে উদ্ধার করেন, আরও পরে আহত বন্দী ইন্দ্রনাথকে শুশ্রূষা করেন ও বন্দীদশা হইতে মুক্ত করেন। এইরূপ নানা কারণে তাঁহার প্রণয় দৃঢ়মূল হয়। অতএব এ ক্ষেত্রে প্রথম-দর্শন, বিপদ্‌উদ্ধার, সেবা, সব রকমই আছে।

ইন্দ্রনাথ জগৎসিংহ-নরেন্দ্রনাথের মত পূর্ব্ব হইতেই অন্যাসক্ত, সুতরাং তাঁহার ভাবান্তর হয় নাই। যাহা হউক, সরলা ইন্দ্রনাথের প্রণয়িনী জানিতে পারিয়া পরে বিমলা অপূর্ব্ব মনের বল দেখাইয়া আত্মদমন করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী'তে অমরনাথ রজনীকে অত্যাচারীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে (৫৮ পৃঃ) বলিয়াছি; আবার রজনী (সম্ভবতঃ) এই উপলক্ষে আহত অমরনাথের শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, ইহাতে (বোধ হয়) অমরনাথের প্রণয় বদ্ধমূল হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রের পূর্ব্বগামী ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয়-বিনিময়ে' আরঙ্গেব-কন্যা রোসিনারা শিবজী কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইয়া তাঁহার অধিকৃত দুর্গে কিছু কাল বাস করিতে করিতে ক্রমে শিবজীর যত্নে এবং

মাধুর্য্যভাবে বশীভূতা হইলেন।' পরে আবার তাঁহারই জন্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহত শিবজীর সেবা-শুশ্রূষা করিয়া রোসিনারা 'তৎ-প্রতি নিরন্তর সমবেদনা খ্যাপন করাতে তাঁহার সহিত মিলিতমন এবং বদ্ধপ্রণয় হইলেন।' (২য় অধ্যায়।) শিবজীও তাঁহার প্রতি প্রণয়বান্ হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অরক্ষণীয়া'র বালিকা জ্ঞানদা 'এতটুকু মেয়ে হয়ে যুবক অতুলের রোগে সেবা করিয়াছিল, যমের সঙ্গে দিবা-রাত্রি লড়াই কোরে তাকে ফিরিয়ে এনেছিল।' ফলে প্রণয় জন্মিল। 'চোখের নেশা নয়, কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস নয়—অকপটে সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিয়াছিল।' শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'পোষ্যপুত্রে' শিবানী বিপন্ন পথিক নীরদকে (বিনোদকে) আশ্রয় দিল ও রোগে তাহার সেবা করিল। ইহার ফলে শিবানীর হৃদয়ে 'শুধু দয়া নহে, ভালবাসা' জন্মিল এবং নীরদের হৃদয়ও 'জীবনদাত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা-মিশ্রিত করুণায় ভরিয়া উঠিল। ভাবের উচ্ছ্বাসে আপনাকে বিকাইয়া দিতে সে কুণ্ঠিত হইল না।'

পূর্ব্বে বলিয়াছি, নারী আহত বা পীড়িত পুরুষের সেবা করেন, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু কখনও কখনও অবস্থাগতিকে বিপরীত ব্যবস্থা হয়, অর্থাৎ পুরুষ পীড়িতা নারীর সেবা করেন। কাব্যজগতে ইহারও অপ্রতিবিধেয় ফল—প্রণয়-সঞ্চার। এই

শ্রেণীর একটি দৃষ্টান্ত ৺রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসারে' পাইয়াছি; তবে আবাল্য সাহচর্য্যে পূর্ব্ব হইতেই প্রণয় অঙ্কুরিত হইয়াছিল, পরে সুধার কঠিন পীড়ায় শরৎ সর্ব্বদা তাহার সেবা করাতে উভয়ের হৃদয়ে প্রণয় পল্লবিত পুষ্পিত হইল। (১৪শ, ২০শ ও ২৩শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।) ৺দামোদর মুখোপাধ্যায়ের 'মা ও মেয়ে'তে জমিদারপুত্র দেবেন্দ্রনারায়ণ শরৎকুমারীর চিকিৎসা করেন, ফলে অন্যোন্যানুরাগ জন্মিল। শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর 'দিদি'তে অমর (বন্ধু দেবেনের সহকারী হইয়া) চারুর চিকিৎসা করেন, এ কথাটাও এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক নহে। তবে তাহার পূর্ব্বে 'প্রথমদর্শন' হইয়াছিল।

যাক্, আর উদাহরণের মালা গাঁথিয়া দ্বিতীয় প্রকারের প্রণয়-সঞ্চারের তত্ত্বটি পরিস্ফুট করার প্রয়োজন নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় প্রকারের প্রণয়-সঞ্চার।

দ্বিতীয় প্রকারের প্রণয়-সঞ্চারের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, রোগীর শুশ্রূষা-স্থলে অনেক দিন ধরিয়া উভয় পক্ষের সাহচর্য্যে এক পক্ষে কৃতজ্ঞতা ও অপর পক্ষে করুণা ঘনীভূত হইয়া ক্রমে

প্রণয়ে পরিণত হয়। সেবা-শুশ্রূষার ব্যাপার না থাকিলেও শুধু অনেক দিন ধরিয়া পরস্পরের সাহচর্য্যে ক্রমশঃ প্রণয় জন্মিতে পারে; যৌবনকালে কোনও কারণে নব-পরিচিত যুবক-যুবতীর ঘন ঘন দেখা-শুনায় পরস্পরের গুণের পরিচয় পাইয়া ক্রমে অন্যোন্যানুরাগ জন্মে। (২৯) 'প্রণয়াস্পদ ব্যক্তির গুণসকল যখন বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিগৃহীত হয়, হৃদয় সেই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি সমাকৃষ্ট এবং সঞ্চালিত হয়, তখন সেই গুণাধারের সংসর্গলিপ্সা এবং তৎপ্রতি ভক্তি জন্মে। ইহার ফলে, সহৃদয়তা। এই যথার্থ প্রণয়। প্রথমে বুদ্ধিদ্বারা গুণগ্রহণ, গুণগ্রহণের পর আসঙ্গলিপ্সা; আসঙ্গলিপ্সা সফল হইলে সংসর্গ, সংসর্গফলে প্রণয়...আমি ইহাকেই ভালবাসা বলি।' [হরদেব ঘোষালের পত্র, 'বিষবৃক্ষ' ৩২শ পরিচ্ছেদ।] আবার বাল্যকাল হইতে একত্র বাস, একত্র ক্রীড়াকৌতুক, একত্র আমোদ-প্রমোদ, ইত্যাদিরূপ নিরন্তর সাহচর্য্যে যেমন বালকে বালকে সৌহার্দ্দ্য জন্মে, বা বালিকায় বালিকায় সখিত্ব জন্মে, তেমনি বালক-বালিকার প্রণয় জন্মে। আমাদের বাল্যবিবাহের

(২৯) বিলাতী সমাজের কোর্টশিপে কতকটা এই তত্ত্ব নিহিত। তবে সে ক্ষেত্রে পূর্ব্বেই প্রণয়-সঞ্চার হয় এবং সেই সূত্রেই কোর্টশিপ চলে। এই কোর্টশিপে হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় ঘটে কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ। কেননা উভয়েই উভয়ের মনোরঞ্জনে সচেষ্ট থাকে, অনেক স্থলে কিঞ্চিৎ কপটতারও আশ্রয় লওয়া হয়।

দেশে দাম্পত্যপ্রণয়ও অনেকটা এইরূপে যুবক বা কিশোর স্বামী ও বালিকা স্ত্রীর হৃদয়ে ক্রমশঃ সঞ্চারিত হয়। যাক্ দাম্পত্য-প্রণয়ের কথা বলিতেছি না। অনূঢ়-অনূঢ়ার হৃদয়ে প্রণয় এই ভাবে ক্রমশঃ সঞ্চারিত হয়; ঠিক কোন্ মুহূর্ত্তে এই প্রণয়ের উদ্ভব হয় তাহা ধরিতে পারা যায় না। ইহাই তৃতীয় প্রকারের প্রণয়-সঞ্চার। তবে ইহা এক মুহূর্ত্তে হৃদয় আচ্ছন্ন করে না, ক্রমে ক্রমে জন্মে, এই জন্য ইহাকে পূর্ব্বরাগ না বলিয়া যদি ক্রম-রাগ বলিতে হয় বলুন!

বঙ্কিমচন্দ্র প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'প্রণয় বলিতে হয় বল, না বলিতে হয় না বল। ষোল বৎসরের নায়ক —আট বৎসরের নায়িকা! বালকের ন্যায় কেহ ভালবাসিতে জানে না। বালক মাত্রেই (৩০) কোন সময়ে না কোন সময়ে

(৩০) ধর্ম্মাত্মা ৺শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'আত্মচরিতে' দেখা যায় যে তাঁহার নিজের জীবনে এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। অতএব ইহা কল্পনাপ্রবণ কবির উক্তি বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ইহা অনেকের জীবনে পরীক্ষিত সত্য। 'এই দশ এগার বৎসর বয়সের আর একটী কৌতুকজনক ঘটনা স্মরণ হয়। আমাদের স্কুলের সন্নিকটের গলিতে একটী বালিকা ছিল। সে আমার সমবয়স্কা, দেখিতে যে খুব সুন্দরী ছিল তাহা নহে, কিন্তু তাহার মুখখানি আমার বেশ লাগিত। সে তাহাদের বাড়ীর উঠানে খেলা করিত। আমি আর একটী বালকের সঙ্গে রোজ তাহাকে দেখিতে যাইতাম। সে তার মার ভয়ে পথের বালকের সহিত বড় বেশী কথা বলিত

অনুভূত করিয়াছে যে ঐ বালিকার মুখমণ্ডল অতি মধুর—উহার চক্ষে কোন বোধাতীত গুণ আছে। খেলা ছাড়িয়া কতবার তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিয়াছে—তাহার পথের ধারে, অন্তরালে দাঁড়াইয়া কতবার তাহাকে দেখিয়াছে। কখন বুঝিতে পারে নাই, অথচ ভাল বাসিয়াছে।' ['চন্দ্রশেখর,' উপক্র-

---

না ; কিন্তু সে জানিত যে আমরা তাহাকে দেখিতে ও তাহার সঙ্গে কথা কহিতে ভালবাসি, তাই সে আমাদের কণ্ঠস্বর শুনিলেই বাহিরে আসিত ও এটা-ওটা যাহা দিতাম গোপনে লইত। আমি বোনের মত তাহাকে কাছে চাহিতাম, কিন্তু তাদের বাড়ীর লোকে তাহা দিত না। বহুবাজার পাড়া হইতে কলেজ উঠিয়া গেলে আমরা তাহাকে হারাইলাম।' (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ৬২ পৃঃ)। ইহা অপেক্ষাও অল্প বয়সে আর একটী মেয়ের প্রতি ভালবাসার বিবরণ আছে। (প্রথম পরিচ্ছেদ, ৩১ পৃঃ) 'সেকালের আর একটী কথা মনে আছে। একটী সুন্দর ফুটফুটে গৌরবর্ণ মেয়ে আমাদের পাশের বাড়ীতে তার মাসীর কাছে আসিত। সে আমার সমবয়স্ক। ঐ মেয়ে আসিলেই আমার খেলাধুলা লেখাপড়া, ঘুচিয়া যাইত। আমি তার পায়ে-পায়ে বেড়াইতাম। খেলায় ঘটনাচক্রে যদি আমি তাহার সঙ্গে একদলে না পড়িতাম আমার অসুখের সীমা থাকিত না।...ঐ বালিকার বাড়ী আমাদের স্কুলের পথে ছিল। আমি স্কুল হইতে আসিবার সময় তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া একটু খেলা করিয়া আসিতাম।' ইত্যাদি। অবশ্য এ দুইটী দৃষ্টান্ত নভেলী প্রণয়ের নহে, বালিকার প্রতি বালকের কিরূপ ভালবাসার টান, মধুর আকর্ষণ হয়, তাহারই প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করিলাম।

মণিকা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।] বাল্যকালের এইরূপ ভালবাসা বয়ো-বৃদ্ধির সহিত সুদৃঢ় হয়, ইহা হৃদয়ক্ষেত্রে অনেকদূর পর্য্যন্ত শিকড় গাড়ে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী' ১ম পর্ব্বে রাজলক্ষ্মী বনাম পিয়ারী বলিতেছে—'ছেলেবেলায় এক-বার যাকে ভালবাসা যায়, তাকে কি কখনো ভোলা যায়?' তবে একত্রবাসজনিত এইরূপ গভীর প্রণয় দুবন্ধ ঘটে না, ঘটিলে কিন্তু তাহা সর্ব্বগ্রাসী হইয়া দাঁড়ায়। ইংরেজ কবি টেনি-সনের কথাগুলি এই প্রসঙ্গে অনুধাবনীয়।—

'How should Love
Whom the cross-lightnings of four chance-met eyes
Flash into fiery life from nothing, follow
Such dear familiarities of the dawn?
Seldom, but when he does, Master of all.'
—Aylmer's Field.

এই প্রণয় 'ধীরে ধীরে নীরবে' সমগ্র হৃদয় অধিকার করে। অনেক সময় প্রণয়িযুগলও ইহার অস্তিত্ব অনুভব করে না, পরে বিচ্ছেদ ঘটিলে বা অন্যে প্রণয়যাচ্ঞা করিলে (বা অন্যত্র বিবাহ সম্বন্ধ হইলে) হৃদয়ে অস্বস্তি অনুভূত হয় এবং তখন অন্তরের ব্যথা, অন্তরের কথা ধরা পড়ে। ('দেবদাস' ৫ম পরিচ্ছেদ ও টেনিসনের Aylmer's Field দ্রষ্টব্য।)

শৈশব হইতে একত্রবাস, নিরন্তর সাহচর্য্য, সহোদর-সহোদরায়, একান্নবর্ত্তী পরিবারে খুড়তুত-জ্যেঠতুত, মামাত-পিস্‌তুত, মাস্‌তুত প্রভৃতি ভাই-ভগিনীদিগের অর্থাৎ counsinদিগের, এবং পাড়াপড়্‌শীর ঘরের ছেলেমেয়েদের ঘটিয়া থাকে। বিখ্যাত কবি ও সমালোচক কোল্‌রিজ শেক্‌স্‌পীয়ার-সম্বন্ধীয় সমালোচনা-গ্রন্থে গম্ভীর দার্শনিক প্রণালীতে বুঝাইয়াছেন যে সহোদর-সহোদরার মধ্যে প্রেমের উদ্ভব হইতে পারে না। কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যে সহোদর-সহোদরার প্রেমের বীভৎস চিত্র রাজ্ঞী এলিজাবেথের আমলের একখানি বিয়োগান্ত নাটকে (ফোর্ডের 'Brother and Sister,' ইহার আর একটি নাম আছে, তাহা একেবারেই অশ্রাব্য)—চিত্রিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এরূপ সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার যে নাটকের আখ্যানবস্তু, কোন কোন সমালোচকের মুখে তাহারও প্রশংসা ধরে না। হিন্দু-সমাজে Cousin সহোদর-সহোদরা হইতে বিশেষ বিভিন্ন নহে, সুতরাং Cousinএ Cousinএ বিবাহ নিষিদ্ধ। এরূপ নিকট-সম্পর্কে বিবাহ-নিষেধ নাকি শরীরতত্ত্ব ও সুপ্রজনন-বিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান-সম্মত। কিন্তু পূর্ব্বকালে মামাত-পিস্‌তুত ভাইবোনে বিবাহ হিন্দুসমাজে চলিত। ভদ্রার্জ্জুন ইহার সুবিদিত দৃষ্টান্ত; যদুবংশে আরও অনেকগুলি এইরূপ বিবাহ হইয়াছিল, শ্রীমদ্‌ভাগবতে উল্লিখিত আছে। ভাসের 'অবি-মারকে' অবি-মারক (বিষ্ণুসেন) মাতুলকন্যা কুরঙ্গীকে বিবাহ করিয়াছেন। তবে

এ সব স্থলে সাহচর্য্যে প্রণয়সঞ্চার সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত হয় নাই। যাহা হউক, কলিতে এ সব স্থলে বিবাহ নিষিদ্ধ। আর খুড়তুত-জ্যেঠতুত ভাই-বোনে অর্থাৎ সগোত্রা-বিবাহ একেবারে হিন্দুশাস্ত্রের বিরুদ্ধ। প্রতাপ-শৈবলিনীর শৈশব হইতে প্রণয় হইলেও বিবাহ অসম্ভব ইহাই বুঝাইবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—'শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতিকন্যা। সম্বন্ধ দূর বটে, কিন্তু জ্ঞাতি।' ['চন্দ্রশেখর,' উপক্রমণিকা ২য় পরিচ্ছেদ।] শৈবলিনী ছেলেমানুষ বলিয়া তখন এটুকু বুঝিত না। (শৈবলিনী যদি সোণার মার প্রকৃতির হইত, তাহা হইলে বলিত, 'খ্রীষ্টান-মুসলমানের বেলায় চলে, হিঁদুর বেলায় যত দোষ!')

পক্ষান্তরে খ্রীষ্টান ও মুসলমান-সমাজে এরূপ বিবাহে বাধা নাই। সুতরাং শুধু ইংরেজী কাব্য-নাটকে কেন, ইংরেজ কবিদিগের জীবন-চরিতেও Cousinএ Cousinএ প্রণয়ের বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায়। (৩১) ড্রাইডেন্, কূপার্, গোল্ড্স্মিথ্, বায়রন্, লে

---

(৩১) হালের ইংরেজী-সাহিত্য-পাঠে যেন বোধ হয় বিলাতী সমাজে এখন এ প্রথায় বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। এন্টনি ট্রোলোপের 'The Small House at Allington' আখ্যায়িকায় Bernard Dale ও Bell Dale এই খুড়তুত-জ্যেঠতুত ভাই-ভগিনীর প্রস্তাবিত বিবাহ-সম্বন্ধে একজন বক্তা বলিতেছেন—"I am not quite sure that it's a good thing for cousins to marry." আর একজন বক্তা উত্তর করিতেছেন—"They do,

হণ্ট্, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্‌ ইঁহারা সকলেই Cousinএর প্রেমে পড়িয়াছিলেন; ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্‌ ভাগ্যবান্ পুরুষ ছিলেন, তিনি Cousinএর পাণিগ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারিয়াছিলেন, অন্য সকলে হতাশ-প্রণয়ী। টেনিসনের 'ডোরা' ও 'লক্‌স্‌লী হলে' এইরূপ প্রণয়ের ব্যাপার আছে; তবে 'ডোরা'য় একতরফা; ডোরা উইলিয়ামের অনুরক্তা ছিল, কিন্তু উইলিয়াম সে প্রেমের প্রতিদান করে নাই।

Cousinএর সহিত প্রণয় ও পরিণয়ের ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রথম দৃষ্টান্ত বোধ হয় Tatiusএর 'Clitophon and Leucippe' নামক গ্রীক রোম্যান্সে। তবে এ ক্ষেত্রে সাহচর্য্যে প্রণয়-সঞ্চার

---

you know, very often; and it suits some family arrangements." (Ch. 20). [শেষ মন্তব্যটি প্রণয়ের দিক্ হইতে নহে, পারিবারিক সুবিধার দিক্ হইতে।] এ ক্ষেত্রে নায়িকা ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিত। (আয়েষার কথা স্মর্তব্য।) আবার টমাস্ হার্ডির 'Jude the Obscure' আখ্যায়িকায় Jude Fawley এবং Sue Bridehead এই Cousinদিগের প্রণয়-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার নায়কের মুখ দিয়াও বলাইয়াছেন—'It was not well for cousins to fall in love even when circumstances seemed to favour the passion.' (Part II, Chapter 2.) এবং নায়িকার মুখ দিয়াও বলাইয়াছেন—'We are cousins and it is bad for cousins to marry.' (Part III, Chapter 6.) Cousinদের বিবাহের

নহে, নায়কের গৃহে নায়িকা আশ্রয় লইয়াছিলেন, প্রথম-দর্শনে প্রেমের উদ্ভব। (*Dunlop : History of Fiction.* ch. I).

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ-সমাজের এই বিশিষ্টতাটুকু বজায় রাখিবার জন্য লরেন্স ফষ্টার 'মেরি ফষ্টারের প্রণয়ে বাল্যকালে অভিভূত' ছিল, এই টিপ্পনী করিয়াছেন ('চন্দ্রশেখর,' ১ম খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ)। মুসলমান-সমাজেও এই প্রথা বর্ত্তমান থাকাতে ওসমানকে পিতৃব্য-কন্যা আয়েষার অনুরাগী করিয়াছেন, আয়েষা কিন্তু কেবল 'স্নেহপরায়ণা ভগিনী'—টেনিসনের 'ডোরা'র ঠিক উল্টা।

যাক্ Cousinএর কথা ছাড়িয়া দিয়া এক্ষণে সাধারণভাবে এই শ্রেণীর প্রণয়ের আলোচনা করি।

এই প্রণয়ে আকস্মিকতা নাই, ইহা চমকপ্রদ নহে, এক কথায় ইহাতে রোম্যাণ্টিক্ কিছুই নাই, সুতরাং চমৎকারিত্ব নাই, বোধ হয় সেই কারণেই সংস্কৃত সাহিত্যে কবি ও আলঙ্কারিকগণ এই শ্রেণীর প্রণয়কে আমলে আনেন নাই! এক মহাভারতোক্ত কচ-দেবযানীর উপাখ্যানে (আদিপর্ব্ব ৭৬শ ও ৭৭শ অধ্যায়)

ফল শুভ হয় না, এরূপ বিশ্বাস যেন ইউরোপে ভিতরে ভিতরে আছে। ইতিহাস-প্রথিত স্কটলণ্ডের রাজ্ঞী মেরীর Cousin Darnleyর সহিত বিবাহে অত্যন্ত অশুভফল হইয়াছিল। একজন ইংরেজ লেখক এইরূপ আরও কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ারও Cousinএর সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তবে এই বিবাহ সুখের হইয়াছিল।

ইহার ঈষৎ একটু আঁচ পাওয়া যায়। তাহাও একতরফা। যুবক কচ শুক্রাচার্য্যের নিকট মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা করিতে আসিয়া প্রাপ্তযৌবনা গুরুকন্যা দেবযানীর সংস্পর্শে আসিলেন। যুবক-যুবতী বহু বৎসর ধরিয়া পরস্পরের পরিচর্য্যা করিতে, পরিতোষ জন্মাইতে লাগিলেন (কচের আচরণে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা ছিল), ফলে দেবযানী কচের প্রতি প্রণয়বতী হইলেন; দৈত্যেরা কচকে বারবার নিহত করিলে দেবযানীর উক্তি "কচ আমার নিতান্ত প্রিয়পাত্র। কচ ব্যতীত জীবন-ধারণ করিতে পারিব না" এবং কচের বিদ্যালাভের পরে বিদায়কালে দেবযানীর বিবাহ-প্রার্থনা— "আমি তোমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্তা,...অসুরেরা তোমাকে বারংবার নষ্ট করিয়াছিল। সেই অবধি আমি তোমাতে একান্ত অনুরক্তা হইয়াছি। (৩২) তোমার প্রতি আমি যেরূপ ভক্তি, সৌহার্দ্দ ও অনুরাগ করিয়া থাকি, তাহার কিছুই তোমার অবিদিত নহে, অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! এখন তুমি এই নিরপরাধিনীকে পরিত্যাগ করিও না।" (৺কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।) ইত্যাদি বাক্য ইহার অসন্দিগ্ধ প্রমাণ। পক্ষান্তরে কচ তাঁহাকে গুরুপুত্রী অতএব ধর্ম্মতঃ ভগিনী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। তবে এই ধর্ম্মভীরুতার আচ্ছাদনে ও 'আমাকে এক একবার স্মরণ করিও'

---

(৩২) বোধ হয় করুণার প্রভাবও এ ক্ষেত্রে বর্ত্তমান। 'Pity melts the mind to love.' (৬১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

এই সুসংযত বাক্যের অন্তরালে যদি কৃতজ্ঞতা অপেক্ষা গভীরতর কোন মনোভাব প্রচ্ছন্ন থাকে, ঋষিকবি তাহা প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ 'বিদায়-অভিশাপ'-নামক খণ্ডকাব্যে এই পৌরাণিক কাহিনীতে নূতন ভাব ও কাব্য-কলার সমাবেশ করিয়া যে উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি দেবযানীর পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের উত্তরে সংযতবাক্ কচকে অনিচ্ছায় মর্ম্মকথা প্রকাশ করাইয়াছেন।—

"আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয়
সখি! বহে যাহা মর্ম্মমাঝে রক্তময়
বাহিরে তা কেমনে দেখাব?......

*　　*　　*

হা অভিমানিনী নারী!
সত্য শুনে কি হইবে সুখ?...ছিল মনে
কব না সে কথা। বল কি হইবে জেনে
ত্রিভুবনে কারো যাহে নাই উপকার,
একমাত্র শুধু যাহা নিতান্ত আমার
আপনার কথা। ভালবাসি কিনা আজ
সে তর্কে কি ফল?" (৩৩)

---

(৩৩) সমগ্র কবিতাটিতে কবি প্রণয়িযুগলের যে অপূর্ব্ব সংযম ও প্রণয়বৃত্তির সমন্বয় দেখাইয়াছেন, ধাপে ধাপে উঠিয়া climax এ পৌঁছিয়াছেন এবং

ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম-দর্শনে প্রণয়-সঞ্চারের অজস্র উদাহরণ মিলিলেও এবং ইংরেজ-সমাজে যৌবন-বিবাহের ব্যবস্থা থাকিলেও, উক্ত সাহিত্যে তৃতীয় প্রকারের প্রণয়-সঞ্চারের দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। শ্রেষ্ঠ কবি শেক্স্পীয়ারের 'সিম্বেলিন্' নাটকে দেখা যায় Posthumus ও Imogen আশৈশব পরস্পরের খেলার সাথী ছিলেন, একত্রাবস্থানহেতু অন্যোন্যানুরাগ জন্মিয়াছিল। [Imogen পিতাকে বলিতেছেন—"It is your fault that I have loved Posthumus; you bred him as my play-fellow." *Cymbeline*, Act I, Sc. i.] All's Well That Ends Well নাটকে অভিজাত Bertramএর পিতৃগৃহে Helena শৈশব হইতে বাস করিত, একত্রাবস্থানহেতু হেলেনার হৃদয় বার্টরামের প্রতি প্রণয়ে ভরপূর হইয়াছিল, কিন্তু আভিজাত্য-গর্ব্বিত নায়কের হৃদয়ে ভিষগ্‌দুহিতা হেলেনার স্থান হয় নাই। ওথেলো-ডেস্‌ডেমোনার বেলায় ঠিক এই প্রকারের নহে। ডেস্‌ডেমোনার যৌবন-সঞ্চারের পরে ওথেলো

কচের মুখ হইতে প্রতিশাপের পরিবর্ত্তে বিপুল গৌরবের বর দান করিয়াছেন, তাহা শ্রেষ্ঠ কবিশক্তির পরিচায়ক। তবে আমাদের বক্তব্য বিষয় হইতে দূরে যাইবার অধিকার নাই, সুতরাং এই কবিতা সম্বন্ধে আর বিস্তৃত আলোচনা করিলাম না। আমরা পাঠকবর্গকে সমগ্র কবিতাটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

তাঁহার নয়নপথগামী হইয়াছিলেন ; কিন্তু এ ক্ষেত্রেও এক মুহূর্ত্তে প্রণয়োদয় হয় নাই, ওথেলোর বীরত্বকাহিনী, বিপৎসঙ্কুল জীবন-কাহিনী অনেক দিন ধরিয়া শুনিতে-শুনিতে করুণা ও শ্রদ্ধায় ডেস্‌ডেমোনার মনঃপ্রাণ ভরিয়া গিয়াছিল, ক্রমে ইহা প্রণয়ে পরিণত হয়। অতএব এক্ষেত্রে সাহচর্য্য, করুণা, শ্রদ্ধা, তিনের সমবায়ে প্রণয়ের উদ্ভব। অট্‌ওয়ের 'Orphan'-নামক বিয়োগান্ত নাটকে মনিমিয়া (Monimia) এক অভিজাত-গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিলেন, গৃহস্বামীর যমজ পুত্রদ্বয়ের সহিত একত্রাবস্থান-হেতু উভয় পুত্রই তাহাকে ভালবাসিল। মনিমিয়া একজনের প্রণয়ের প্রতিদান করিল।

উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যে (৩৪) স্কটের 'আই-ভ্যানহো'তে আইভ্যানহো ও রাওয়েনা (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ), থ্যাকারের 'পেণ্ডেনিসে' আর্থার্‌ পেণ্ডেনিস্‌ ও লরা, 'ভ্যানিটি ফেয়ারে' George Osborne ও Amelia Sedley (চতুর্থ পরিচ্ছেদ), জর্জ্জ এলিয়টের 'সাইলাস্‌ মার্নারে' Aaron ও

(৩৪) এইরূপ সাহচর্য্যে হৃদয়ের পরিচয়ে প্রণয়-সঞ্চারের চেষ্টায় মুরের Lalla Rookhএ উক্তনাম্নী বাদশাজাদীর পাণিপ্রার্থী সুলতান কবি ও গায়কের ছদ্মবেশে দিল্লী হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত সমস্ত পথ তাঁহার মনোরঞ্জনে ব্রতী হয়েন। তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হইয়াছিল। সাহচর্য্যে প্রণয়-সঞ্চারের ইহা একটী উৎকৃষ্ট নমুনা। তবে ইহা আবাল্য সাহচর্য্য নহে।

Eppie, এইরূপ শৈশবাবধি পরস্পরের খেলার সাথী, প্রথম ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে এক গৃহবাসী, ফলে প্রগাঢ় প্রণয় জন্মিয়াছে। ('পেণ্ডেনিসে' আর্থার্ যৌবনসুলভ চপলতা-প্রযুক্ত একাধিক নারীর প্রণয়ে পড়িয়াছিল, শেষে লরার একনিষ্ঠ অকৃত্রিম প্রণয়ের মূল্য বুঝিয়াছিল।) টেনিসনের Aylmer's Field ও বিশেষতঃ Enoch Ardenএ (Dora ও Locksley Hallএর কথা ৭৪ পৃঃ বলিয়াছি) এই বাল্যের প্রণয়ের মধুরতম, সুন্দরতম দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয় এবং 'বাল্যপ্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে'— বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির মর্ম্মভেদী প্রমাণ পাওয়া যায়।

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার দৃষ্টান্ত অফুরন্ত। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে আদর্শ প্রেম, 'দুহুক প্রেম নাহি তুল।' সে ক্ষেত্রে নামশ্রবণ, বংশীধ্বনিশ্রবণ, স্বপ্নে, চিত্রে ও সাক্ষাদ্ দর্শন—এ সকলগুলির সমবায়ে প্রণয়-সঞ্চারের কথা প্রথম পরিচ্ছেদে (১৯ পৃঃ) বলিয়াছি। আশ্চর্য্যের বিষয়, এখন আমরা যে প্রকারের প্রণয়-সঞ্চারের আলোচনা করিতেছি, তাহার কথাও এই রাধাকৃষ্ণের প্রেম-প্রসঙ্গে মহাজন-পদাবলীতে দেখা যায়। যথা—

'শিশুকাল হইতে বন্ধুর সহিতে পরাণে পরাণে লেহা।
না জানি কি লাগি কো বিহি গড়িল ভিন-ভিন করি দেহা॥'

(জ্ঞানদাস)

৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হতাশের আক্ষেপ' আধুনিক বাঙ্গালা কবিতায় এই শ্রেণীর প্রণয়কাহিনীর করুণতম বিকাশ।

৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'সবিতা-সুদর্শনে' কচ ও দেবযানীর ন্যায় শিষ্য ও গুরুকন্যার সাহচর্য্যে প্রণয়ের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। (সুদর্শন ছদ্মবেশী ফৈজী।) বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশ-নন্দিনী'তে বীরেন্দ্রসিংহ ও বিমলার ব্যাপারও এই শ্রেণীর, তবে যৌবনের সাহচর্য্য, বাল্যের নহে।

বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলিতে ইহার কয়েকটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। তন্মধ্যে প্রতাপ-শৈবলিনীর 'বাল্যের প্রণয়' সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও প্রাণস্পর্শী। 'উপক্রমণিকা'র প্রথম পরিচ্ছেদে বাল্য-সাহচর্য্যের যে চিত্র আছে তাহা অতুলনীয়। আমরা পাঠক-মহাশয়কে সমগ্র পরিচ্ছেদটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বাস্তবিকই ইহারা 'এক বোঁটায় দুইটি ফুল। [চন্দ্রশেখর, ষষ্ঠ খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।] আবার 'যুগলাঙ্গুরীয়ে' পুরন্দর-হিরণ্ময়ীর প্রণয় ও 'আনন্দমঠে' জীবানন্দ-শান্তির প্রণয় এই শ্রেণীর। 'হিরণ্ময়ী যখন চারি বৎসরের বালিকা, তখন এই যুবার বয়ঃক্রম আট বৎসর।—প্রতিবাসী, এজন্য উভয়ে একত্র বাল্যক্রীড়া করিতেন। হয় শচীসুতের গৃহে, নয় ধনদাসের গৃহে একত্র সহবাস করিতেন। এক্ষণে যুবতীর বয়স ষোড়শ, যুবার বয়স বিংশতি বৎসর, তথাপি

উভয়ের সেই বালসখিত্ব সম্বন্ধই আছে।' ['যুগলাঙ্গুরীয়', প্রথম পরিচ্ছেদ।] জীবানন্দ-শান্তির বেলায় কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলা নাই, 'আনন্দমঠে'র ২য় খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদ হইতে অনুমেয়। রাধারাণীরও বাল্যের প্রণয়, তবে ইহা সাহচর্য্যবশতঃ নহে, প্রথমদর্শন-জনিত এবং বিপদ্‌উদ্ধারও আছে।

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র আখ্যানযুগলে ('সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয়-বিনিময়') সাহচর্য্যে প্রণয়-সঞ্চার, তবে যুবক-যুবতীর ঘন ঘন দেখাশুনায়, বাল্যাবধি সাহচর্য্যে নহে। 'প্রধান মন্ত্রীকে সর্ব্বদাই রাজবাটীর অভ্যন্তরে গমন করিতে হইত। সেই সকল সময়ে রাজকন্যার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ কথোপকথন হইত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের উভয়েরই মানসে প্রণয়ের সঞ্চার হইয়া উঠিল এবং দিন দিন উভয়েই উভয়ের গুণ পরিচিত হইয়া পরস্পর অধিকতর নৈকট্য বাসনা করিতে লাগিলেন।' ['সফল স্বপ্ন,' তৃতীয় অধ্যায়।] (বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে উদ্ধৃত হরদেব ঘোষালের পত্রাংশ তুলনীয়।) 'রোসিনারা সেইস্থানে কিছুকাল বাস করিতে করিতে ক্রমে শিবজীর যত্নে এবং মাধুর্য্যভাবে বশীভূতা হইলেন।' ['অঙ্গুরীয়-বিনিময়,' দ্বিতীয় অধ্যায়।] তবে এক্ষেত্রে পরে রোসিনারা আহত শিবজীর শুশ্রূষা করাতে প্রণয় আরও দৃঢ় হইয়াছিল। 'রোসিনারা তৎপ্রতি নিরন্তর সমবেদনা খ্যাপন করত তাঁহার

সহিত মিলিতমন এবং বদ্ধপ্রণয় হইলেন'। (২য় অধ্যায়।) একথা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে (৬৬ পৃঃ) বলিয়াছি।

৺দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী'তে আবাল্য-প্রণয়ের একটি উজ্জ্বল চিত্র আছে। লীলাবতীর কবিতাটি (২য় অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক) পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।—

'সাত বৎসরের কালে।
লীলার লোচন-পথে ললিতমোহন।
সুন্দর সুধীর শিশু সুশীলতাময়।
নবম বরষে আসি হলেন পথিক।
তদবধি কত ভাল বেসেছি ললিতে।
বলিতে পারিনে সই, বাসুকির মুখে।' ইত্যাদি—

৺তারকনাথ গাঙ্গুলির 'স্বর্ণলতা'য় 'গোপালদাদা' ও স্বর্ণলতার প্রণয়ও এইভাবে জন্মিয়াছিল, তবে এক্ষেত্রে শৈশব হইতে একত্রবাস নহে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অশ্রুমতী নাটকে' পৃথ্বিরাজ ও মলিনার, ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হিরণ্ময়ী' ও 'কিরণময়ী' আখ্যায়িকাদ্বয়ে উভয় ভগিনীর ও তাহাদের পিতৃগৃহে আশ্রয়প্রাপ্ত ধীরেন্দ্রের, ৺উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী,' ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকদ্বয়ের নায়ক-নায়িকার প্রণয়, ইত্যাদি বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

৺রমেশচন্দ্র দত্তের আখ্যায়িকাবলিতে ইহার অনেকগুলি

দৃষ্টান্ত আছে। 'মাধবীকঙ্কণে' শ্রীশচন্দ্র, নরেন্দ্রনাথ ও হেমলতার বাল্যলীলা স্পষ্টতঃ টেনিসনের Enoch Ardenএ ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখরে' অঙ্কিত চিত্রের অনুকরণ হইলেও, অতি সুন্দর হইয়াছে (১ম পরিচ্ছেদ)। ইহা আবাল্য প্রণয়ের একটি উজ্জ্বল ও মনোরম চিত্র। নরেন্দ্রনাথ ও হেমলতার বাল্যপ্রণয় কতদূর শিকড় গাড়িয়াছিল, উপহারীকৃত মাধবীকঙ্কণ শুকাইলেও এই প্রণয়তরু কেমন চিরহরিৎ ছিল, তাহা সমগ্র আখ্যায়িকাটি পাঠ করিলে হৃদয়ঙ্গম হয়।

আবার 'বঙ্গবিজেতা'য় ইন্দ্রনাথ ও সরলার প্রণয় এই শ্রেণীর। গ্রন্থকার ইন্দ্রনাথের (সুরেন্দ্রনাথ) প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'ইচ্ছামতী-তীরে কতবার তিনি বালিকাকে খেলা দিয়াছেন, কতবার তাহাকে গল্প বলিয়াছেন,—এইরূপে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত ইন্দ্রনাথ ও সরলার মধ্যে সোদর-সোদরার প্রেম জন্মিয়াছিল। তাহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ভাব অন্তরে উদয় হইয়াছে, তাহা অদ্যকার এই পূর্ণিমা-রজনীর পূর্ব্বে কেহই জানিতে পারে নাই।' (৫ম পরিচ্ছেদ।) আবার গ্রন্থকার সরলার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'বাল্যকালে ইচ্ছামতী-তীরে যাহার পার্শ্বে বসিয়া গল্প শুনিত, গল্প শুনিত আর একদৃষ্টে সেই মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত; যৌবনের প্রারম্ভে যে প্রেমময় মুখখানির কথা সদাই ভাবিত, ভাবিত আবার সেই মুখখানি দেখিয়া হৃদয় শীতল করিত' ইত্যাদি (৩১শ

পরিচ্ছেদ)। বাল্যকালে ক্রীড়াচ্ছলে সরলা 'একটি পুষ্পমাল্য লইয়া সুরেন্দ্রনাথের গলে পরাইয়া দিল' তাহা দেখিয়া উভয়ের পিতা উভয়কে পরিণয়-পাশে বদ্ধ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন, গ্রন্থকার (১৯শ পরিচ্ছেদে) ইহাও বলিয়াছেন।

আবার 'সংসারে' শরৎ ও সুধার প্রণয়-সঞ্চার এই ভাবেই হইয়াছিল। সুধা বাল্যকালের কথা বলিতেছেন, 'শরৎবাবু আমাকে কোলে করে পেয়ারা পেড়ে খাওয়াতেন' (৭ম পরিচ্ছেদ), 'ছেলে-বেলায় তোমাদের বাড়ীতে আসিতাম, তখন এই পেয়ারা গাছের পেয়ারা তুমি আমাকে পাড়িয়া দিতে, তাই মনে করিতেছিলাম'; শরৎ উত্তরে হাস্য করিয়া বলিলেন, 'সেই আমাদের প্রথম প্রণয় এখনও ভুলিতে পার নাই?' (৩০শ পরিচ্ছেদ)। আবার যৌবনোদয়ে বালবিধবা সুধা বলিতেছেন, 'শরৎবাবু রোজ সন্ধ্যার সময় ত আমাদের বাড়ীতে আসেন, কত গল্প করেন—সে গল্প শুন্‌তে আমার বড় ভাল লাগে।' (১১শ পরিচ্ছেদ)। আর একস্থানে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, 'বালিকা সুধা নিদ্রা ভুলিয়া যাইত, একাগ্র-চিত্তে সেই যুবকের দীপ্ত মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া থাকিত ও তাহার অমৃত ভাষা শ্রবণ করিত। শরতের তেজঃপূর্ণ গল্পগুলি শুনিয়া বালিকার হৃদয় হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ হইত, শরতের দুঃখ-কাহিনী শুনিয়া বালিকার চক্ষু জলে ছল্ ছল্ করিত।' (১২শ পরিচ্ছেদ।) এ যেন ওথেলো-ডেস্‌ডেমোনার বাঙ্গালী গার্হস্থ্য

সংস্করণ! এই বাল্যপ্রণয়, সুধার কঠিন রোগের সময় শরতের অক্লান্ত শুশ্রূষায়, উভয়ের হৃদয়ে প্রবল ভাব ধারণ করিয়াছিল, সে কথা দ্বিতীয় প্রকারের প্রণয়-সঞ্চারের আলোচনা-কালে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে (৬৭ পৃঃ) বলিয়াছি।

আজকালকার বাঙ্গালা সাহিত্যে ছোট বড় মাঝারী গল্পে ও কবিতায় ইহার বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি। শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'বাগ্‌দত্তা'য় সত্য ও গৌরী, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবদাসে' দেবদাস ও পার্ব্বতী, 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী'তে শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী, 'স্বামী'তে যুবা নরেন ও সৌদামিনী, 'পরিণীতা'য় যুবা শেখরনাথ ও ললিতা (শিক্ষক ও ছাত্রী), 'পল্লীসমাজে' রমেশ ও রমা, শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর 'বিধিলিপি'তে মহেন্দ্র ও কাত্যায়নী, শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবীর গুচ্ছে 'পথহারা' গল্পের মণিলাল ও সুরমা,—সবগুলিই সাহচর্য্যে প্রণয়ের দৃষ্টান্ত। 'অরক্ষণীয়া'য় যুবা অতুল ও জ্ঞানদার বেলায় সাহচর্য্যও আছে, রোগে সেবাও আছে। (৬৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) ইহার মধ্যে সত্য ও গৌরী এবং দেবদাস ও পার্ব্বতীর বাল্য-সাহচর্য্যের চিত্র অতি উজ্জ্বল ও মনোরম। সম্প্রতি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত (বৈশাখ ১৩২৬) 'রেণু' কবিতায় ও 'ভারতী'তে প্রকাশিত (চৈত্র ১৩২৬) 'ভ্রষ্ট-কুসুম' গল্পে বাল্যপ্রণয়ের দুইটি করুণ কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কারণ-সঙ্কর

এই ধারাবাহিক প্রবন্ধাবলিতে বুঝাইয়াছি যে প্রণয়-সঞ্চারের মোটামুটি তিন প্রকার প্রণালী আছে, যথা (১) শ্রবণাৎ বা দর্শনাৎ, (২) বিপদ্‌উদ্ধার বা রোগে সেবা, (৩) বহুদিনের সাহচর্য্য। 'দর্শনাৎ' আবার চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা 'ইন্দ্রজালে চ চিত্রে চ সাক্ষাৎ স্বপ্নে চ দর্শনম্।' কিন্তু প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে সকল সময় এই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয় না। অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রে এই সকল প্রণালীর দুই, তিন বা ততোধিকেরও একত্র মিশ্রণ হয়; ইহাকেই কারণ-সঙ্কর বলিতেছি। যেমন জ্বরের নিদান-নির্ণয়ে দেখা যায় যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে typhoid ও malariaর সঙ্কর typho-malaria সংঘটিত, কোনও কোনও ক্ষেত্রে pleurisy ও pneumoniaর সঙ্কর, বা bronchitis ও pneumoniaর সঙ্কর, অথবা বৈদ্যক-শাস্ত্রে কোথাও বা বাতশ্লেষ্মা-বিকার, কোথাও বা ত্রিদোষজ, সেইরূপ প্রেমজ্বরের নিদান-নির্ণয়েও কোথাও 'শ্রবণাৎ' 'দর্শনাৎ' উভয়ের সঙ্কর, কোথাও 'দর্শনাৎ' শ্রেণীর 'স্বপ্নে' 'চিত্রে' উভয়ের সঙ্কর,

কোথাও বিপদ্‌উদ্ধার ও রোগে সেবা উভয়ের সঙ্কর, কোথাও নিরন্তর সাহচর্য্য ও রোগে সেবা উভয়ের সঙ্কর ইত্যাদি। প্রবন্ধের স্থানে স্থানে এরূপ মিশ্র-ধরণের (mixed type) দৃষ্টান্ত দিয়াছি। আবার সেগুলির পুনরুল্লেখ করিয়া তত্ত্বটী পরিস্ফুট করিতেছি।

শ্রীরাধার বেলায় দেখিয়াছি, (১৯ পৃঃ) প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের নামশ্রবণ, পরে বংশীধ্বনি-শ্রবণ, পরে পটে দর্শন, পরে সাক্ষাদ্ দর্শন, এতগুলির (cumulative effect) সমবায়-গত শক্তি অমোঘ হইয়াছিল। বিদ্যা ও সুন্দরের রূপগুণ-বর্ণনা-শ্রবণ ও পরে সাক্ষাদ্-দর্শন; 'রাজসিংহে' চঞ্চলকুমারীর আগে রাজসিংহের বীরত্বকাহিনী-শ্রবণ (অনুমেয়), পরে পটে দর্শন; 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা'য় স্বপ্নে, চিত্রে ও দারুময়ী মূর্ত্তিতে এবং সাক্ষাদ্দর্শন; 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' ও 'রত্নাবলি'তে আগে চিত্রে, পরে সাক্ষাদ্দর্শন। শেক্‌স্‌পীয়ারের রোজ্যালিণ্ডের হৃদয়ে অর্ল্যাণ্ডোকে বিপন্ন মনে করিয়া তাহার প্রতি করুণা, তাহার বীরত্ব-দর্শনে শ্রদ্ধা এবং সাক্ষাদ্দর্শনে প্রণয়, তিনেরই প্রায় সমকালে উদ্ভব হইয়াছে। মিরাণ্ডার হৃদয়েও করুণা ও প্রণয়ের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। ৺রমেশচন্দ্রের 'বঙ্গবিজেতা'য় বিমলার বেলায় সাক্ষাদ্দর্শন, পরে ইন্দ্রনাথের বিপদ্‌উদ্ধার ও শুশ্রূষা, পরে আবার বন্দী ইন্দ্রনাথের সেবা ও কৌশলে তাঁহাকে মুক্তিদান—একেবারে ত্রিদোষজ। মৃণালিনীর বেলায় বিপদ্‌উদ্ধার ও শুশ্রূষা এবং তিন দিনের সাহচর্য্য; অমরনাথের বেলায়

অমরনাথ কর্তৃক রজনীর বিপদ্‌উদ্ধার ও (অনুমান হয়) রজনী কর্তৃক অমরনাথের শুশ্রূষা; নবকুমারের বেলায় প্রথম-দর্শন ও পুনঃ পুনঃ কপালকুণ্ডলা কর্তৃক বিপদ্‌উদ্ধার। রোহিণী ও গোবিন্দলালের বেলায় নানা কারণের সমবায় পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। রিবেকার বেলায় পিতার বিপদ্‌উদ্ধারের জন্য নায়কের প্রতি কৃতজ্ঞতা, পরে তাঁহার বীরত্ব-দর্শনে শ্রদ্ধা, পরে তাঁহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা। ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয়-বিনিময়ে' সাহচর্য্য ও শুশ্রূষা উভয়ই বর্ত্তমান; ৺রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসারে' শরৎবাবু ও সুধার বেলায়ও তদ্রূপ। শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর 'দিদি'তে অমর ও চারুর বেলায় প্রথম-দর্শন, রোগে সেবা, সাহচর্য্য (চারুর মাতার বাগ্‌দান) সব রকমই আছে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অরক্ষণীয়া'য় বালিকা জ্ঞানদা অতুলকে প্রাণপণে রোগে সেবা করিয়াছিল। অতুল 'সাংঘাতিক রোগে যখন মরণাপন্ন, তখন এই মুখখানাকেই সে ভাল বাসিয়াছিল।' কিন্তু বালিকা জ্ঞানদার হৃদয়ে বোধ হয় পূর্ব্ব হইতেই সাহচর্য্যে প্রণয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, তাই সে 'যমের সঙ্গে দিবারাত্রি লড়াই কোরে, তাকে ফিরিয়ে এনেছি'ল।

উপসংহার

বাল্য-প্রণয়ের সম্ভাব্যতা-বিচার

তৃতীয় পরিচ্ছেদে আলোচিত তৃতীয় প্রকারের প্রণয়-সঞ্চারের, অর্থাৎ বাল্যকাল হইতে নিরন্তর সাহচর্য্যে প্রণয়-সঞ্চারের প্রসঙ্গে কেহ কেহ একটা বিষম আপত্তি উত্থাপন করেন। তাঁহারা বলেন, প্রণয় যৌবনের ধর্ম্ম; বালক-বালিকার পরস্পরের প্রতি স্নেহ-মমতা, একটা ভালবাসার টান, একটা মধুর আকর্ষণ, জন্মিতে পারে, কিন্তু প্রণয় বলিতে আমরা যে তীব্র অনুভূতির কথা বুঝি, তাহা বাল্যে জন্মিতে পারে না; বাল্যের ভালবাসা বড় মধুর, বড় কোমল, বড় স্নিগ্ধ, ইহাতে উগ্রতা উদ্দামতা তীব্রতা নাই। সুতরাং যে সকল কবি বালক-বালিকার হৃদয়ে প্রণয়-সঞ্চারের আখ্যান রচনা করেন, তাঁহারা অস্বাভাবিক, অসম্ভব, অযৌক্তিক কথা লেখেন। এই শ্রেণীর আখ্যান অসম্ভব বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবার যোগ্য, অথবা প্রকৃত হইলে এরূপ বালক-বালিকাকে অস্বাভাবিক ও অকালপক্ক বলিতে হইবে। একটি ছোট গল্পের নায়ক টিট্‌কারী দিয়াছেন, "বালিকার প্রেম, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর মেয়ের পূর্ব্বরাগ, ও সব বঙ্কিম বাবুর গাঁজাখুরি।" (৩৫)

(৩৫) কোনও কোনও লেখক জিনিশটাকে উপহাসাস্পদ করিবার জন্য স্কুলের পড়ুয়া বা কালেজী যুবককে বালিকার প্রণয়প্রার্থী করিয়াছেন।

জানি না, ইহা খোদ গল্পলেখকেরও মত কি না। বঙ্কিমচন্দ্রও দুইটি স্থলে যেন এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। 'রাধারাণী'র প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, 'এগার বৎসরের বালিকার উপর এত অনুরাগ?' ['রাধারাণী' ৭ম পরিচ্ছেদ।] আবার প্রতাপ-শৈবলিনীর বেলায় বলিয়াছেন, 'প্রণয় বলিতে হয়, বল, না বলিতে হয়, না বল। ষোল বৎসরের নায়ক, আট বৎসরের নায়িকা।' ['চন্দ্রশেখর', উপক্রমণিকা ২য় পরিচ্ছেদ]।

কিন্তু পরবর্ত্তী বাক্যেই তিনি বলিয়াছেন, 'বালকের ন্যায় কেহ ভালবাসিতে জানে না।' যাহা হউক, বঙ্কিমচন্দ্র যে কয়টি স্থলে বাল্যের প্রণয়ের বর্ণনা করিয়াছেন, সে কয়টি স্থলেই যৌবনারম্ভে প্রণয়ের উদ্দামতা বর্ণনা করিয়াছেন, তৎপূর্ব্বে নহে। যথা, 'যুগলাঙ্গুরীয়ে' আবাল্য সংসর্গে কিরূপে পুরন্দর-হিরণ্ময়ীর ভালবাসা জন্মিল অল্প কথায় তাহার উল্লেখ করিয়া, তিনি যখন প্রণয়িযুগলের গোপনে সাক্ষাৎকারের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তখন তাহারা বালক-বালিকা নহে, 'যুবতীর বয়স ষোড়শ, যুবার বয়স বিংশতি বৎসর।' আবার 'রাধারাণী'তে বঙ্কিমচন্দ্র যখন রাধারাণীর প্রণয়ের কথা (বসন্তকুমারী ও তাহার পিতা কামাখ্যা-

---

বালিকা কিন্তু একেবারে 'ও রস বঞ্চিত'। রবীন্দ্রনাথের 'নব-বঙ্গ-দম্পতির প্রেমালাপ' কবিতায় ইহার চূড়ান্ত। তবে এ ক্ষেত্রে বালিকা যুবকের নববধূ, কুমারী প্রতিবেশি-কন্যা নহে।

বাবুর কথোপকথনে) অবতারণা করিয়াছেন, তখন রাধারাণী 'পরম সুন্দরী ষোড়শবর্ষীয়া কুমারী।' তবে রাধারাণী এগার বৎসর বয়স হইতেই 'রুক্মিণীকুমারের একটি মানসিক প্রতিমা গড়িয়া, আপনার মনে তাহা স্থাপিত করিয়াছে।' প্রতাপ-শৈবলিনীর বাল্যের প্রণয়ের চিত্র (উপক্রমণিকার ১ম পরিচ্ছেদে) অতি উজ্জ্বল ও মনোরম, কিন্তু তাহারা যখন নিরাশ-প্রণয়ে গঙ্গায় ডুবিতে চাহিল, তখন তাহারা বালক-বালিকা নহে, শৈবলিনীর 'সৌন্দর্য্যের ষোল কলা পূরিতে লাগিল', তাহার 'জ্ঞান জন্মিতে লাগিল', অর্থাৎ যৌবনারম্ভ হইল। [উপক্রমণিকা ২য় পরিচ্ছেদ।] আর আসল 'আখ্যায়িকা আরম্ভ' শৈবলিনীর 'বিবাহের আট বৎসর পরে', তখন সে পূর্ণ যুবতী। জীবানন্দ-শান্তির যখন যৌবনকাল, তখন পুষ্পধন্বা 'হঠাৎ দুইটা ফুলবাণ অপব্যয় করিলেন। একটা আসিয়া জীবানন্দের হৃদয় ভেদ করিল, আর একটা আসিয়া শান্তির বুকে পড়িয়া প্রথম শান্তিকে জানাইল' ইত্যাদি। ['আনন্দমঠ', ২য় খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ]।

যে সকল আখ্যায়িকা-কার বাল্যের প্রণয়ের সম্ভাব্যতা স্বীকার করেন না, তাঁহারা স্বপ্রণীত আখ্যায়িকায়, বাল্যের স্নেহ-মমতা কিরূপে যৌবনাগমে প্রণয়ে পরিণত হয়, তরল স্নেহ কিরূপে গাঢ় প্রণয়ে রূপান্তরিত হয়, তাহার একটা বিবরণ দিয়া ব্যাপারটা সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছেন। ৺তারকনাথ গাঙ্গুলির 'স্বর্ণলতা'য়

এই (transmutation) পরিবর্ত্তন সুন্দর-রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ৩২শ পরিচ্ছেদে দেখা যায়—'স্বর্ণলতা গোপালকে "গোপাল দাদা" বলিয়া ডাকেন। গোপাল দাদা না পড়াইলে স্বর্ণলতার পড়া হয় না। কোন বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইলে গোপাল দাদার কাছে যান। গোপাল যেন যথার্থ স্বর্ণের সহোদর।...স্বর্ণ গোপালের হস্ত ধরিয়া টানিলেন, গোপাল হাসিতে হাসিতে স্বর্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।' বুঝা গেল, এখনও স্বর্ণের মনে লজ্জা-সঙ্কোচ কিছু নাই, স্বর্ণ গোপালকে ভগিনীর মত ভালবাসে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে পরিবর্ত্তনের সূচনা হইতেছে। 'স্বর্ণের চক্ষু পুস্তকে নাই। তিনি একদৃষ্টে গোপালের মুখপানে চাহিয়া আছেন।' যাহা হউক, তখন পর্য্যন্ত নিঃসঙ্কোচে স্নেহময়ী ভগিনীর মত স্বর্ণ গোপালের বাড়ীর কথা, মা-বাপের কথা ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। ছেলেমানুষি ভাব পূরামাত্রায় বিদ্যমান। পর-পরিচ্ছেদে কিন্তু 'নূতন নূতন ভাব' স্বর্ণলতার হৃদয়ে জন্মিল, 'এই অবধি স্বর্ণলতার সহিত গোপালের এক গোপনীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইল।...যে দিবস গোপাল ও স্বর্ণলতার পূর্ব্ব-প্রকাশিত কথোপকথন হইয়া যায়, সেই অবধি স্বর্ণলতারও অন্তরে এক অভূত-পূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। সে কোন্ ভাব? স্বর্ণলতা বলিতে পারে না সে কোন্ ভাব। গোপালকে দেখিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু আর গোপালের কাছে যাইতে পারেন না। আর পূর্ব্বের মতন তাঁহার

হাত ধরিয়া টানিয়া আনিবার ক্ষমতা হয় না।...স্বর্ণলতা যেন হঠাৎ বালিকাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনে অধিরূঢ়া হইলেন।' ইহাই মহাজন-পদাবলীর বয়ঃসন্ধিকালোচিত পরিবর্ত্তন। প্রেমের প্রভাবে এরূপ পরিবর্ত্তন বঙ্কিমচন্দ্রের তিলোত্তমা ও শেক্‌স্‌পীয়ারের জুলিয়েটের বেলায়ও দেখা যায়। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবদাসে' (৫ম পরিচ্ছেদে) বয়ঃসন্ধিকালে পার্ব্বতীর হৃদয়েও এই পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। ইহাকেই বিখ্যাত সমালোচক কোল্‌রিজ বলেন, 'long and deep affections suddenly, in one moment, flash-transmuted into love.' আবার ৩৪শ পরিচ্ছেদে গোপালের শ্রীঅঙ্গ যে চাদরে শোভা করিয়াছিল সেখানি লইয়া স্বর্ণলতা গায়ে দিলেন, (৩৬) বুঝা গেল প্রেমোন্মাদ ঘটিয়াছে।

৺দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী'তে ঠিক এই ভাবে পরিবর্ত্তনের ইতিহাস না থাকিলেও অনুমান করা যায়। ৺রমেশচন্দ্র দত্তের 'বঙ্গবিজেতা'য় ঠিক এইভাবে পরিবর্ত্তনের আভাস আছে, 'সংসারে'

---

(৩৬) "তারকবাবু বলিতেন, স্বর্ণলতার ৩৩।৩৪ পরিচ্ছেদে বর্ণিত 'নূতন নূতন ভাব' ও স্বর্ণলতা কর্ত্তৃক গোপালের চাদরখানি গায়ে দেওয়া প্রভৃতির বর্ণনায় তিনি যে যৎসামান্য নায়িকার পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিয়াছেন, অনূঢ়া বঙ্গকুমারীর পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।" (মানসী ও মর্ম্মবাণী, ভাদ্র ১৩২৪)।

বিস্তারিত ইতিহাস আছে। যথা, বঙ্গবিজেতায় 'সরলা আর বালিকা নাই, তাহার হৃদয়-কোরকে প্রণয়কীট প্রবেশ করিয়াছে।' (১৬শ পরিচ্ছেদ।) তৃতীয় পরিচ্ছেদে (৮৪ পৃঃ) উদ্ধৃত প্রথম ও দ্বিতীয় অংশও ইহার প্রমাণ। 'সংসারে' দেখা যায় বাল্যে সাহচর্য্যের পরে নয় বৎসর শরৎ ও সুধার দেখাশুনা ছিল না, যখন দেখা হইল তখন শরৎ যুবা, সুধা ত্রয়োদশবর্ষীয়া ও বিধবা। (৭ম পরিচ্ছেদ।) এক্ষণে যৌবনে নূতন করিয়া সাহচর্য্য আরম্ভ হইল। 'শরৎবাবু রোজ সন্ধ্যার সময় কত গল্প করেন,' 'সুধার সে গল্প শুন্‌তে বড় ভাল লাগে।' (১১শ পরিচ্ছেদ।) তাহার পর, সুধার কঠিন পীড়ায় শরতের অক্লান্ত শুশ্রূষা। (১৪শ পরিচ্ছেদ।) আরোগ্যের পরও সুধা অনেকদিন বল পায় নাই, 'ছাদে গিয়া শরৎ অনেকক্ষণ অবধি সুধাকে অনেক গল্প শুনাইতেন।...সুধাও একাগ্রচিত্তে সেই মধুর কথাগুলি শুনিত, শরতের প্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। রোগে বা শোকে যখন আমাদিগের শরীর দুর্ব্বল হয়, অন্তঃকরণ ক্ষীণ হয়, তখনই আমরা প্রকৃত বন্ধুর দয়া ও স্নেহের সম্পূর্ণ মহিমা অনুভব করিতে পারি।... সেই স্নেহে আমাদিগের হৃদয় সিক্ত হয়, কেননা হৃদয় তখন দুর্ব্বল, স্নেহের বারি প্রত্যাশা করে। লতা যেরূপ সবল বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে বৃদ্ধি ও স্ফূর্ত্তিলাভ করে, সুধা শরতের অমৃতবর্ষণে সেইরূপ শান্তি লাভ করিত।...যত্নের

সহিত শরতেরও স্নেহ বাড়িতে লাগিল।' (১৫শ পরিচ্ছেদ।) পরে শরতের আত্মকাহিনী, যেদিন সুধাকে তালপুকুরে দেখলেম সেইদিন আমার মন বিচলিত হল।...ত্রয়োদশ বৎসরের বালিকাকে দেখে আমি হৃদয়ে অননুভূত ভাব অনুভব করলেম।' তাহার পর, সাহচর্য্যে ও শুশ্রূষায় তাহা কিরূপে বর্দ্ধিত হইল, শরৎ সে কথা বুঝাইয়াছেন। (২০শ পরিচ্ছেদ।) আর সুধার মনোভাব ২৩শ ও ২৪শ পরিচ্ছেদে সবিস্তারে বর্ণিত। বাহুল্যভয়ে আর উদ্ধৃত করিলাম না। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পার্ব্বতী, ললিতা, সৌদামিনী প্রভৃতির বেলায়ও এই বয়ঃসন্ধিকালোচিত প্রণয়ের গাঢ়তার আভাস পাওয়া যায়।

কচ-দেবযানীর উপাখ্যান, ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের আখ্যান-দ্বয়, প্রভৃতি স্থলে সাহচর্য্যে প্রণয় হইলেও যুবক-যুবতীর ব্যাপার, সুতরাং পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট আপত্তি এ সকল স্থলে খাটে না।

কিন্তু এই আপত্তি সম্বন্ধে একটি কথা বলিবার আছে। সত্য-সত্যই কি বাল্যে প্রণয় অসম্ভব, অস্বাভাবিক ব্যাপার? বাল্যের ভালবাসায় তীব্রতা, উগ্রতা, উদ্দামতা থাকে না ইহা সত্য, কিন্তু ইহা তাই বলিয়া গভীর ও অকৃত্রিম নহে কি? যে সমাজে উভয়পক্ষের পূর্ণ যৌবনের পূর্ব্বে বিবাহ হয় না, সুতরাং আমাদের সমাজের মত বালক-বর ও বালিকা-বধূকে প্রণয়চর্চ্চার প্রয়াস করিতে হয় না, সে সমাজেও ত এরূপ বাল্যের প্রণয় বিরল নহে। সাহিত্যের

চিত্র হইলে না হয় কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যাইত, কিন্তু বাস্তবজীবনেও যে ইহা প্রত্যক্ষ ঘটনা তাহার (record) দলিল আছে। বিখ্যাত ইতালীয় কবি দান্তে (Dante) নবমবর্ষ বয়সে সমবয়স্কা Beatriceকে দেখিয়াছিলেন এবং সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহাকে ভাল বাসিয়াছিলেন, ষোল বৎসর পরে Beatriceএর মৃত্যু হইলেও এই ভালবাসা দান্তের হৃদয় হইতে বিলীন হয় নাই, ইহা চিরজাগরূক ছিল—তিনি নিজে এসব কথা বলিয়া গিয়াছেন। রূসোর আত্মজীবনেও বাল্যে প্রণয়ের কথা আছে। প্রেমিক-প্রবর বায়রন্ আট বৎসর বয়সে প্রথমে প্রেমে পড়েন, আবার ১৫ বৎসর বয়সে আর একটি প্রতিবেশিনী বালিকার প্রেমে পড়েন। Leigh Huntএর আত্মজীবনেও এরূপ দুইটি ব্যাপার দেখা যায়।

ইহাকে ইংরেজীতে calf-love অর্থাৎ বাছুর অবস্থায় (!) ভালবাসা বলে। ইউরোপের নভেল-নাটকেও এই সব সত্য ঘটনার আদর্শে বালকের হৃদয়ে প্রণয়-সঞ্চারের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ইংরেজী সাহিত্যে ডিস্‌রেলির 'Contarini Fleming' নামক নভেলে ইহার চূড়ান্ত নমুনা আছে। আট বৎসর বয়স না হইতেই বালক নায়ক নিজের অপেক্ষা আট বৎসরের বড় যৌবনোন্মুখী Christianaকে দেখিবামাত্র প্রেমে পড়িল! মেটারলিঙ্কের 'Monna Vana' নাটকে দ্বাদশ বৎসর বয়সের বালক আট-বৎসরের বালিকার প্রেমে পড়িয়াছিল, সারাজীবনে সে ভালবাসা

ভুলিতে পারে নাই। এই প্রেমের প্রভাবে পরিণত বয়সে উক্ত বালকের চরিত্রের অপূর্ব্ব বিকাশ নাটকের আখ্যান-বস্তু।

যে সমাজে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত নাই, সে সমাজেই যখন ইহা সম্ভবপর, তখন যে সমাজে ১২।১৩।১৪ বৎসর বয়সে নারী সন্তান-জননী হয়েন, সে সমাজে ৮।৯।১০ বৎসরের বালিকার হৃদয়ে ক্রীড়াসঙ্গীর প্রতি প্রণয়ের সঞ্চার হওয়া বিচিত্র কি? (৩৭) অকালপক্কতাই যে আমাদের সমাজে বালক-বালিকার পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা (normal condition) হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাল-বিধবার বয়োবৃদ্ধি-সহকারে স্বামিস্মৃতিতে তন্ময় হইয়া যাওয়ার কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারাও প্রকারান্তরে বাল্যের প্রণয়ের গুরুত্ব স্বীকার করেন না কি? এইভাবে দেখিলে শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর 'দিদি'তে ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া চারুর অমর অন্য বর স্থির করিলে 'আমি, আপনাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না, তা হলে আমি মরে যাব' এই উচ্ছ্বাস (৩য় পরিচ্ছেদ) ও সপত্নী-সত্ত্বেও অমরকে বিবাহ করিবার আকাঙ্ক্ষা, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবদাসে' (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) চতুর্দ্দশ-

---

(৩৭) এক সময়ে ইউরোপেও প্রায় এইরূপ অবস্থা ছিল। মিরান্ডা ও জুলিয়েট উভয় প্রেমিকারই বয়স চোদ্দ বছর পূর্ণ হয় নাই। জুলিয়েটের জননী ঠিক আমাদের দেশের ঘরণী-গৃহিণীদিগের মতই বলিয়াছেন, এ বয়সে কত মেয়ে সন্তানজননী হইয়াছে এবং তিনি নিজেও হইয়াছিলেন।

বর্ষীয়া পার্ব্বতীর উপযাচিকা হইয়া গভীর রাত্রে' দেবদাসের সহিত সাক্ষাৎকার ও 'পরিণীতা'য় ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া ললিতার মাল্যদান-ঘটিত কাণ্ড, 'অরক্ষণীয়া'য় ১২।১৩ বৎসরের মেয়ে জ্ঞানদার অতুলের পায়ের উপর মাথাকোটা, (৩৮) তাহার পায়ে একটু স্থান পাইবার জন্য আকুল প্রার্থনা,—এ সমস্ত নিতান্ত অস্বাভাবিক বলা চলে না।

শেষ কথা

এই তর্কের পরেও যদি বিজ্ঞমণ্ডলী 'Not proven' বলিয়া রায় দেন, তাহা হইলে আর একটা কথা বলিব, তাহা হইলে বোধ হয় সকল বিবাদ নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সংস্কৃত সাহিত্যে ও ইউরোপীয় সাহিত্যে যুবক-যুবতীর প্রণয়ের চিত্র আছে, কেননা ইউরোপীয় সমাজে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত, প্রাচীন ভারতেও তাহাই ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে কাব্য-নাটক-কারদিগের উভয়সঙ্কট। তাঁহারা যদি বাল্যে প্রণয়ের চিত্র অঙ্কিত করেন (বাল্যবিবাহের দেশে

---

(৩৮) প্রতিকূল সমালোচক হয় ত স্বর্ণ ঠাক্‌রুণের কথায় প্রতিধ্বনি তুলিবেন—'এক ফোঁটা মেয়ে,—এ কি ঘোর কলি!' অথবা শেখরনাথের সঙ্গে-সঙ্গে ভাবিবেন,—'সেদিনকার এক ফোঁটা ললিতা, এত কথা শিখিল কিরূপে?'

ইহা ছাড়া উপায় কি ?) তাহা হইলে বিজ্ঞমণ্ডলী 'স্বভাববিরুদ্ধ' বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিবেন। আবার যদি তাঁহারা অনূঢ় যুবক-যুবতীর প্রণয়ের চিত্র অঙ্কিত করেন, তাহা হইলে আবার বিজ্ঞমণ্ডলী 'সমাজবিরুদ্ধ' বলিয়া ধিক্কার দিবেন। 'মুখবন্ধে' বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র যে সকল স্থলে অনূঢ় যুবক-যুবতীর প্রণয়-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, যে সকল স্থলে যুবতীর অনূঢ়া থাকার সঙ্গত কারণ দেখাইয়া তবে এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। ফলতঃ হয় কুলীনকুমারী অনূঢ়া অবলা লইয়া নায়িকা সাজাইলে দোষ-স্খালন হয়, না হয় এখনকার বরপণের চাপে কন্যার বয়স বাড়িয়া যাইতেছে এই অছিলায় অনূঢ়া যুবতীকে নায়িকা করা চলে। কিন্তু এ সব স্থলেও রীতিমত প্রেমে পড়া, প্রণয়যাচ্ঞা, প্রণয়খ্যাপন (declaration of love) ইত্যাদি আমাদের সমাজবিরুদ্ধ। অনেকে আবার বালবিধবাকে যৌবনাগমে অতৃপ্তবাসনা প্রণয়াকুলা চিত্রিত করিয়া প্রণয়বতী যুবতী নায়িকার সাধ পূরান, তাহারও ইহাই অন্যতম কারণ। এইজন্যই অনেক আখ্যায়িকা-কার হিন্দুসমাজ ছাড়িয়া ব্রাহ্ম খ্রীষ্টান ইঙ্গবঙ্গ ও বষ্টম-বৈরাগী সমাজ হইতে নায়িকা বা প্রতিনায়িকা সংগ্রহ করিতেছেন; শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা', শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পণ্ডিত মশাই' 'দত্তা' ও 'গৃহদাহ,' শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'ধ্রুবতারা', শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখো-

পাধ্যায়ের 'সিন্দুর-কৌটা', শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'অশ্রু', শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর 'স্পর্শমণি', শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'জ্যোতিহারা', শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়ার 'নমিতা', শ্রীমতী সীতা ও শান্তা দেবীর 'উদ্যানলতা' প্রভৃতি ইহার উদাহরণ।

এই কারণেই আমার মনে হয়, যে সমাজে যুবক-যুবতীর পূর্ব্বরাগের অবসর নাই, অবসর ঘটিলেও কুলে-শীলে মিল না হইলে সে পূর্ব্বরাগ সমাজবিধ্বংসী এবং অভিভাবকদিগের কর্ত্তৃত্বে বাল্যবিবাহ সামাজিক ব্যবস্থা, সে সমাজে বালক-বালিকার সাহচর্য্যবশতঃ প্রণয়-সঞ্চার অনেকটা স্বাভাবিক ও শোভন। তবে এক্ষেত্রেও কুলে-শীলে মিল না হইলে ইহার ফল বিষময়। (৩৯) সেরূপ মিল হইলে ইহা সমাজ-স্থিতির অনুকূল এবং আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ উপযোগী। এই বুঝিয়াই আজকাল অনেক লেখক এইদিকে ঝুঁকিয়াছেন। আমার বিবেচনায় এই পথই আমাদের সমাজের কাব্য-নাটকে অবলম্বনীয়। অবশ্য দাম্পত্য-প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিলে কোন দিক্ হইতেই কিছু আপত্তি করিবার থাকে না। কিন্তু 'মুখবন্ধে'ই বলিয়াছি, কবিগণ চিরদিনই দাম্পত্য-প্রেম অপেক্ষা বিবাহের পূর্ব্বের প্রেমের অর্থাৎ পূর্ব্বরাগের বর্ণনায় পক্ষপাতী।

---

(৩৯) এই প্রসঙ্গে পাঠকবর্গকে 'পরিশিষ্টে' মুদ্রিত 'চক্ষুচিকিৎসা' প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

এতদূরে 'প্রেমের কথা'র এই সুদীর্ঘ আলোচনা শেষ হইল। হয়ত গম্ভীর-প্রকৃতি পাঠকগণ এই তরল বিষয়ের আলোচনার জন্য এত সময়-ব্যয়, মসী-ক্ষয় ও লেখনী-চালনা অধ্যাপনা-নিরত প্রবীণ লেখকের বিদ্যা-বুদ্ধি ও সময়ের অপব্যবহার বলিয়া টিটকারী দিবেন; কিন্তু যে লেখককে নিজ অবলম্বিত ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া নিরন্তর প্রণয়-কাহিনীময় নাটক-নভেলের পঠন-পাঠন করিতে হয়, তাঁহার পক্ষে এ বিষয়ের সূক্ষ্ম তত্ত্ব আলোচনা করা, ধারাবাহিকভাবে এ বিষয়ের বিচার করা, কি নিতান্ত অন্যায্য ও অকার্য্য? যাহা হউক, আত্মপক্ষসমর্থনের জন্য আর পুঁথি না বাড়াইয়া কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের দেবযানীর কথায় উপসংহার করি, 'হায়! বিদ্যাই দুর্লভ শুধু, প্রেম কি হেথায় এতই সুলভ'? (৪০)

---

(৪০) এই প্রবন্ধাবলি ১৩২৬ সালের 'ভারতবর্ষে' ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, মাঘ ও ফাল্গুন-সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

পরিশিষ্ট

চক্ষু-চিকিৎসা

প্রথমেই বলিয়া রাখি, ব্যাকরণ-বিভীষিকা-কার বলিয়া বর্ত্তমান লেখকের একটা সৎনামই হউক আর বদ্‌নামই হউক রটিয়াছে, সুতরাং সাহিত্যের বাঁধা-সড়কে চলিতে হইলেই তাঁহাকে ব্যাকরণ বাঁচাইয়া পদবিন্যাস করিতে হয়। কেননা সুযোগ পাইলেই অমনি শত্রুপক্ষ বিদ্রূপের সুরে বলিয়া উঠিবেন,—'আত্মচ্ছিদ্রং ন জানাসি পরচ্ছিদ্রানুসারি—"(শেষ অক্ষরটি চাপিয়া গেলাম, নতুবা লিঙ্গ-বিভ্রাট্ ঘটে)! কিন্তু তাঁহাদিগের টিট্‌কারীর ভয়ে 'সশঙ্কিত' হইয়াও প্রবন্ধের শিরোনামে 'চক্ষুশ্চিকিৎসা' লিখিতে পারিলাম না। ইহাতে যদি পূজ্যপাদ পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট্ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় স্বপ্রদত্ত 'বিদ্যারত্ন' উপাধি প্রত্যাহার করেন, তাহা হইলে নাচার! তবে এই ভরসা আছে যে, যাঁহার অষ্ট অঙ্গে উপাধির আভরণ, তিনি কি কথন নিষ্ঠুর হইয়া আমার সবে-ধন বেঙ্গের আধুলিটি কাড়িয়া লইতে পারেন? অতএব এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।

'শ্রবণাদ্ দর্শনাদ্ বাপি মিথঃ সংরূঢ়রাগয়োঃ।
দশাবিশেষো যোহপ্রাপ্তৌ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥"

ইত্যাকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া দর্পণকার খালাস। কিন্তু এই 'দর্পণ' যে পদ্মিনীর দর্পণের ন্যায় রূপোন্মাদ প্রেমোন্মাদ প্রভৃতির জন্য আমাদের সমাজের সর্ব্বনাশ ঘটাইবে, তাহা কি তিনি আঁচ করিতে পারিয়াছিলেন? বিশ্বনাথ-কবিরাজের ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়া কল্পনাকুশল কবিকুল এই শ্রবণ-দর্শন-জনিত পূর্ব্বরাগের (অথবা চিকিৎসা-শাস্ত্রের ভাষায় বলিতে গেলে, শ্রোত্রনেত্র-জাত হৃদ্‌রোগের!) বহু সরস কাহিনী কাব্যনাটকে প্রচার করিয়াছেন। অবশ্য নিদান-নির্ণয়ের পূর্ব্বেও সংসারে রোগ ছিল। সুতরাং কবিরাজ মহাশয়ের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই পূর্ব্বসূরিগণ এই প্রেমজ্বরের ভূরি ভূরি বিচিত্র বৃত্তান্ত কাব্যনাটকে বর্ণনা করিয়াছেন। কালিদাস-ভবভূতি, সুবন্ধু-বাণভট্ট প্রভৃতি এই রসে ওতপ্রোত। আর শুধু সংস্কৃত-সাহিত্য কেন, ইংরেজী বাঙ্গালা ফরাশী ফারশী প্রভৃতি সকল সাহিত্যই চারি চক্ষুর চোরা চাহনির জোরে ও জেরে চিত্তচুরির চমৎকারী চমকপ্রদ বিবরণে ভরপূর।

সংস্কৃত-সাহিত্যে দেখা যায়, তখনকার সমাজে স্বয়ংবরা হইবার প্রথা, গান্ধর্ব্ব-বিবাহ, অনুলোম প্রণালীতে নির্দ্দিষ্ট প্রকারের অসবর্ণ-বিবাহ প্রভৃতি প্রচলিত থাকাতে, নিরঙ্কুশাঃ শুধু কবয়ঃ কেন,

নিরঙ্কুশাঃ যুবতয়ঃ—এখনকার হিন্দুসমাজের তুলনায়। পরিণয়ের দরজা অনেকটা দরাজ থাকাতে, প্রেমের পন্থাঃ ততটা পিচ্ছিল ছিল না, প্রণয়-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা-সাধন ততটা বিঘ্নবহুল বাধাসঙ্কুল ছিল না। যে টুকু বাধাবিঘ্ন ছিল, তাহা কেবল পূর্ব্বরাগের পরিপাকের জন্য (বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'প্রেমের পাক বিচ্ছেদে'); দর্পণকার ব্যবস্থা দিয়াছেন, ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে (যেমন বিনা-লঙ্ঘনে জ্বরের পরিপাক হয় না)! দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে অভয় দিতেছেন,—

'গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন বহ্ব্যোঽথ মুনিকন্যকাঃ।
শ্রূয়ন্তে পরিণীতাস্তাঃ পিতৃভিশ্চানুমোদিতাঃ॥'

'মালতীমাধবে' কামন্দকী মালতীকে উৎসাহিত করিবার জন্য 'ইতরেতরানুরাগো হি দারকর্ম্মণি পরার্দ্ধং মঙ্গলম্' শুধু এই বুঝাইয়াই ক্ষান্ত নহেন, বাসবদত্তা পিতৃনির্ব্বাচিত বর প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বাভিলষিত বরকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এই দৃষ্টান্ত দ্বারা মালতীকে চৌরিকাবিবাহে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন। (অবশ্য কামন্দকী এই কার্য্যটী মালতীর পিতার সহিত পরামর্শ করিয়াই করিয়াছিলেন, কিন্তু মালতী ভিতরের কথা জানিত না)। তবে এখনকার তুলনায় তখনকার সমাজে যৌননির্ব্বাচন সম্বন্ধে অনেকটা উদারতা থাকিলেও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল না। সুতরাং

দুষ্মন্ত যদিও নিজেকে চান্‌কাইবার জন্য খুব জোর গলায় বলিয়াছেন,—

'অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা যদার্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ।
সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ॥'

তথাপি ইহাতে তাঁহার খট্‌কা মিটে নাই, মন শুদ্ধ হয় নাই, শকুন্তলার যুগলসখীকে জেরা করিয়া যখন তিনি শকুন্তলার জন্ম-রহস্য জানিলেন, তখন তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া সোয়াস্তির নিশ্বাস ছাড়িলেন,—

'ভব হৃদয় সাভিলাষং সম্প্রতি সন্দেহনির্ণয়ো জাতঃ।'

অতএব কালিদাস যে দুষ্মন্তকে নিজের ও শকুন্তলার জাতি বাঁচাইয়া প্রেমের মহাজনীতে লাভবান্ করিয়াছেন, তজ্জন্য কালিদাসকে বাহবা (credit) দিতে হয়।

কিন্তু এখনকার হিন্দুসমাজে গান্ধর্ব্ব-বিবাহের স্থান নাই (বৈষ্ণবদিগের কণ্ঠীবদল ইহার একমাত্র অনুকল্প!) তাই ভারত-চন্দ্র ইহার ভূর ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন,—

"গান্ধর্ব্ব-বিবাহ হৈল মনে আঁখিঠার॥"

বীর্য্যশুল্কা দ্রৌপদীর বেলায় বাঙ্গালী কবি কাশীরাম দাস ধৃষ্টদ্যুম্নের মুখ দিয়া হাঁকিয়া বলাইয়াছেন,—

'ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানাজাতি।
যে বিন্ধিবে লভে সেই কৃষ্ণা গুণবতী॥'

এ ক্ষেত্রেও ভারতচন্দ্র আধুনিক সমাজের তরফ হইতে ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে ইহার ভেংচান গায়িয়াছেন,—

'পণে জাতি কেবা চায়, পণে জাতি কেবা চায়,
প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে সেই লয়ে যায়।
দেখ পুরাণপ্রসঙ্গ দেখ পুরাণপ্রসঙ্গ
যথা যথা পণ তথা তথা এই রঙ্গ।'

তবে ভারতচন্দ্রের সময়ে কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি বীরের জননী বঙ্গভূমির ক্ষাত্র-যুগের অবসান হইয়াছিল, তাই তাঁহার কাব্যের নায়িকা বীর্য্যশুল্কা নহেন, শস্ত্রবিদ্যার পরিবর্ত্তে শাস্ত্র-বিদ্যার পরীক্ষায় প্রাপণীয়া।

সংস্কৃত-সাহিত্যে দেখা যায়, যুবতী কন্যা গান্ধর্ব্ববিধানে স্বেচ্ছানুরূপ বরের পরিণীতা হইলে অভিভাবক (অগত্যা?) সেটা মানিয়া লয়েন, এবং গান্ধর্ব্ববিবাহটাও এমন তড়িঘড়ি সম্পন্ন হইয়া যায় যে, অভিভাবক বিবাহের পূর্ব্বে বাধা দিবার কোন সুযোগ পান না। ('বিবাহ সম্পন্ন পরে সবার সম্মতি।'—শ্রীমদ্‌ভাগবত-সার।) তবে কন্যা সব সময়েই জাতিবিচার করিয়া প্রেমাস্পদ নির্ব্বাচন করেন, একথা স্বীকার করিতে হইবে। আবার অনেক সময়ে, কন্যার পূর্ব্বরাগের পাত্র অভিভাবকেরও অভিপ্রেত বর, এরূপও দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, বিলাতী-সমাজে জাতিভেদের কড়াকড় নাই বলিয়া আমাদের সমাজ-সংস্কারকগণ তারস্বরে

ঘোষণা করিলেও, বিলাতী সাহিত্যে আভিজাত্য-গর্ব্বিত অভিভাবকের প্রদত্ত প্রবল বাধায় নায়ক-নায়িকার প্রেমসাগরে তুফান উঠিয়া তাঁহাদিগের ভগ্নহৃদয়ের ভরাডুবি হয়, এবং কাব্যখানি নিদারুণ ট্র্যাজেডিতে পরিণত হয়, এরূপ দৃষ্টান্তের বাহুল্য দেখা যায়। শ্রেষ্ঠ ইংরেজকবি বড় দুঃখেই বলিয়াছেন,—

'Ay me : for aught that I could ever read,
Could ever hear by tale or history,
The course of true love never did run smooth ;*
But either it was different in blood—'

যাহা হউক, বিলাতী সমাজ ও সাহিত্যের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ নাই (যদিও অধুনা তাহার অনুকরণ ও অনুসরণের হিড়িকে আমাদের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইতেছে।) আবার সামাজিক প্রথার পরিবর্ত্তনের জন্য সংস্কৃত-সাহিত্যের সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক দূর হইয়া পড়িয়াছে; কেননা শকুন্তলা-দুষ্মন্তের, উর্ব্বশী-পুরূরবার, সাগরিকা-উদয়নের, মালবিকা-অগ্নিমিত্রের, মালতী-মাধবের ঘটনা এখনকার হিন্দুসমাজের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না, যোড় মেলে না। ইহার পুনরভিনয় বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে সম্ভবনীয়ও নহে, বাঞ্ছনীয়ও নহে! আর রাজা বা রাজমন্ত্রীর ঘরে যাহা ঘটিত,

---

* অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাব-কুটিলা ভবেৎ।

তাহা লইয়া আমাদের গৃহস্থঘরের, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মাথাব্যথাই বা কেন?

কিন্তু এখনকার রাঢ়ী বারেন্দ্র, পাশ্চাত্য দাক্ষিণাত্য বৈদিক, সপ্তশতী মধ্যশ্রেণী সরযূপারী শাকল-দ্বীপীয় ঝিঝোতীয় ভূমিহার প্রভৃতি রকমারি ব্রাহ্মণের ও উত্তররাঢ়ী দক্ষিণরাঢ়ী বঙ্গজ বারেন্দ্র এই চতুর্ব্বিধ কায়স্থের—(সাধারণতঃ এই দুইটি উচ্চজাতি হইতেই নাটক-নভেলের নায়ক-নায়িকা সংগৃহীত হয়)—কুলশীল গাঁইগোত্র প্রবরমেল পর্য্যায়পটী গণবর্ণ প্রভৃতি চিড়ের বাইশ-ফের বজায় রাখিয়া প্রেমের আখ্যান রচনা করা সহজ ব্যাপার নহে। ঐতিহাসিক নাটক ও আখ্যায়িকায় প্রতাপাদিত্য সীতারাম প্রভৃতি বঙ্গীয় কায়স্থবীরের আবিষ্কারের পূর্ব্বে রাজপুতানা হইতে নায়ক-নায়িকা আমদানী করিতে হইত। সেক্ষেত্রেও যখন বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ী, তখন অবশ্য পানাহারের ন্যায় আদান-প্রদানেও যথেষ্ট বাছবিচার বর্ত্তমান। ইউরোপের মণ্টেগু-ক্যাপুলেটের বিরোধের ন্যায় রাজপুতদিগের মধ্যেও বংশে-বংশে বিরোধের অভাব ছিল না। সুতরাং তাহার জন্যও স্বাধীন প্রেমের পথে বাধা পড়িত। অথচ সস্তা মুদ্রাযন্ত্রের এবং তদপেক্ষাও সস্তা কল্পনাবৃত্তির কল্যাণে আমাদের সাহিত্য-সরস্বতী অজস্র ছোট-বড়-মাঝারি গল্পগাছা উপন্যাস নবন্যাস রমন্যাস রহোন্যাস নাটক নভেল প্রহসন পঞ্চরং প্রসব করিতেছেন। যে সকল

হুঁসিয়ার লেখক-লেখিকা এ অবস্থায় নায়ক-নায়িকার জাতিকুল বাঁচাইয়া প্রেমের চাষ করিতেছেন, তাঁহাদিগের বাহাদুরী বলিতে হইবে, তাঁহাদিগের সতর্কতা, কৌশল, উদ্ভাবনী শক্তি, অধ্যবসায় প্রভৃতির বহুৎ তারিফ করিতে হইবে।

পক্ষান্তরে, যেখানে ঐরূপ আটঘাট বাঁধিয়া ঘটক-কুলাচার্য্যের মত কুলশীল ঠিকঠাক মিলাইয়া না দেখিয়াই কবিকল্পনা লম্বা দৌড় দিতেছে, সেখানেই সমাজবিপ্লবের আশঙ্কা, অথবা নিদারুণ বিয়োগান্ত ব্যাপারের (tragedy) সম্ভাবনা। আর ভাবপ্রবণ গল্প-লেখকও তখন উত্তেজিত উন্মত্ত হইয়া 'ওরে দুষ্ট দেশাচার' বা 'Cursed be the social lies' বলিয়া চীৎকার করিয়া গগন ফাটাইবেন এবং এই অজুহাতে সমাজ-সংস্কারের ধূয়া ধরিবেন।

এই ত গেল এক সমস্যা। ইহার উপর আর এক সমস্যা আছে। 'গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডঃ সংবৃত্তঃ।' সংস্কৃত-সাহিত্যের অভ্যুদয়-কালের সহিত আধুনিক হিন্দুসমাজের তুলনা করিলে আর একটি প্রভেদ প্রকট হইয়া উঠে। সংস্কৃত-সাহিত্যে নায়িকা 'কন্যাত্ব-জাতোপযমা সলজ্জা নবযৌবনা'; কিন্তু স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্যের উদ্‌বাহতত্ত্ব-শাসিত বর্ত্তমান বঙ্গীয়-হিন্দুসমাজে যৌবনোদয়ের পূর্ব্বেই বিবাহ-সংস্কার সমাধা করিতে হয়; পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কুলীনের ঘরে যৌবনস্থা (বা বিগতযৌবনা) অনূঢ়া কন্যা পাওয়া যাইত; কিন্তু কুলীনসম্প্রদায়ও এখন রঘুনন্দনের ব্যবস্থার পক্ষপাতী হইয়া

কন্যার বাল্যবিবাহে মনোযোগী হইয়াছেন। সুতরাং আধুনিক হিন্দু-সমাজে পূর্ব্বরাগের অবকাশ, রোম্যান্সের সুযোগ, নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নিতান্ত বালিকার হৃদয়ে পূর্ব্বরাগের সঞ্চার করা ভিন্ন আর গল্প-লেখকদিগের উপায় নাই। তবে বরপণের চাপে কন্যার বিবাহের বয়স বাড়িতেছে, ইহাতে গল্প-লেখকদিগের বেশ একটু সুবিধার সম্ভাবনা হইয়া উঠিতেছে।

ইহারও উপর আর এক সমস্যা আছে। আধুনিক হিন্দুসমাজে বিবাহ-সম্বন্ধ বরকন্যার অভিভাবকদিগের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়, 'কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা বরকর্ত্তা বর'—এই সহজ ব্যবস্থা চলে না! পাল্‌টী ঘরের প্রতিবেশিকন্যার অর্থাৎ নিজের ও ভগিনীর খেলার সাথীর নিরন্তর-সাহচর্য্যে অথবা ছুটির সময় বেড়াইতে গিয়া ঐরূপ করণীয় ঘরের সহপাঠীর ভ'গনী, বৌদিদির ভগিনী, ভগিনীর ননদ, কাকীমা বা জ্যেঠাইমার ভাইঝী, পিসিমার ভাশুরঝী বা দেবর-কন্যা, সজাতীয় পিতৃবন্ধুর কন্যা ইত্যাদির দৈবাদ্-দর্শনে স্কুল-কলেজের পড়ুয়া যুবকের প্রণয়সঞ্চার ঘটাইতে পারিলে আধুনিক হিন্দুসমাজে রোমান্সের কিঞ্চিৎ চর্চ্চা হইতে পারে। তাই বলিতেছিলাম, এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে সব দিক্ রক্ষা করিয়া যে সকল লেখক-লেখিকা প্রণয়কাহিনী রচনা করিতেছেন, তাঁহাদিগের বাহাদুরীর জন্য বাহবা না দিলে আমাদিগকে অপরাধী হইতে হইবে।

কিন্তু কাব্য-নাটকের মারফত বাঙ্গালী-জীবনে রোম্যান্সের এইরূপ নবনব অবসর যোগাইতে গিয়া কল্পনাকুশল লেখক-লেখিকাগণ সমাজে যে এক বিষম অনর্থ উৎপাদন করিতেছেন, তাহার কথা কেহ ভাবিতেছেন কি? এই ঘোর অত্যাহিতের প্রতিবিধানের চেষ্টা বিজ্ঞ সামাজিকগণ করিবেন না কি? সাহিত্যে ও সঙ্গে-সঙ্গে সমাজেও যেভাবে সর্ব্বত্র নভেলী প্রেমের ব্যাসিলাস্ ছড়ান হইতেছে, তাহা বাস্তবিকই আশঙ্কাজনক নহে কি? ইহা যে জার্ম্মান বিমানযান হইতে ইংলণ্ডের পূর্ব্বউপকূলের উপর বোমাছোড়া অপেক্ষাও সাজ্ঘাতিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে। অথচ এ বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ উদাসীন।

যাক্' আর ফাঁকা আওয়াজ না করিয়া গোটাকতক বাছা বাছা উদাহরণ দিয়া আমার বক্তব্য পরিস্ফুট করি।

প্রথমেই সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের কথা তুলিতে হয়, কেননা তিনিই অনেকের মতে এই মামলার মূল আসামী, তাঁহারই প্রদর্শিত পথে পরবর্ত্তিগণ বিচরণ করিতেছেন।

সংস্কৃত-সাহিত্যে দেখিয়াছি, ('নাগানন্দে') জীমূতবাহন তপোবন-গৌরীগৃহে মলয়বতীকে দেখিলেন, প্রথম-দর্শনেই 'এ চাহে উহার পানে, চিতহারা দুইজনে।' 'দেবমন্দিরে মন্মথের দৌরাত্ম্য'

তখন হইতেই আরম্ভ হইল। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে শৈলেশ্বর-মন্দিরে কুমার জগৎসিংহ ও তিলোত্তমাসুন্দরীর পরস্পর-দর্শনে 'নির্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম-বিক্রিয়া' তাহারই অনুবৃত্তি। যুবক-যুবতী পরস্পরের জাতি না জানিয়া পরস্পরের প্রতি অনুরাগ প্রকটিত করিলেন, এ জন্য ৺রামগতি ন্যায়রত্ন দুষ্যন্তের সহিত তুলনা করিয়া দূষিয়াছেন বটে; কিন্তু প্রেমিক-প্রেমিকা বা পাঠক-পাঠিকা জাতির খবর না জানিলেও অন্তর্য্যামী গ্রন্থকার জানিতেন, সুতরাং ঠিকে ভুল হয় নাই। কিন্তু রমেশচন্দ্র ইহার উপর আর এক কাঠি চড়াইয়া ("বঙ্গবিজেতা"য়) মহেশ্বর-মন্দিরে কায়স্থ ইন্দ্রনাথকে ব্রাহ্মণকন্যা বিমলার নয়নপথবর্ত্তী করিয়া নায়িকার হৃদয়ে প্রণয়োদয় ঘটাইলেন। ভাগ্যি তখনও গ্রন্থকারের সমাজ-সংস্কারস্পৃহা প্রবল হয় নাই, তাই তিনি ঐ প্রণয় একতরফা রাখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন এবং পরে নায়িকাকে দিয়া তাল সামলাইয়া লইয়াছেন। (বহু পরে লিখিত 'সমাজে' অতি-সাহসিকতা দেখাইয়া গ্রন্থকার ব্রাহ্মণ-কায়স্থে বিবাহ দিয়া সমাজ-সংস্কারস্পৃহা চরিতার্থ করিয়াছেন।)

মহাভারতে আছে, দেবযানী পিতৃশিষ্য কচের অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, ফৈজী ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে অধ্যাপকের টোলে অধ্যয়ন-কালে গুরুকন্যার প্রেমে পড়িয়াছিলেন। (৺সুরেন্দ্র-নাথ মজুমদারের 'সবিতা-সুদর্শন' কাব্য এই ঘটনা-অবলম্বনে

লিখিত।) অভিরামস্বামীর শিষ্য বীরেন্দ্রসিংহের গুরুকন্যা বিমলার সহিত প্রণয় ইহারই অভিনব সংস্করণ। আবার 'আনন্দমঠে' জীবানন্দ-শান্তির প্রণয়ও ইহার জের।

আয়েষা, রেবেকার ন্যায় রোগে সেবা করিতে করিতে রোগীর অনুরাগিণী হইলেন। যাহা হউক, আয়েষা মুসলমানী, সুতরাং হিন্দুর ইহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। জগৎসিংহের হৃদয় পূর্ণ ছিল, তাই তাঁহার কোন বিকার ঘটিল না। মনোরমাও হেমচন্দ্রকে শুশ্রূষা করিয়াছিল, কিন্তু উভয়েরই হৃদয় পূর্ণ ছিল, সুতরাং কোন অত্যাহিত ঘটিল না। ওসমান পিতৃব্যকন্যা আয়েষার অনুরাগী, ইহা মুসলমান-সমাজের প্রথার বিরোধী নহে, বিলাতী সমাজ ও সাহিত্যে ত ইহা নিত্য ঘটনা। এক্ষেত্রেও হিন্দুর ইহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। যাহা হউক, এই একখানি ('দুর্গেশনন্দিনী') আখ্যায়িকার আলোচনায় বুঝিলাম, দেবমন্দির, অধ্যাপকের চতুষ্পাঠী, রোগশয্যা, সর্ব্বত্রই 'মন্মথের দৌরাত্ম্য'!

নবকুমার সাগরতীরে গোধূলিলগ্নে কপালকুণ্ডলাকে দেখিলেন, অনুমানে বুঝি তাঁহার হৃদয়ে তদ্দণ্ডেই প্রথম-দর্শনজনিত প্রণয় জন্মিল। তাহার পর, নায়িকা দুই দুইবার নায়ককে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিলেন, তাহাতে নায়কের প্রণয় আরও ঘনীভূত হইল। সংস্কৃত-সাহিত্যে দেখা যায়, বীরপুরুষ অবলা নারীকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন এবং তদুপলক্ষে উভয়ের প্রণয়সঞ্চার হয়। এক্ষেত্রে

নারী উদ্ধারকর্ত্রী; বাঙ্গালী নির্বীর্য্য বলিয়া কি এই বিপরীত ব্যবস্থা, না ইহা গ্রীক্-পুরাণের এরিয়্যাড্‌নি, মিডিয়া, প্রভৃতির ব্যাপারের অনুবৃত্তি? তবে এখানে প্রণয়টা একতরফা, সুতরাং গ্রীক্‌পুরাণের সহিত মিলিয়াও মিলিল না। নবকুমার দস্যুকর্তৃক লাঞ্ছিতা মতি-বিবিকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিলেন, মতিবিবির হৃদয়ে প্রেমোদয় হইল, ইহা সংস্কৃত-সাহিত্যের অনুরূপ, তবে জাতিত্যাগিনী এই যা' দোষ। (স্বর্বেশ্যা উর্ব্বশী হইলে দোষ ছিল না!) যাহা হউক, মতিবিবি ওরফে পদ্মাবতীর প্রকৃতপক্ষে পতিপ্রেম ঝালান, আর এক্ষেত্রেও প্রণয়টা একতরফা। নগেন্দ্র দত্ত কুন্দর বড় অদিনে তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তখন হইতেই তাঁহার ভাবান্তর হয়, পরে কুন্দর পূর্ণ-যৌবনে ইহা আরও প্রবল হইল। অমরনাথ দুর্বৃত্তের হস্ত হইতে রজনীকে রক্ষা করিল, আবার আহত অমর-নাথকে বোধ হয় রজনী শুশ্রূষাও করিল; রজনীর হৃদয় পূর্ণ ছিল, সুতরাং তাহার কোন বিকার ঘটিল না, কিন্তু অমরনাথ তখন 'লবঙ্গলতার হস্তলিপি ভুলিয়া যাইতে'ছিলেন, তাই তাঁহার ভাবান্তর হইল। হরলালও দুর্বৃত্তের হস্ত হইতে একদিন রোহিণীকে উদ্ধার করিয়াছিল; তাহাতে অনুমান হয়, রোহিণীর মনে একটু ভাবান্তর হইয়াছিল; কিন্তু অনুকূল অবস্থার অভাবে তাহা বদ্ধমূল হইতে পারে নাই, পরে হরলালের কদর্য্য ব্যবহারে এবং গোবিন্দ-লালের প্রতি প্রবল আসক্তির ঝোঁকে সে ভাব একেবারে

মুছিয়া গেল। ভবানন্দ কল্যাণীকে যমের দুয়ার হইতে টানিয়া আনিতে গিয়া নিজে প্রেমের (?) দুয়ারে হাজির হইল! বিপদে পড়িয়া শ্রী সীতারামের শরণ লইল, সীতারামের পরিত্যক্তা পত্নীর প্রতি প্রেম উজ্জীবিত হইল (প্রফুল্ল-ব্রজেশ্বরের ঘটনাও কতকটা অনুরূপ); বিপদে পড়িয়া রমা গঙ্গারামের শরণ লইল, গঙ্গারামের অমনি চিত্তবিকার হইল। এই সকল উদাহরণ হইতে বুঝা গেল, বিপদ্‌উদ্ধারেও নূতন বিপদ্ আছে।

'কাদম্বরী'তে পুণ্ডরীক স্নানে যাইতে মহাশ্বেতাকে দেখিয়া প্রেমবিহ্বল হইলেন। পদাবলী-সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ যমুনার ঘাটে 'গোরোচনা-গোরী নবীনকিশোরী' বিনোদিনী রাধাকে স্নান করিতে দেখিয়া 'মনমথ-জ্বরে ভোর' হইলেন। এই ত গেল বৃন্দাবন-লীলা। তাহার পর নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারে—

'একদিন বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীনাম।
দেবতা পূজিতে আইলা করি গঙ্গাস্নান॥
তারে দেখি প্রভুর হইল সাভিলাষ মন।'

(চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা ১৪শ পরিচ্ছেদ।)

রোহিণী-গোবিন্দলালের পূর্ব্বে বহুবার নির্দ্দোষ-ভাবে দেখা হইলেও দেখার মত দেখা বাপীতীরে। তাহার পর, নানাকারণে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত, পল্লবিত, পুষ্পিত, ফলিত হইল। সে অনেক কথা।

লরেন্স ফষ্টারও কি শৈবলিনীকে প্রথমে ভীমা পুষ্করিণীতে দেখিয়াছিল? সে যাহাই হউক, বুঝা গেল স্নানের ঘাটেও 'মন্মথের দৌরাত্ম্য' আছে।

হেমচন্দ্র যমুনায় জলমগ্না কুমারী মৃণালিনীকে উদ্ধার করিলেন এবং এই ঘটনায় উভয়ের হৃদয়েই প্রেমসঞ্চার হইল। ('যমুনার জলে' নিধি মিলিল বলিয়াই বুঝি এত 'মথুরাবাসিনী'র গান?) ঠিক অনুরূপ ঘটনা সংস্কৃত-সাহিত্যে পাওয়া যায় না, কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যে Otway's Venice Preserved দৃশ্যকাব্যে Jaffier ও Belvideraর ব্যাপার অনেকটা এইরূপ। আখ্যায়িকা-কার থ্যাকারে তাঁহার 'পেণ্ডেনিসে' এইরূপ একটি ঘটনার আভাস দিয়াছেন ('her cousin who saved her life out of the lake', ৪০শ পরিচ্ছেদ)। রোহিণীকেও গোবিন্দলাল জলমজ্জন হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। 'চন্দ্রশেখরে' জলমজ্জন-ব্যাপারে একটি রহস্য দেখা যায়। চন্দ্রশেখর জলমজ্জন হইতে উদ্ধার করিলেন প্রতাপকে, প্রেমে পড়িলেন শৈবলিনীর! 'দশাননোঽহরৎ সীতাং বন্ধনং স্যান্মহোদধেঃ!' আহা! প্রতাপ যদি বালক না হইয়া বালিকা হইত।

জলে ডোবার জের এইখানেই মিটে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুজ শ্রীযুক্ত পূর্ণবাবুর 'মধুমতী'তে যুবক করালীপ্রসন্ন জলমগ্না যুবতী 'মধুমতী'কে অনেক চেষ্টায় অনেক শুশ্রূষায় বাঁচাইলেন।

জলমজ্জনে যুবতীর স্মৃতিভ্রংশ হইয়াছিল, সে যে সধবা তাহা সে বিস্মৃত হইয়াছিল, সুতরাং উদ্ধারকর্ত্তা ব্রাহ্মযুবকের সহিত প্রণয় ও পরিণয়ে বাধা ঘটিল না। কিছুদিন সুখে কাটিল, কিন্তু পরে সে সুখের অবসান হইল, যুবতীর স্মৃতি ফিরিয়া আসিল, পূর্ব্বস্বামীর সহিত মিলন হইল, কিন্তু ভাঙ্গা-ঘর আর যোড়া লাগিল না, স্বামিস্ত্রীর একত্র-মৃত্যুতে পর্য্যবসান হইল। আবার শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর 'ছিন্নমুকুলে' জলমজ্জনের ব্যাপার আছে। আবার সেদিন দেখিলাম, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'অশ্রু'তেও এই জলে ডোবার জের চলিতেছে। এ ক্ষেত্রে দুই পক্ষই ব্রাহ্ম, সুতরাং আমাদের বিশেষ মাথাব্যথা নাই; এখানেও যুবতী পূর্ব্বে বিবাহিত তবে যুবক তাহা জানিত না, যুবতী অনেকদিন কথাটা চাপিয়া রাখিলেন, কিন্তু বেগতিক দেখিয়া শেষে প্রকাশ করিলেন।

যাহা হউক, বুঝা গেল জলপথেও দস্যু 'মন্মথের দৌরাত্ম্য' আছে। শ্রীমতী নিরুপমা দেবী 'অন্নপূর্ণার মন্দিরে' এই শ্রেণীর প্রেমকাব্যের ব্যঙ্গ করিয়া নভেলপড়া কমলার খেয়াল বর্ণনা করিয়াছেন; বিশ্বেশ্বর কমলাকে জলমজ্জন হইতে উদ্ধার করিয়াছিল বলিয়া কমলা তাহাকেই বিবাহ করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কেননা, কমলা 'সেই ঘটনার পর হইতে এই তিন বৎসরে যত পুস্তক পড়িয়াছে, তাহাতে এরূপ স্থলে একই কথা লেখে!'

সংস্কৃত-নাটকে রাজাদিগের অন্তঃপুরকন্যার সহিত প্রেমের ব্যাপার আছে ; তবে মালবিকা,রত্নাবলী প্রভৃতি সকলেই সৌভাগ্যক্রমে কুমারী। কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের সব সময়ে সে সৌভাগ্য ঘটে নাই। নগেন্দ্র দত্তের হৃদয়ে পূর্ব্বেই কুন্দপ্রেমের অঙ্কুরোদ্গম হইলেও (তখন সে কুমারী) নিজের অন্তঃপুরবাসিনী পূর্ণযৌবনা বিধবা কুন্দনন্দিনীর সহিতই প্রেম ঘনীভূত হইল। পাষণ্ড ব্যোমকেশের অন্তঃপুরবাসিনী মৃণালিনীর উপর লুব্ধদৃষ্টি পড়িল। মনোরমা পশুপতির গৃহে যাতায়াত করিত, এই সুযোগে পশুপতির প্রেমোদয় হইয়াছিল। (প্রকৃতপক্ষে মনোরমা তাহার পত্নী, কিন্তু সে নগেন্দ্রদত্তের ন্যায় জানিত মনোরমা কুন্দর ন্যায় বিধবা।) উপেন্দ্রবাবু ভদ্রলোকের অন্তঃপুরে সুন্দরী পাচিকাকে পরিবেষণ করিতে দেখিয়া প্রেমোন্মত্ত হইলেন, ইন্দিরা ওরফে কুমুদিনীও যত্ন করিয়া পাকসাক করিয়া পরিবেষণ করিতে গিয়া প্রেমের পাকে (বা বিপাকে) পড়িল ; তবে প্রভেদের মধ্যে ইন্দিরা মতিবিবির ন্যায় স্বামীকে চিনিয়াছিল, উপেন্দ্র বাবুর সে সাফাই নাই। অন্ধ ফুলওয়ালী সুন্দরী যুবতী রজনীকে অন্দরে যাতায়াত করিতে দেখিয়া শচীন্দ্র তাহার প্রেমে পড়ে নাই, না হয় স্বীকার করিলাম ; সবটাই দয়া, তাহাও স্বীকার করিলাম ; 'Pity melts the mind to love' এই কবি-বাক্য এখানে সার্থক নহে, তাহাও স্বীকার করিলাম ;

কিন্তু রজনীর অবস্থা? অন্ধ যুবতী 'শ্রবণাৎ, দর্শনাৎ' ছাড়া আর এক প্রকারের প্রত্যক্ষ দ্বারা—স্পর্শনাৎ—প্রণয়বতী হইয়া দর্পণকারের একটু—ক্রটি ধরিয়া দিল। (সে শচীন্দ্রের অমৃতময় কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহা দর্পণকারের 'শ্রবণাৎ'এর তাৎপর্য্য নহে।) সেই 'বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শে' রজনীর হৃদয়ে প্রেমোদয় হইল। গৃহস্থের অন্তঃপুরেও 'মন্মথের দৌরাত্ম্য' দেখা গেল।

ইউরোপে Eloisa-Abelardএর আমল হইতে শিক্ষক ও ছাত্রীর প্রণয় সমাজে ও সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে।* ইংরেজ-কবি পোপের প্রসাদে এই করুণ কাহিনী প্রসার লাভ করিয়াছে; হেম বাবুর 'মদন-পারিজাতে'র কল্যাণে এই অপূর্ব্ব প্রেমফুল বাঙ্গালা-সাহিত্যের উদ্যানেও ফুটিয়াছে। সুইফ্‌ট্ নিজের জীবন হইতে মশলাসংগ্রহ করিয়া 'Cadenus & Vanessa' কবিতায় এই জাতীয় প্রেমের পুনঃপ্রচার করিয়াছেন। রূসো তাঁহার New Heloiseতে এই মামুলি ব্যাপারের জীর্ণসংস্কার করিয়াছেন,

* History of Appolonius of Tyre নামক পদ্যে লিখিত গ্রীক্ রোম্যান্সে শিক্ষক ও ছাত্রীর প্রণয় ও পরিণয় ঘটিয়াছে, তবে ছাত্রী হইবার পূর্ব্বেই নায়িকার প্রণয়-সঞ্চার হইয়াছিল। ইহাই বোধ হয় ইউরোপীয় সাহিত্যে এই শ্রেণীর প্রাচীনতম উদাহরণ। (*Dunlop* : *History of Fiction* Ch I p 43.)

তবে প্রথমে বিস্তর টলাটলি করিয়া শেষে আশ্চর্য্য-রকমে সামলাইয়া লইয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে উদয়ন-বাসবদত্তাও শিক্ষক ও ছাত্রী। এই মামুলী ব্যাপারের মোলায়েম সংস্করণ অমরনাথ-লবঙ্গলতায় † তথা গোপাল দাদা ও স্বর্ণলতায় দেখা যায়। শেখরনাথ ও ললিতা (‘পরিণীতা’—শরৎ চট্টোপাধ্যায়) ইহার জের। রবিবাবুর ‘মেঘ ও রৌদ্রে’ শশিভূষণ ও গিরিবালার ব্যাপারও কি এই জাতীয়? শিক্ষক ও ছাত্রীর পবিত্র সম্বন্ধের ভিতরও কি রন্ধ্রগত কন্দর্প রহিয়াছেন? সমাজপতি মহাশয় ‘সাজি’তে ‘প্রাইভেট টিউটর’ গল্পে ইহা লইয়া একটু রঙ্গ করিয়াছেন। চতুর গৃহশিক্ষক ছাত্রীর সহিত প্রেমের ভান করিল, অভিভাবক ব্যাপার প্রকৃত ভাবিয়া তাহাকে নিরস্ত করিবার জন্য তাহার অন্যত্র মোটা মাহিয়ানার চাকরী করিয়া দিলেন। অহো ‘নিধিপ্রাপ্তেরয়মুপায়ঃ!’

পুরন্দর-হিরণ্ময়ী বাল্যকাল হইতে পরস্পরের খেলার সাথী; বাল্যপ্রণয় ক্রমে ঘনীভূত হইল। প্রতাপ-শৈবলিনীর বেলায়ও তাহাই। তবে শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতিকন্যা, এইখানে বিষম গোল। লরেন্স ফষ্টার ও মেরি ফষ্টারে প্রণয় ইংরেজ-সমাজের

---

† ‘মধ্যে মধ্যে লবঙ্গকে শিশুবোধ হইতে “ক” য়ে করাত, “খ” য়ে খরা, শিখাইতাম।’ (রজনী, ২য় খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ।)

প্রথার প্রতিকূল নহে, পিতৃব্যকন্যা আয়েষার প্রতি ওসমানের প্রণয় মুসলমান-সমাজের প্রতিকূল নহে, ভদ্রার্জ্জুনের বেলায় ও যদুবংশের আরও অনেকস্থলে মাতুলকন্যা-বিবাহ তৎকালে হিন্দু-সমাজের অনুমোদিত ছিল, কিন্তু জ্ঞাতিকন্যা অর্থাৎ সগোত্রার সহিত বিবাহ সকল যুগেই হিন্দুসমাজে নিষিদ্ধ। যাহা হউক, দেখা গেল বালকবালিকার ক্রীড়াক্ষেত্রেও 'মন্মথের দৌরাত্ম্য'; সপিণ্ড, সকুল্য, সগোত্র পর্য্যন্ত সে মানে না। বাল্য-সাহচর্য্যে প্রণয়ের জের তদবধি আমাদের সাহিত্যে পুরাদমে চলিতেছে। রমেশচন্দ্রের 'বঙ্গ-বিজেতা'য় ইন্দ্রনাথ ও সরলা, 'মাধবীকঙ্কণে' নরেন্দ্রনাথ ও হেমলতা, 'সংসারে' শরৎ ও সুধা, শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'বাগ্‌দত্তা'য় সত্য ও গৌরী, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবদাসে' দেবদাস ও পার্ব্বতী—আর কত নাম করিব? হেম-চন্দ্রের 'হতাশের আক্ষেপ' ইহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

শ্রেষ্ঠ প্রেমকাব্য মহাজন-পদাবলীতে শ্রীরাধার প্রথমে শ্যামনাম শ্রবণ, পরে শ্যামের বংশীধ্বনি-শ্রবণ, পরে চিত্রদর্শনে তথা স্বপ্নদর্শনে প্রেমের Concrete বনিয়াদ-পত্তন হইল, তাহার পর 'যমুনা যাইতে কদম্বতলাতে' সাক্ষাদ্দর্শনে প্রেম ঘনীভূত হইল। 'শ্রবণাদ্ দর্শনাৎ' এর ষোল আনা উদাহরণ। বঙ্কিমচন্দ্রের চঞ্চলকুমারী পূর্ব্বে রাজসিংহের বীরত্ব-মহত্ত্বের কাহিনী-শ্রবণে তাঁহার প্রতি বদ্ধভাবা হইয়াছিলেন, চিত্রদর্শনে সেই ভাব আরও ঘনীভূত হইল।

এই পর্য্যন্ত গেল রাধাভাব। তাহার পর, শিশুপালভীতা রুক্মিণীর ন্যায় আরংজেবভীতা চঞ্চলকুমারী রাজসিংহের শরণ লইলেন। গাছতলায় দেখা হওয়ায় প্রেমঘটনের ব্যাপারটা সখী নির্ম্মলকুমারীর জন্য তোলা থাকিল; তবে সেটা কদমতলা কি বকুলতলা তাহা আদালতের কাগজপত্র হইতে জানা যায় না।

ভারতচন্দ্র রথতলায় নায়ক-নায়িকার প্রথমদর্শন ঘটাইয়াছেন, তবে 'শ্রবণাৎ' উভয়পক্ষেই কায অনেকটা আগাইয়া রাখিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র রথতলায় না হইলেও রথের ভাঙ্গাহাটে রাধারাণী-রুক্মিণীকুমারকে ‡ পরস্পরের সমীপস্থ করিয়াছেন, তবে রাত্রির অন্ধকারে ভালমত 'দর্শন' ঘটে নাই, তাই বুঝি মিলনে এত বিলম্ব?

এইবার বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্য প্রশিষ্যদিগের রচনার আলোচনা করিব।

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হিরণ্ময়ী' ও 'কিরণময়ী'তে ধনী ব্রাহ্মণ জমিদার একটি বালককে আশ্রয় দিলেন। যথাসময়ে নিরন্তর-

---

‡ রাধারাণীর সহিত অনুপ্রাসসত্ত্বেও রুক্মিণীকুমার নামটিতে রসভঙ্গ হইয়াছে। রুক্মিণীনাথ রুক্মিণীকান্ত রুক্মিণীরমণ হইলে রাধারাণীর উপযুক্ত প্রেমিক হইতেন। ইতি—ব্যাকরণ-বিভীষিকাকারের টীকা।

সাহচর্য্যে আশ্রয়-দাতার উভয় কন্যাই তাহার প্রেমে পড়িল; সেও উভয়ের না হউক, একজনের প্রেমের প্রতিদান দিল। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'প্রেম-মরীচিকা'র একটি গল্পে বিপিন নলিন দুই ভাইই (অট্‌ওয়ের Orphan নাটকের যমজ ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায়) আশ্রিতা কুমারী শেফালিকার প্রেমে পড়িল। কুমারীকে কনিষ্ঠের অনুরক্তা জানিয়া জ্যেষ্ঠ অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ দেখাইলেন। (ইহা অট্‌ওয়ের নাটকের বৃত্তান্তের ও সুন্দ-উপসুন্দের পৌরাণিক আখ্যানের সম্পূর্ণ বিপরীত, এবং মৌলিক ও সুন্দর।) শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর 'ছিন্নমুকুলে' সন্ন্যাসিকন্যা নীরজা বিপন্ন যুবকদ্বয় প্রমোদ ও যামিনীনাথকে আশ্রয় দিলেন, উভয় যুবকই তাঁহার প্রেমে পড়িল, যুবতীও একজনের পক্ষপাতিনী হইলেন। উক্ত লেখিকার 'যমুনা' গল্পে গৃহস্বামিনী অতিথিকে আশ্রয় দিলেন। গৃহস্বামিনীর কন্যা যমুনা আবার পীড়িত অতিথির শুশ্রূষা করিল; একেবারে সোণায় সোহাগা, উভয়েরই হৃদয়ে যথারীতি প্রেমোদয় হইল, অতিথি জাতি ভাঁড়াইয়া যমুনাকে বিবাহ করিল, পরে যমুনার হাল দাসীরও অধম হইল। শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'পোষ্যপুত্রে' শিবানী রোগাক্রান্ত নিরাশ্রয় নীরদ (বিনোদ) কে আশ্রয় দিল ও শুশ্রূষা করিল, ফলে প্রণয় ঘটিল। রবি বাবুর 'অতিথি' গল্পে কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলাল বাবু নৌকাপথে যাইতে যাইতে বালক তারাপদকে আশ্রয় দিলেন,

ফলে শুধু জমিদার-কন্যা চারুশশীর কেন, বোধ হয় বামুন ঠাকরুণের বালবিধবা কন্যা সোণামণিরও হৃদয়ে প্রেমের অঙ্কুর হইল। ক্রমে সহপাঠিনী 'বালিকা চারুশশীর নিয়ত দৌরাত্ম্যচঞ্চল সৌন্দর্য্য' 'অলক্ষিতভাবে তারাপদর হৃদয়ের উপর বন্ধন বিস্তার করিতেছিল', বেচারা পলায়নে আত্মরক্ষা করিল। কি ভাগ্যে উক্ত লেখকের 'আপদ' গল্পে অনাথ বালক নীলকান্তকে আশ্রয় দিয়া স্বামিসোহাগিনী কিরণের মাতৃভাব জাগিল, মাতৃহীন নীলকান্তও তাঁহাকে মাতৃজ্ঞান করিল। যাহা হউক, আশ্রয়দানে প্রেমের প্রশ্রয়-দানের আরও বহু উদাহরণ আছে, মিছামিছি পশরা ভারী করিব না।

রোগশয্যা

দামোদর বাবুর 'মা ও মেয়ে'তে রামচরণ ডাক্তার সুলোচনার স্বামীকে চিকিৎসা করিতে আসিয়া সুলোচনাকে যে চক্ষে দেখিল এবং সতী সাধ্বীর যে হাল করিল তাহা আর প্রকাশ করিয়া বলিতে চাহি না। (ইহা অবশ্য পবিত্র প্রণয় নহে, একটা জঘন্য প্রবৃত্তি। তবে চোখের দোষ উভয়ত্রই বিদ্যমান।) আবার জমিদার-পুত্র শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় (বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাধারাণী'র নায়কের নামে নাম) সুলোচনার কন্যা শরৎকুমারীর চিকিৎসা করিতে আসিলে রোঝা (ওঝা) ও রোগিণীর অন্যোন্যানুরাগ

জন্মিল। রামচরণ ডাক্তারের এলোপ্যাথি চিকিৎসা, তাই বীভৎস এলোমার্কণ্ডী কাণ্ড, আর জমিদার-কুমারের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা, তাই মৃদু ও সুখকর! ইহাতেও কি আমাদের দেশের লোকের হোমিওপ্যাথির উপর শ্রদ্ধা বাড়িবে না?

রবি বাবুর 'নিশীথে' গল্পে আবার উল্টা উৎপত্তি। হারাণ ডাক্তার চিকিৎসা করিলেন দক্ষিণাচরণ বাবুর স্ত্রীর, দক্ষিণা বাবু প্রেমে পড়িলেন ভিষগ্‌দুহিতা মনোরমার! রকম সকম দেখিয়া চির-রোগিণী পতিপ্রাণা আত্মঘাতিনী হইয়া সকল জ্বালা জুড়াইলেন।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'রাঙ্গা শাঁখা'র 'মুক্তি' গল্পে ডাক্তার রমেন্দ্র বিদেশে একটি প্লেগের রোগীকে চিকিৎসা করিতে গিয়া চিনিল, রোগীর যুবতী পত্নী তাহারই বাল্যসহচরী ও বাগ্‌দত্তা সরলা। হেমবাবুর 'হতাশের আক্ষেপে'র 'এ যন্ত্রণা ছিল ভালো, কেন পুনঃ দেখা হলো, দেখে বুক বিদরিল, কেন তারে দেখিলাম।'—ইত্যাদির পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই, কেননা নভেলি জগতে পূর্ব্ব-পরিচয় না থাকিলেও এরূপ ক্ষেত্রে প্রেমোদয় অসম্ভব নহে। সুখের বিষয়, রোগীর মৃত্যু হইলে অবিবাহিত ডাক্তার সদ্যো-বিধবাকে নিজ গৃহে আনিতে (অবশ্য ভগিনীজ্ঞানে) আগ্রহ প্রকাশ করিলে সাধ্বী স্বামীর স্মৃতির অবমাননা করিলেন না, এবং অবিলম্বে প্লেগ তাঁহাকে সকল জ্বালা ও সকল প্রলোভন হইতে 'মুক্তি' দিল।

এই ত গেল গৃহস্থঘরে রোগশয্যার রোম্যান্স্। আবার হাঁসপাতালে মুমূর্ষু যুবতীর আশপাশেও 'মন্মথের দৌরাত্ম্য' আছে। শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'রাঙ্গা শাঁখা'য় 'কনে দেখা' গল্পে মেডিক্যাল কলেজের হাঁসপাতালে আনীতা বিষপানে আত্মঘাতিনী অনূঢ়া যুবতী চন্দ্রা (পিতা বিবাহে বাধা দেওয়ায়) প্রেমাস্পদ অখিলের নাম জপিতে জপিতে চক্ষুঃ মুদিলেন। মেডিক্যাল কলেজের একটি ছাত্র তখন ডিউটিতে ছিল, চন্দ্রাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়াও তাহার প্রেম উপজিল এবং সে আমরণ আইবড় রহিল। এই 'কনে দেখা'ই তাহার শেষ 'কনে দেখা'!

মেসের ছাদ

মেসের ছাদ হইতে নায়িকাকে দেখিয়া নায়কের প্রেমসঞ্চার ও নায়িকার প্রতিদান অনেকগুলি ছোট-গল্পে দেখিয়াছি। ইহারই রকমফের 'জানালার কাব্য' হইতে জানা যায়, গবাক্ষপথেও কালিদাসের মেঘের ন্যায় মন্মথের যাতায়াত সহজ। রবিবাবুর 'ত্যাগ' গল্পে হেমন্তের 'ছাদে না উঠিলে পড়া মুখস্থ হইত না,' কুসুমও 'প্রায়ই কাপড় শুকাইতে দিতে ছাদে উঠিত'; ফলে বালবিধবার ভাগ্যে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিল। উক্ত লেখকের 'প্রতিবেশিনী' গল্পে বক্তা স্বয়ং একরার করিতেছেন, 'পাশের বাড়ীর বাতায়নে' প্রতিবেশিনী যুবতী বিধবাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া

তিনি ভাবে বিভোর; যাহা হউক, তাঁহার বন্ধুই শেষটা জিতিলেন। উক্ত লেখকের 'বিচারক' গল্পে শ্রাদ্ধ আরও অনেক-দূর গড়াইয়াছে। এ ক্ষেত্রেও নায়িকা যুবতী বিধবা। টীকা অনাবশ্যক। 'নৌকাডুবি'তে রমেশ ও হেমনলিনীর অবস্থা কতকটা এইরূপ। নায়িকা আবার সহপাঠীর ভগিনীও বটে।

শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবীর 'পুষ্পহারে' 'কল্যাণী' গল্পে মেসের ছাদ হইতে মাতাল স্বামীর অমানুষিক অত্যাচার দেখিয়া গৌরীর জন্য বিনোদের সরল প্রাণে যে করুণার সঞ্চার হইল, তাহাই ঘনীভূত হইয়া গভীর প্রণয়ে পরিণত হইল। বিনোদের দুই বৎসর চেষ্টায় গৌরীর মন টলিল, সে বিনোদের সঙ্গে গৃহত্যাগিনী হইল। পরে নায়কের দারিদ্র্য, রোগ-যন্ত্রণা ও অকালমৃত্যুর কথা আছে (ইহা 'আত্মাপরাধ-বৃক্ষে'র ফল কি না জানি না), কিন্তু এই গর্হিত কার্য্যের জন্য ব্যভিচারিণীর অনুতাপ বা শাস্তির কোন উল্লেখ নাই। অথচ সধবার ব্যভিচার বিধবার ব্যভিচার অপেক্ষাও অমার্জ্জনীয়। জর্জ্জ এলিয়ট ছদ্মনামধারিণী গ্রন্থকর্ত্রী জর্জ্জ লিউইসের সহিত একত্রবাসে নিজের নারীজীবন কলঙ্কিত করিয়াও Mill on The Floss এ কুমারী ম্যাগির জীবনের চিত্রে বিবাহের পবিত্রতা ও অবৈধ প্রেমের অমার্জ্জনীয়তার উপর জোর দিয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সে আমাদের বাঙ্গালিনী গ্রন্থকর্ত্রী সধবার এই আচরণ-সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য করেন নাই।

আর এক কথা। বিনোদের মৃত্যুর পর গৌরী বিনোদের সনামা মিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিল ও তাহাকে পিতৃসম্বোধন করিল। বন্ধু কিন্তু ভগিনীর উর্দ্ধে উঠিতে পারিল না। এই ত রোগের মূল। তবে এ রোগ নূতন নহে, বঙ্কিমচন্দ্রের আমল হইতেই ইহার প্রাদুর্ভাব দেখি। গোবিন্দলাল রোহিণীকে বারুণী পুষ্করিণীর ঘাটে কাঁদিতে দেখিয়া করুণা-পরবশ হইয়া বলিল—'এও আমার ভগিনী। যদি ইহার দুঃখ নিবারণ করিতে পারি—তবে কেন করিব না।' কিন্তু যখন 'জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতৌ' আরম্ভ হইল, তখন ব্যাপার অনেক দূর গেল।

যাক্, এই পর্য্যন্ত গেল অচল অবস্থায় প্রেমে পড়ার কাহিনী। এক্ষণে সচল অবস্থার কথা বলিব।

অশ্বপৃষ্ঠে

'অশ্বপৃষ্ঠে জগৎসিংহ'—বড় বড় অক্ষরে থিয়েটারের বিজ্ঞাপন দেখিয়াছি বটে, কিন্তু অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তবে জগৎসিংহ প্রেমে পড়িবার অবসর পাইয়াছিলেন। মাণিকলাল অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়াই নির্ম্মলকুমারীকে দেখিয়াছিল বটে, কিন্তু কোর্টাশপ্‌টা করিল অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া। জানি না, রাজপুত-যুবক অপেক্ষা বাঙ্গালী যুবকের অশ্ববিদ্যায় পরিদর্শিতা অধিক কিনা এবং স্ত্রীভাগ্য সুপ্রসন্ন কিনা,

তবে দেখিতে পাই যে শ্রীমতী উর্মিলা দেবীর 'পুষ্পহারে' 'শিক্ষা' গল্পে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট উদ্ধত বাঙ্গালী যুবক সত্যেন্দ্রনাথ অশ্বপৃষ্ঠে সফরে বাহির হইয়া হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ অযোধ্যানাথের যুবতী কুমারী কন্যা লছমীকে দেখিলেন, (বিদ্যাপতির লছিমা নহে), এবং যথারীতি উভয়ের প্রেম হইল। শেষে হাকিম বাবু স্বপ্নে শিক্ষা লাভ করিয়া তাহার পাণিগ্রহণে সম্মত হইলেন। ইহার পরেও বাঙ্গালীর সমাজ-সংস্কারে স্বপ্নের প্রভাব কে অস্বীকার করিবে? †

মৃগয়া

দুষ্মন্ত মৃগয়ায় গিয়া আশ্রম-মৃগ বধ করিলেন না বটে, কিন্তু হরিণীর ন্যায় নিরীহ-প্রকৃতি আশ্রম-পালিতা শকুন্তলাকে নয়নবাণ-বিদ্ধা করিলেন, নিজেও হরিণ-নয়নার নয়ন-শরাঘাতে চঞ্চল হইলেন; স্কটের 'সরঃসুন্দরী'তে ('দি লেডি অভ্ দি লেকে') স্কটল্যাণ্ডের রাজা ছদ্মবেশে মৃগয়ায় গিয়া হাইল্যাণ্ড-কুমারীর দর্শনে প্রেমবিহ্বল হইলেন। বাঙ্গালী মৃগয়াপটু নহে, কিন্তু শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর 'দিদি'তে ইয়ং বেঙ্গল অমর বন্ধু দেবেন্দ্রের বাসগ্রামে বেড়াইতে গিয়া বন্দুক ঘাড়ে বন্ধুর সহিত শীকার করিয়া

† স্কটের 'Rob Roy'এ Francis Osbaldistone ও Diana Vernon উভয়েরই অশ্বপৃষ্ঠে প্রথমসাক্ষাতে প্রণয়-সঞ্চার হইল। 'যুনানী মহিলা' সুতরাং 'ধায় অশ্বপৃষ্ঠে।'

ফিরিবার পথে বালিকা চারুকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। পরে আবার চারুর পীড়ায় উভয় বন্ধুতে চিকিৎসা করিল। এই আশ্চর্য্যফলপ্রদ সদৃশ-চিকিৎসার প্রভাবে অমর প্রণয়ের পথে আর এক পৈঠা অগ্রসর হইল। (রোগশয্যা প্রকরণ দ্রষ্টব্য।) যাহা হউক, লেখিকা রীতিমত রোম্যান্স্ রচনা করেন নাই, তাই একেবারে সর্ব্বগ্রাসী প্রেমের আবির্ভাব হইল না। শনৈঃ পন্থাঃ।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ধনপতি সদাগর পায়রা উড়াইয়া দিয়া তাহাকে ধরিতে গেলেন, পায়রার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণপাখীও বালিকা খুল্লনার কাছে ধরা দিল। 'পারাবত লৈলে মোর প্রাণ কৈলে চুরি।' প্রভাত বাবুর জমিদারপুত্র নবগোপালের পাখী হারাইয়া খুঁজিতে গিয়া রমাসুন্দরীর হাতে ঠিক সেই দশা হইল। নায়ক রমাসুন্দরীর হাতে পাখীটিকে বন্দী দেখিলেন, আর নিজের প্রাণপাখীও রমাসুন্দরীর হাতে ধরা পড়িল। বীরবালা বন্দুক চালাইয়া যুবকের হৃদয় বিদ্ধ করিল! যুবক 'হন্নে' হইয়া রাউলপিণ্ডি, অমৃতসর, কাশ্মীর পর্য্যন্ত ছুটিলেন,—অবশ্য 'সস্ত্রীক শকটারোহণে!'

রেলপথ

শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'উল্কা'য় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অনূঢ়া নবযৌবনা শিষ্যকন্যা স্বর্ণলতা ওরফে লক্ষ্মীকে লইয়া ট্রেনে উঠিতে পারিতেছেন না; দুইটি কলেজের যুবক শৈলেন ও মনু (মন্মথ) পরম উৎসাহে

ভিড়ের মধ্যে নিজেদের কামরায় তাহাদিগকে উঠাইয়া লইলেন,—অবশ্য পরোপকার-স্পৃহায়। পরে জানা যায়, মন্নুর পরম গোঁড়া 'মন্নু' অবিবাহিত, কঠোর-সংযমী, নিত্য গীতাপাঠরত; কিন্তু আবার যখন ঘটনাচক্রে তিনি সেই অনূঢ়া সুন্দরীর সামীপ্যলাভ করিলেন, তখন তাঁহার পেটে ক্ষুধা মুখে লজ্জা দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে তিনি নিজের মন্মথ-নাম সার্থক করিতে রাজী,

যদি সা প্রমদা হৃদয়ে বসতি

ক্ব জপঃ ক্ব তপঃ ক্ব সমাধিবিধিঃ।

বন্ধু শৈলেন ভালবাসা নানারকমের বলিয়া সাফাই দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারও ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয়, তড়িতার সহিত বিবাহিত না হইলে তিনিও বড় গররাজী ছিলেন না। যাহা হউক, তড়িতার শোচনীয় মৃত্যুর পর ৺কাশীধামে সেবাব্রতা চিরকুমারী বিধবাবেশধারিণী লক্ষ্মীকে দেখিয়া চক্ষুঃ জুড়ায়।

রবিবাবুর 'অপরিচিতা' গল্পে পাশকরা নবকার্ত্তিক অনুপম একদিন ট্রেনে উঠিতে ভিড়ে কোথাও স্থান না পাইয়া 'এই গাড়ীতে জায়গা আছে' বামাকণ্ঠে এই কয়টি কথা শুনিয়াই অনুপম প্রেমরসে মসগুল, অপরিচিতাকে নিজের পূর্ব্বের স্থিরীকৃতা পাত্রী সুপরিচিতা 'করুণা' বলিয়া চিনিয়া, শুধু গাড়ীতে কেন, হৃদয়েও স্থান পাইবার জন্য আকুল, কিন্তু সেই 'সোণার তরী' সুপ্রশস্ত হইলেও সেথা তাঁহার 'স্থান নাই, স্থান নাই!'

একটু আশ্বাসের কথা, একটি স্থলে রেলপথে প্রেমিকের ভুলভাঙ্গা ঘটিয়াছে। শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'রাঙ্গা শাঁখা'য় 'ভুলভাঙ্গা' গল্পে মাসিক পত্রের সম্পাদক নবযুবক অজিত অপরিচিতা কবিতালেখিকা কনকপ্রভার নাম শুনিয়া ও কবিতা পড়িয়া সুন্দরী ও কুমারী-ভ্রমে ('তারে দেখি নাই, শুধু বাঁশী শুনেছি') তাহার প্রেমে পড়িয়াছিলেন। শেষে একদিন রেলপথে শিশুমুখে ('শুকমুখে' নহে) পরিচয় পাইলেন, শিশুর 'কুদর্শনা কালিন্দী' কর্কশকণ্ঠা 'স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়া' মহিষমর্দ্দিনী পিতামহী কবিতালেখিকা কনকপ্রভা! শুনিয়া সম্পাদক-প্রবরের চক্ষুঃ স্থির হইল, ভুল ভাঙ্গিল।

এ পর্য্যন্ত স্থলপথের কথা বলিলাম, এইবার জলপথের কথা বলিব।

গঙ্গাস্নান

গঙ্গাস্নানে যোগের মেলায় ভিখারীর ভিড়ে নায়ক কান্তিচন্দ্র যুবতী দোপাটীকে এক প্রকার কুড়াইয়া পাইলেন, পরে যথাসময়ে উভয়ের নগেন্দ্রদত্ত-কুন্দর দশা হইল। আর এক ক্ষেত্রে নায়ক রসময় যুবতী নায়িকা মালতীকে দেখিলেন (পূর্ব্বে অবশ্য পরিচয় ছিল না) আর অমনি উভয়েই আত্মহারা হইয়া একেবারে গাঁটছড়া বাঁধিয়া ডুব দিলেন এবং প্রেম-সাগরে তলাইয়া গেলেন, (শেষে

৺কাশীতে দশহরার গঙ্গাস্নানে ইহার উপসংহার!) এইরূপ দুইটী গল্প—পাঁচকড়ি বাবুর 'রূপলহরী'তে পড়িয়াছি। সুখের বিষয়, এই পুস্তকে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য—রূপোন্মাদে সমাজের কি সর্ব্বনাশ ঘটে তাহারই চিত্রাবলি-প্রদর্শন।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'বাল্য-প্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে।' এই নজীরে শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবীর 'গুচ্ছে' 'পথহারা' গল্পে মণিলাল ও সুরমার বাল্যাবধি সাহচর্য্যে প্রণয় হইল, কিন্তু পরিণয় হইল না; সুরমার অন্যত্র বিবাহ হইল। সে যথাসময়ে বিধবা হইল। মণিলাল অবিবাহিত রহিল ও অধঃপাতে গেল। একদিন বিধবা সুরমা মণিলালকে অসৎসঙ্গে গঙ্গাস্নানে আসিতে দেখিয়া তাহাকে সৎপথে আনিবার জন্য নিজ গৃহে লইয়া গেল। কিন্তু মণিলাল তখনও তাহাকে ভুলিতে পারে নাই বুঝিয়া কলঙ্ক প্রলোভন প্রভৃতি এড়াইবার জন্য সুরমা আত্মহত্যা করিল।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আঁধারে-আলো' গল্পে সত্যেন্দ্রের গঙ্গাস্নানে আসিয়া পতিতা বিজলীকে দেখিয়া প্রেমজলে অভিষেক হইল। যাহা হউক, বিজলীর পরিচয় জানিয়া যুবকের চৈতন্য হইল। প্রেমের প্রভাবে বিজলীর প্রকৃতির পরিবর্ত্তন প্রাণস্পর্শী।

নৌকাযাত্রা

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'অদৃষ্ট-চক্রে' যতীশ, অমূল্যচরণ প্রভৃতি ইয়ারবর্গ নৌকাবিহারে বাহির হইয়া ঘাটে দুইটী নারীকে দেখিলেন, একটি যুবতী, অপরটি বালিকা। যুবতীটিকে যে তাঁহারা ভাল চোখে দেখিলেন তাহা নহে, তবে বালিকাটির প্রতি যতীশের পক্ষপাত দেখিয়া একজন বন্ধু ঘটকালির ভার লইলেন। যথাসময়ে বিয়ের ফুল ফুটিল। যাহা হউক, এক্ষেত্রে যুবকদিগের চরিত্র ও ব্যবহার সম্বন্ধে গ্রন্থেই সুতীব্র মন্তব্য আছে, আমাদের তাহার উপর আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

ঠিক নৌকায় বসিয়া না হউক, নৌকা হইতে নামিয়া নবকুমার ও নগেন্দ্র দত্তের কেমন বরস্ত্রীলাভ ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা জানি। রবিবাবুর 'সমাপ্তি' গল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশকরা যুবক অপূর্ব্বকৃষ্ণ স্বগ্রামে পৌছিয়া নৌকা হইতে নামিতে গিয়া পিছল পথে পড়িয়া গেল, প্রতিবেশীর কন্যা মৃন্ময়ী অমনি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, আর অপূর্ব্বকৃষ্ণও অপ্রস্তুত হইয়া প্রেমের পিছল পথে পা দিল। যাহা হউক, গল্পটির সমাপ্তি বড় মধুর।

ষ্টীমার-যাত্রা

কলিতে হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা নিষেধ, সেইজন্যই বোধ হয়, ষ্টীমার-যাত্রার বেশী উদাহরণ আমাদের আধুনিক সাহিত্যে পাওয়া যায়

না। তবে যাহা একটি পাইয়াছি, তাহা একাই এক লক্ষ। (শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' সাহস করিয়া সমুদ্রযাত্রা স্বীকার করিয়াছেন, দেখা যাউক তাঁহার ভাগ্যে 'টগর' ছাড়া আর কোন্ ফুল ফোটে; 'অভয়া' অভয় দিতেছেন, তবু ভরসা হয় না।) শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবীর 'গুচ্ছে' 'ভবিতব্য' গল্পে ষ্টীমারঘাটে যুবক (জাতি বাঁচাইবার জন্য বোধ হয় তিনি যাত্রী নহেন) জলমগ্না বালিকাকে উদ্ধার করিল; যুবক পীড়িত হইল, তখনই যদিও আয়েষা-জগৎসিংহ-ব্যাপারের পুনরভিনয় হইল না, কিন্তু পরে বালিকার যেভাবে 'মস্তিষ্কের জ্বর' (brain-fever) হইল এবং যুবকের পুনরাগমনের দিন হইতেই উপশমের লক্ষণ দেখা দিল, তাহাতে বালিকার হৃদয়ে প্রেমের প্রভাব সুস্পষ্ট। যাহা হউক, বালিকার পিতা কন্যার আরোগ্যের পর দুই হাত এক করিয়া দিয়া 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' নীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। বালিকা মৃণালিনী, যুবক চন্দ্রশেখর; নাম ও ঘটনায় বুঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' ও 'চন্দ্রশেখরে'র অপূর্ব্ব সমন্বয়!

উপসংহার

বোধ হয় এবারকার পূজার বাজারে পাঠক-সমীপে পেশ-করা এই প্রেমের পশরার চাপে পাঠক-সমাজের দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। অতএব এইখানেই নিবৃত্ত হওয়া সুবুদ্ধির কার্য্য।

'কতেক কহিব আর নারিনু রচিতে।
পুঁথি বেড়ে যায় বড় খেদ রৈল চিতে॥'

তবে আমার শেষ কথাটা বলিয়া লই।

এই রাশি রাশি প্রেমের পশরায় দেখিতেছি, অন্তঃপুরে, রোগ-শয্যায়, হাঁসপাতালে, গৃহের ছাদে, স্নানঘাটে, রেলে, ষ্টীমারে, গঙ্গাস্নানের যোগে, কোথাও গৃহস্থকন্যা প্রেমিকের শ্যেনদৃষ্টি হইতে নিরাপদ্ নহে। ডাক্তার, মাষ্টার, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী বা পড়ুয়া ছাত্র, প্রেমের ব্যাসিলাস্ হইতে কাহারও নিস্তার নাই। গুরুঠাকুর ও পূজারী ব্রাহ্মণ হইতে মোটর-চালক ও সহিস পর্য্যন্ত এই রোগে জর্জ্জরিত, তাহারও প্রমাণ মাসিক-পত্রের ছোট-গল্পে ও ক্রমশঃ-প্রকাশ্য গল্পে পাইয়াছি। সুন্দরী মক্কেলের সমাবেশ-সত্ত্বেও উকিল-ব্যারিষ্টারদের আজও অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয় নাই। তবে আইন-ব্যবসায়ী গল্প-লেখকের যখন অভাব নাই, তখন 'অপরং কিং ভবিষ্যতি' কে জানে? সেদিন যখন সংবাদপত্রে দেখিলাম, দৌলতপুর কলেজের ছাত্রগণ নমঃশূদ্রজাতীয়া যুবতীকে বন্যা হইতে উদ্ধার করিয়াছিল, তখন বড় ভয় হইয়াছিল, বুঝি কোন নভেলি ব্যাপার ঘটে। সুখের বিষয়, সেই খোলা ময়দানে, সেই পূত শান্ত তপোবনে, আজও নভেলের বিষাক্ত বাতাস যায় নাই।

জানি ভবভূতি বলিয়া গিয়াছেন, 'ভ্রমতি ভুবনে কন্দর্পাজ্ঞা, বিকারি চ যৌবনম্।" বাঙ্গালী কবি আরও খোলসা করিয়া

বলিয়াছেন, 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।' অজ্ঞাতনামা ইংরেজ কবিও গায়িয়াছেন,

Over the mountains
And over the waves,
Under the fountains
And under the graves ;
Under floods that are deepest
Which Neptune obey ;
Over rocks that are steepest
Love will find out the way.

কিন্তু তথাপি বলিব, যে সমাজে ইউরোপীয় সমাজের ন্যায় অথবা প্রাচীন ভারতীয় সমাজের ন্যায় গান্ধর্ব্ববিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ, যৌবনবিবাহ, বর-নির্ব্বাচনে কন্যার স্বাধীনতা প্রভৃতি নাই, সে সমাজে এমন করিয়া সাহিত্যের মারফত প্রেমের ব্যাসিলাস্ ছড়ান কি মঙ্গলজনক ?

আজকাল rock-oilএর তীব্র আলোকে আমাদের বংশধরদিগের চোখ খারাপ হয় বলিয়া আমরা আক্ষেপ করি। কিন্তু এই ভূঁইফোড় প্রেমের তীব্র জ্যোতিতে চক্ষু ঝলসাইয়া তাহাদিগের যে চোখের দোষ জন্মিতেছে, তাহার উপায় কি ?

চক্ষুরোগ হইলে বাঙ্গালী খ্যাতনামা চিকিৎসক শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ বাগ্‌চী মহাশয়ের শরণ লয়। শুনিয়াছি, তিনি শুধু সুচিকিৎসক নহেন, পরন্তু নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। এ রোগের চিকিৎসার ভার তিনি লইবেন কি? গল্প আছে, খাদ্যলোভী উদরাময়-গ্রস্ত রোগীর পেট ঠাণ্ডা না করিয়া ডাক্তার চোখে ঔষধ লাগাইবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, কেননা বেচারার সুখাদ্য-দর্শনে লোভ-সংবরণের অসমর্থতাই অনর্থের মূল। এ ক্ষেত্রেও সেই হিসাবে হৃদয়-মনের পরিবর্ত্তে চক্ষু-চিকিৎসাই আবশ্যক নহে কি? না বিল্বমঙ্গলের মত আসুরিক চিকিৎসার প্রয়োজন হইবে?*

---

* আশা করি, নভেল-নাটকের লেখক-লেখিকাগণ তথা পাঠক-পাঠিকাগণ এই প্রবন্ধ-পাঠে কাব্যবিভীষিকাগ্রস্ত হইবেন না, ঊনপঞ্চাশদ্-বর্ষীয় ঊনপঞ্চাশদ্‌গ্রস্ত প্রবন্ধকারের উন্মত্ত-প্রলাপ কৃপা ও ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন। প্রবন্ধটি ১৩২৪ সালের 'ভারতবর্ষে' কার্ত্তিক-সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

নির্ঘণ্ট

পুস্তকে উল্লিখিত নাটক নভেল কবিতা প্রভৃতির তালিকা।
(বিস্তৃতিভয়ে বিদেশী সাহিত্যের তালিকা এস্থলে দেওয়া হইল না।)

রাঙ্গা শাঁখা (অনুরূপা দেবী)
রাজসিংহ (বঙ্কিম চট্টো)
রাধারাণী („)
রূপলহরী (পাঁচকড়ি বন্দ্যো)
রেণু (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২৩)
লীলাবতী (দীনবন্ধু মিত্র)
বঙ্গবিজেতা (রমেশ দত্ত)
বাগ্‌দত্তা (অনুরূপা দেবী)
বাসবদত্তা (সংস্কৃত)
„ (মদন তর্কালঙ্কার)
বিক্রমোর্ব্বশী (সংস্কৃত)
বিচারক (রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ)
বিদায়-অভিশাপ (রবীন্দ্রনাথ)
বিদ্ধশাল-ভঞ্জিকা (সংস্কৃত)
বিদ্যাসুন্দর (ভারতচন্দ্র)
বিধিলিপি (নিরুপমা দেবী)
বিল্বমঙ্গল (গিরিশ ঘোষ)
বিষবৃক্ষ (বঙ্কিম চট্টো)
বৈরাগ-যোগ (সুরেন্দ্র গাঙ্গুলি)
শরৎ-সরোজিনী (উপেন্দ্র দাস)
শ্রীকান্ত (শরৎ চট্টো)
শ্রীমদ্ভাগবত
সংসার (রমেশ দত্ত)
সফল স্বপ্ন (ভূদেব মুখো, ঐতিহাসিক উপন্যাস)
সমাজ (রমেশ দত্ত)
সমাপ্তি (রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ)
সবিতা-সুদর্শন (সুরেন্দ্র মজুমদার, গ্রন্থাবলি)
সাজি (সুরেশ সমাজপতি)
সিন্দুর-কৌটা (প্রভাত মুখো)
সীতারাম (বঙ্কিম চট্টো)
সুরেন্দ্র-বিনোদিনী (উপেন্দ্র দাস)
স্বর্ণমণি (ইন্দিরা দেবী)
স্বর্ণলতা (তারক গাঙ্গুলি)
স্বামী (শরৎ চট্টো)
হতাশের আক্ষেপ (হেমচন্দ্র বন্দ্যো)
হিরণ্ময়ী (রাজকৃষ্ণ রায়)

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

মূল্যবান্ সংস্করণের মতই কাগজ,

ছাপা, বাঁধাই প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।

—আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখকের পুস্তকই প্রকাশিত হয়।—

বঙ্গদেশে যাহা কেহ ভাবেন নাই, শুনেন নাই, আশাও করেন নাই। ামরাই ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক। বিলাতকেও হারমানিতে হইয়াছে—সমগ্র ারতবর্ষে ইহা নূতন সৃষ্টি! বঙ্গসাহিত্যের অধিক প্রচারের আশায় ও াহাতে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট পুস্তক-পাঠে সমর্থ হন, সেই মহা দ্দেশ্যে আমরা এই অভিনব 'আট-আনা-সংস্করণ' প্রকাশ করিয়াছি।

ৎতি বাঙ্গালা মাসে একখানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হয়:—

মফস্বলবাসীদের সুবিধার্থ, নাম রেজেষ্ট্রি করা হয়; গ্রাহকদিগের নিকট বপ্রকাশিত পুস্তক, ভিঃ পিঃ ডাকে ॥৶৹ মূল্যে প্রেরিত হইবে; প্রকাশিত- গুলি একত্র বা পত্র লিখিয়া সুবিধানুযায়ী পৃথক্ পৃথক্ও লইতে পারেন।

গ্রাহকদিগের কোন বিষয় জানিতে হইলে, **"গ্রাহক-নম্বর"** সহ পত্র দিতে হইবে।

এই গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে—

১। **অভাগী** (৫ম সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।

২। **ধর্ম্মপাল** (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

৩। **পল্লীসমাজ** (৫ম সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৪। **কাঞ্চনমালা** (২য় সং)—মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ।

৫। **বিবাহবিপ্লব** (২য় সংস্করণ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল্।

৬। **চিত্রালী** (২য় সংস্করণ)—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৭। দুর্ব্বাদল (২য় সংস্করণ)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।
৮। শাশ্বত ভিখারী (২য় সং)—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম, এ।
৯। বড় বাড়ী (৩য় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
১০। অরক্ষণীয়া (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১১। ময়ূখ (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।
১২। সত্য ও মিথ্যা (২য় সংস্করণ)—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।
১৩। রূপের বালাই (২য় সংস্করণ)—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
১৪। সোণার পদ্ম (২য় সং)—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।
১৫। লাইকা (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।
১৬। আলেয়া (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।
১৭। বেগম সমরু (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৮। নকল পাঞ্জাবী (২য় সংস্করণ)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।
১৯। বিল্বদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।
২০। হালদার বাড়ী—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
২১। মধুপর্ক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
২২। লীলার স্বপ্ন—শ্রীমনোমোহন রায় বি-এল।
২৩। সুখের ঘর (২য় সংস্করণ)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম, এ।
২৪। মধুমল্লী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।
২৫। রাণির ডায়েরী—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।
২৬। ফুলের তোড়া—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।
২৭। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
২৮। সীমান্তিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।
২৯। নব্য-বিজ্ঞান—অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ।
৩০। নববর্ষের স্বপ্ন—শ্রীসরলা দেবী।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক।

ফোয়ারা (৩য় সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত)	...	১।০
পাগলা ঝোরা ...	...	১।০
কাব্যসুধা (ননদ-ভাজ, শাশুড়ী-বৌ ইত্যাদি)...		১৲
কপালকুণ্ডলা-তত্ত্ব (২য় সংস্করণ)	...	॥০
অনুপ্রাস (চারিবর্ণে মুদ্রিত হরগৌরীর চিত্র-সমেত)		॥০
ককারের অহঙ্কার ...	...	।/০
ব্যাকরণ-বিভীষিকা (২য় সংস্করণ)	...	।৵০
বাণান-সমস্যা ...	...	৶০
সাধুভাষা বনাম চলিতভাষা ...	...	৵০
ছড়া ও গল্প (৪র্থ সংস্করণ) শিশুপাঠ্য	...	।৵০
আহ্লাদে আটখানা (৩য় সংস্করণ)"	...	।৶০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—
২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা